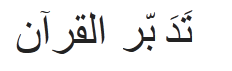
**কুরআনের ভাষ্যে মানুষের উৎপত্তি-কর্ম-পরিণতি**

****

সংকলনে – আবু ছুওয়াইবাহ আনীসুর রহমান বিন আব্দুল কুদ্দুস

29 রবিউল আওয়াল, 1436 (21-01-2015)

|  |
| --- |
| website: quraniclife.weebly.com, abukab.weebly.com |

**ফিহরিস্তি**

পেশ-কালাম 2-4

সূরাহ ফাতিহা 5

সূরাহ বাকারার কিছু আয়াত 5-9

সূরাহ আলি ইমরানের কিছু আয়াত 9-11

সূরাহ নিছার কিছু আয়াত 11-20

সূরাহ মায়িদাহর কিছু আয়াত 20-23

সূরাহ আনআমের কিছু আয়াত 23

সূরাহ আরাফের কিছু আয়াত 24

সূরাহ ইউনুছের কিছু আয়াত 25

সূরাহ ইউছুফের কিছু আয়াত 26-27

সূরাহ ইছরার কিছু আয়াত 27-28

সূরাহ কাহফের কিছু আয়াত 29-33

সূরাহ আম্বিয়ার কিছু আয়াত 33-35

সূরাহ মু’মিনূনের কিছু আয়াত 35-37

সূরাহ নূরের কিছু আয়াত 38-41

সূরাহ নামলের কিছু আয়াত 41-42

সূরাহ রূমের কিছু আয়াত 42-43

সূরাহ আহজাবের কিছু আয়াত 44-49

সূরাহ ছাফফাতের কিছু আয়াত 50

সূরাহ জুমারের কিছু আয়াত 51-52

সূরাহ মুহম্মদের কিছু আয়াত 52-53

সূরাহ ওয়াকিয়ার কিছু আয়াত 53-54

সূরাহ হাদীদের কিছু আয়াত 54

সূরাহ মুমতাহানার কিছু আয়াত 55-57

সূরাহ মুলকের কিছু আয়াত 57-59

সূরাহ জিন্নের কিছু আয়াত 60

সূরাহ আলাকের কিছু আয়াত 61-62

সূরাহ কাওছার 63-64

সূরাহ ইখলাছ 64

সূরাহ ফালাক ও নাস 65

**পেশ-কালাম**

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহ সৃষ্টিকর্তার অনেক নামের মধ্যে একটি নাম যে নামে তাকে মূসা, যীশু, মুহম্মদ ও অথর্বণঋষি ডাকতেন। [[1]](#footnote-1)

কুরআন একটি পুস্তক যা সৃষ্টিকর্তা মানুষের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যাতে মানুষ সৃষ্টিকর্তার পরিচয় পায় এবং তার সাথে যথোচিত সম্পর্ক রক্ষা করতে পারে। কুরআন ইসলাম নামে একটি জীবনপথ (way of life)-এর সন্ধান দেয় আর ইসলাম মূলত সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের ‘উপাস্য-উপাসক’ সম্পর্ক (relationship) যা রক্ষা করলে মানুষ শান্তি লাভ করতে পারে। [[2]](#footnote-2)

ধারাবাহিকভাবে অবর্তীর্ণ আসমানী পুস্তকগুলোর মধ্যে কুরআন সবশেষ। পুস্তক নাজিলের এই ধারা ইসলামের পহেলা নবী আদম (আ.) থেকে শুরু হয়। তেইশ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড অংশে কুরআন নবী (বাণীবাহক) মুহাম্মদ (জন্ম 570/571-ম. 632 খ্রীস্টাব্দ)-এর উপর আরবি ভাষায় অবর্তীর্ণ হয়। উছমান (রা.) বলেন, যখন কুরআনের আয়াত নাজিল হত, নবী (স.) তার শ্রুতিলিখকদের মধ্য থেকে কাউকে ডাকতেন। (আবু দাউদ, আহমদ, তিরমিযী, হাকিম)

নবী (স.)-এর ইন্তিকালের (632 খ্রী:/ 12 হিজরী) আগ তক কুরআন নাজিল অব্যহত ছিল। নবী (স.)-এর ইন্তিকালের পরে ইযামামার যুদ্ধে অনেক হাফিযে কুরআন শহীদ হন। তখন উমর (রা.) খলীফা আবু বকর (রা.)-কে বুঝালেন যে কুরআনের পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে পুরো কুরআন একটি মাসহাফে জমা না করলে মুসলিম জাতির মধ্যে বিবাদ হতে পারে। তখন আবু বকর জায়েদ বিন ছাবিতকে তলব করলেন এবং বললেন, কুরআনের সব অংশ যোগাড় করুন এবং একটি পাণ্ডুলিপিতে সংকলন করুন। (বুখারী)

যায়েদ আরো কয়েকজন ওহীলেখক ও হাফিজকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। তারা সকলের কাছ থেকে কুরআনের পাণ্ডুলিপিগুলো যোগাড় করে একটি পাণ্ডুলিপিতে সংকলন করেন এবং আবু বকরের কাছে জমা দেন। পরে উছমান (রা.) মাসহাফটির কয়েকটি কপি তৈয়ারী করেন এবং বিভিন্ন শহরে পাঠিয়ে দেন।

কুরআনে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে এবং এটি পূর্নাংগ জীবন বিধান। সুদর্শন ভট্টাচার্য (আবুল হোসেন ভট্টাচার্য) বলেন, পবিত্র কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যার মাঝে মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, প্রস্তুতিপর্ব, আদি মানব-মানবীর সৃষ্টি, পৃথিবীতে আবির্ভাব প্রভৃতির ইতিহাসসহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার প্রেরণাও বিদ্যমান রয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব কিছু রয়েছে বলেই পবিত্র কুরআনকে পূর্নাংগ জীবন বিধান বলা হয়ে থাকে। (ইতিহাস কথা কয়, আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, জ্ঞান বিতরণী, পৃষ্ঠা 195) [[3]](#footnote-3)

সুদর্শন ভট্টাচার্য (আবুল হোসেন ভট্টাচার্য) বলেন, “বর্তমান বিশ্বে পবিত্র কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যার অবতরণ, সংরক্ষণ এবং লিপিবদ্ধকরণ প্রভৃতির অকাট্য ও ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান। অদ্যাপি তা যে সম্পূর্ণরূপে অক্ষত ও অবিকৃত রয়েছে এবং থাকবে তার বহু জাজ্জল্যমান প্রমাণেরও অভাব নেই। পবিত্র কুরআন যে নির্ভুল, নি:সন্দিগ্ধ এবং আল্লাহর বিধান – শুধু এ কথা বলেই কুরআন ক্ষান্ত হয়নি। একাকী বা সমবেত প্রচেষ্টায় এর সুরার মত একটা সুরা বা তার অংশবিশেষ রচনা করে আনার জন্য বার বার পণ্ডিতদের চ্যালেন্জ দিয়েছে। অথচ আজ পর্যন্ত কেউ সে চ্যালেন্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি।” (ইতিহাস কথা কয়, পৃষ্ঠা 191)

কুরআন অপরিবর্তনীয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, {আমি নিজে এ উপদেশ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর হেফাযত করব।} (কুরআন 15:9) মূলত মুখস্থকরণের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষিত হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে যে নবীকে এমন কিতাব দেয়া হয়েছে যা পানিতে ধৌত হয় না। [[4]](#footnote-4)

কুরআনে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের মোট ১১৪টি সূরা রয়েছে। একটি সূরা বা তার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে ধারাবাহিকতার সাথেই অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রত্যেকটি সূরার একটি নাম রয়েছে। সূরাগুলোর একটি সজ্জা রয়েছে। সজ্জাকরণ তাদের অবতরণের ধারাবাহিকতা অনুসারে করা হয় নি। বরং অনেকটা বড় থেকে ছোট সূরা অনুযায়ী সাজানো; অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে বড় সূরাও ছোট সূরার পরে এসেছে। এ সম্পর্কে Marmaduke Pickthall বলেন, “Closer study will reveal a sequence and significance – as for instance, with regard to the placing of the very early Meccan surahs at the end. The inspiration of the Prophet progressed from inmost things to outward things whereas most people find their way through outward things to things within.” [[5]](#footnote-5)

অনেকে বলেন, এই সজ্জাটি মুখস্থকরণের সুবিধার সৃষ্টি করেছে।

এটি একটি মু'জিযা বা অলৌকিক পুস্তক যা কোন মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। McGill University-এর আরবি সাহিত্য এবং ইসলাম শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক Issa Boullata কুরআনের সাহিত্যিক গঠনপ্রণালি সম্বন্ধে বলেছেন, “কুরআনের বার্তাগুলো বিভিন্ন সাহিত্যিক গঠনে প্রকাশিত হয়েছে, যা আরবি সাহিত্যের সবচেয়ে নিখুঁত লিখিত রচনা হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। কুরআনের ভাষার উপর ভিত্তি করেই আরবি ব্যাকরণ রচিত হয়েছে, এবং মুসলিম অলঙ্কার-শাস্ত্রবিদদের মতে, কুরআনের বাগধারাগুলো ভীষণ সুন্দর এবং মহিমান্বিত হিসেবে বিবেচিত হয় .... উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে, কুরআন এর বার্তা প্রকাশ করার নিমিত্তে বিপুল প্রকার ও শ্রেণীর সাহিত্যিক উপাদানের সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছে।” (Issa Boullata, Literary Structure of Qur'an, এনসাইক্লোপিডিয়া অফ দ্য কুরআন, vol.3 p.192, 204)

কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা 6236টি। [[6]](#footnote-6)

কুরআনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বিশেষ্য আল্লাহ (2699 বার), রব্ব (975 বার), আরদ্ব (461 বার)।

কুরআনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ ক্বলা [সে বলল] ও তার বিভিন্ন রূপ (1618 বার), কানা [সে হল] ও তার বিভিন্ন রূপ (1358 বার), আমানা [সে বিশ্বাস করল] ও এর বিভিন্ন রূপ (537 বার), আলিমা [সে জানল] ও এর বিভিন্ন রূপ (382 বার), কাফারা ও এর বিভিন্ন রূপ (289 বার)।

কুরআনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দ যা একটি অব্যয় ‘মিন’ [থেকে/মধ্যে] (3226 বার)।

কুরআনে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে যার সাথে বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের কিছু মিল আছে, অনেক বিষয়ে অমিলও আছে। যেমন কুরআনে ইবরাহীমের পিতার নাম আজার, বাইবেলে ইবরাহীমের পিতার নাম তেরাহ। কুরআনে দাউদ ও সুলায়মান (আ.)-কে মহান নবী বলা হয়েছে। কিন্তু বাইবেলে তাদেরকে নবী নয় বরং কেবল ক্ষমতাধর শাসক হিসাবে দেখানো হয়েছে। [[7]](#footnote-7)

প্রেরণার আফুরান উৎস কুরআন। আমেরিকান পণ্ডিত Thomas Balantine Irving বলেন, The Quran considered untranslatable. Because each time one returns to the Arabic text, he finds new meaning and fresh ways of interpreting it. It is a living document. [[8]](#footnote-8)

আমি কুরআনের কিছু আয়াত নিয়ে ফিকর, তাদাব্বুর ও মোজাকারা করেছি। এই রচনা প্রচলিত অর্থে তাফছীর নয়, বরং জীবন ও জগতে কুরআনের বাণীর প্রতিফলন সম্পর্কিত উপলব্ধির বিবরণ। এটি তাদাব্বুরে কুরআন, তাফছীরে কুরআন নয়।

তারা কি কুরআন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে না (তাদাব্বুর করে না), না তাদের অন্তরে তালা দেয়া আছে? (কুরআন 47:24)

এই কিতাব সংকলনে রেফারেন্স ভুল থাকতে পারে, তাহকীক ভুল হতে পারে, টাইপিং ভুল হতে পারে। কিছু পাঠকের সদয় পরামর্শে কিছু ভুল সংশোধন করাও হয়েছে। পাঠক ভাইবোন আরো ভুল জানতে পারলে ভুল ত্যাগ করে সঠিক বিষয়ের উপর আমল করবেন; আমাদেরকেও জানাবেন।

মহান আল্লাহ সকলকে কুরআনের সমঝদার বানিয়ে দিন এবং কুরআন থেকে ফায়দা হাসিল করার তাওফীক দিন এ দুআ করছি।

আরযগুজার

খাকসার আবু ছুওয়াইবাহ আনীসুর রহমান

সুরাহ ফাতিহা/সুরাহ হামদ

|  |  |
| --- | --- |
| **1:1** | পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে। |
| **1:2** | সকল তারীফ জগতসমূহের পালনকর্তা আল্লাহর। |
| 1:3 | তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। |
| 1:4 | তিনি বিচার দিবসের মালিক। |
| 1:5 | আমরা শুধু আপনার উপাসনা করি আর আপনারই সাহায্য চাই। |
| 1:6 | আমাদেরকে সিধা পথে চালিত করুন, |
| 1:7 | তাদের পথে, যাদেরকে নেয়ামত দিয়েছেন; যাদের উপর গযব পড়েনি এবং যারা ভুলপথে চলন্ত নয়। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

ফাতিহা মানে উন্মুক্ত করা। সুরাহ ফাতিহা কুরআনের পহেলা সূরাহ।

{জগতসমূহের পালনকর্তা} – মূল আরবিতে {রব্বুল আলামীন}

রব্ব মানে পালনকর্তা, অভিভাবক, মনিব, মালিক ইত্যাদি।

রসূল (স.) বলেন: মহান আল্লাহ বলেন, আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে দুভাগে ভাগ করেছি, আমার বান্দার জন্য সে যা চাইবে। বান্দা যখন বলে: সকল তারীফ জগতসমূহের পালনকর্তা আল্লাহর।‎ আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। বান্দা যখন বলে: দয়াময়, পরম দয়ালু। আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। বান্দা যখন বলে: বিচার দিবসের মালিক। আল্লাহ বলেন: ‎আমার বান্দা আমার মহিমা ঘোষণা করেছে। বান্দা যখন বলে: আমরা আপনারই উপাসনা করি এবং আপনার সাহায্য চাই। ‎আল্লাহ বলেন: এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে, আর আমার বান্দার জন্য যা সে চাইবে। যখন বান্দা বলে: আমাদেরকে সিধা পথে চালিত করুন। তাদের পথে, যাদেরকে নেয়ামত দিয়েছেন; যাদের উপর গযব পড়েনি এবং যারা ভুলপথে চলন্ত নয়। আল্লাহ বলেন: এটা আমার বান্দার জন্য, আমার বান্দার জন্য যা সে চাইবে। (মুসলিম) **[[9]](#footnote-9)**

সিধা পথ হচ্ছে ইসলাম। নবী ঈসা (যীশু) বলেন, {নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা - তাঁর উপাসনা কর, এটাই হলো সিধা পথ।} (কুরআন 3:51)

{যাদেরকে আপনি নেয়ামত দিয়েছেন} – এরা হলেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও পূণ্যবানগণ।

সুরাহ বাকারাহ আয়াত 21-22

|  |  |
| --- | --- |
| **2:21** | হে ইনসান! উপাসনা কর তোমাদের পালনকর্তার, যিনি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের আগে যারা ছিল তাদেরকে যাতে তোমরা সাবধানে চলতে পার। |
| **2:22** | তিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি নাজিল করে তা দিয়ে তোমাদের জন্য ফল উৎপাদন করেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে কুফু করো না যখন তোমরা তা জান। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

2:21-22 এ আয়াত দুটিতে মানুষকে জানানো হয়েছে তার উৎপত্তি কোথা থেকে। জিওকেমিস্টJeffrey Bada বলেন, "Today as we leave the twentieth century, we still face the biggest unsolved problem that we had when we entered the twentieth century: How did life originate on earth?" (Earth Magazine, 1998)

অর্থাৎ “বিংশ শতাব্দীতে vãx‡Z cÖ‡e‡ki mgq me‡P‡q eo †h cÖkœwU Avgv‡`i wQj - ÔwKfv‡e c„w\_ex‡Z Rxe‡bi Avwef©ve n‡qwQj?Õ- AvR hLb Avgiv wesk kZvãx‡K we`vq Rvbvw”Q ZLbI †mB GKB AgxgvswmZ cÖkœwUi gy‡LvgywL n‡Z n‡”Q|Ó

আসলে প্রশ্নটি মুসলিমদের কাছে পুরাপুরি মীমাংসিত। মহান সৃষ্টিকর্তা সব প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। দুইটি তত্বের সমর্থনে বিজ্ঞানীরা বিভক্ত। তাদের বিবেচনাধীন দুটি তত্ত্ব হচ্ছে:

**1. সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক সৃষ্টি তত্ব**

**2. বিবর্তনবাদ**

**সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক সৃষ্টি তত্ব :** মহান সৃষ্টিকর্তা সব প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। বিবর্তন হয় নি।

কুরআনে আল্লাহ বলেন, আর আল্লাহ প্রত্যেক জীবকে পানি থেকে পয়দা করেছেন। এরপর তাদের কোনটি পেটে ভর দিয়ে চলে, কোনটি চলে দুই পায়ের উপর, আবার কোনটি চার পায়ের উপর চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছা পয়দা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (24:45)

পবিত্র সে সত্তা যিনি সকল জোড়া জোড়া পয়দা করেছেন, জমীন যা উৎপন্ন করেছে তা থেকে, মানুষের নিজদের মধ্য থেকে এবং সে সব কিছু থেকেও যা তারা জানে না (36:36)

এরপর আমি তা দিয়ে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান পয়দা করি, ওতে তোমাদের জন্য আছে পর্যাপ্ত ফল, যা থেকে তোমরা খাও| (23:19)

তবে কি তারা উটের প্রতি নজর দেয় না, কীভাবে তা পয়দা করা হয়েছে? (88:17)

তারা কি নিজে নিজে পয়দা হয়েছে, না তারা নিজেরাই পয়দাকর্তা? তারা কি আসমানসমূহ ও যমীন পয়দা করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না। (৩৫:৩৬)

হে মানুষ, একটি উপমা পেশ করা হল, মনোযোগ দিয়ে তা শোন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কখনো একটি মাছিও পয়দা করতে পারবে না। যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তারা তার কাছ থেকে তাও উদ্ধার করতে পারবে না। তলবকারী ও যার কাছে তলব করা হয় উভয়েই দুর্বল। (22:73)

# Louis Pasteur, Jonathan Wells, Michael J. Behe, Lawrence Brown প্রমুখ বিজ্ঞানী বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করেছেন।

**বিবর্তনবাদ :**  বিবর্তনবাদ একটি মতবাদ ` hv‡Z g‡b Kiv nq †h Ro c`v\_© †\_‡K cÖ\_‡g GK‡Kvlx Rxe Drcbœ nq Ges Zv †\_‡K wewfbœ cwieZ©‡bi gva¨‡g DbœZZi Rx‡ei D™¢e nq| weeZ©bev`‡K ˆeÁvwbK gZev` wnmv‡e cÖPvi Kiv n‡q \_v‡K| wKš‘ ˆeÁvwbK Kg©c×wZi gva¨‡g weeZ©b‡K Dc¯’vcb ev cÖgvwYZ Kiv hvq wb|

WviDBb wb‡RB Zuvi MÖ‡š’i "Difficulties of the Theory" Aa¨v‡q ¯^xKvi K‡i‡Qb cÖRvwZ¸‡jvi µgvMZ Dbœqb cÖgv‡Yi Rb¨ hyw³ h‡\_ó bq| Jonathan Wells বলেন, "The general public is rarely informed of the deep-seated uncertainty about human origins that is reflected in these statements by scientific experts. Instead, we are simply fed the latest version of somebody's theory, without being told that paleonthropoligists themselves cannot agree over it. And typically, the theory is illustrated with fanciful drawings of cavemen or human actors wearing heavy makeup." (Icons of Evolution: Science or Myth, Washington D.C., 2000, p-225)

বিবর্তনবাদীরা বিবর্তনবাদকে ত্যাগ করতে নারাজ। এর কারণ তারা কোন অবস্থাতেই পয়দাকর্তাকে বিশ্বাস করবে না। পয়দাকর্তাকে বিশ্বাস না করাটাই তাদের বিশ্বাস ও ধর্ম। তাদের বিশ্বাসের সাথে যে মতবাদ সংগতিপূর্ণ কেবল তা-ই তাদের কাছে গ্রহণীয়, সে মতবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলেও।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন “একাধিক উপাস্য কি সত্য না সের্ফ এক উপাস্য?” পুস্তকে (abukab.weebly.com website-এ এটি পাবেন)।

{আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন} – আকাশে বিভিন্ন স্তর আছে (বায়ুমণ্ডল, ওজোন স্তর) যা ক্ষতিকর উল্কা ও রশ্মিকে যমীনে আসতে বাধা দেয়।

{আকাশ থেকে পানি নাজিল করেন} – আকাশকে পানির মূল উৎপত্তিস্থল বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে পানি এসেছে উল্কা ও ধুমকেতু থেকে। নাজিল শব্দটি পানি, লোহা ও কিতাবের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রচলিত পানিচক্রে পানির উৎপত্তিস্থল বলা হয় সাগরকে। কিন্তু বিজ্ঞানীগণ এখন নিশ্চিত যে পানি ও লোহা পৃথিবীতে এসেছে আকাশ থেকে। দ্রষ্টব্য: সূরা হাদীদের আলোচনা (57:25)

{আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ করো না} - এটি একটি কঠোর আদেশ। আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করলে যে দোষ হয় তা ক্ষমার অযোগ্য। অবশ্য যে অনুতপ্ত হয় ও ফিরে আসে তার কথা আলাদা।

মা সন্তানকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। তার দোষ, যন্ত্রণা মাফ করে। কিন্তু যদি সন্তান মাকে অস্বীকার করে তাহলে কি মা তাকে আশ্রয় দেবে?

সুরাহ বাকারাহ আয়াত 23-24

|  |  |
| --- | --- |
| 2:23 | যা আমি আমার বান্দার উপর নাজিল করেছি তাতে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে, তাহলে এর তুলনীয় একটি সূরা আনো। আর তোমাদের সব সাহায্যকারীকে সঙ্গে নাও - আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবান হও। |
| 2:24 | আর যদি তা না পার, অবশ্য তা কখনও পারবে না, তাহলে তোয়াক্কা কর আগুনকে, যার জ্বালানী মানুষ ও পাথর - তা তৈয়ার করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। |

{এর মত একটি সূরা আনো} – এ আয়াতে কুরআনের কথা বলা হয়েছে। - এটি এমন চ্যালেঞ্জ যা কেউ পূরণ করতে পারে নি।

সুদর্শন ভট্টাচার্য (আবুল হোসেন ভট্টাচার্য) বলেন, একাকী বা সমবেত প্রচেষ্টায় এর সুরার মত একটা সুরা বা তার অংশবিশেষ রচনা করে আনার জন্য পুণ:পুণ: পণ্ডিত ব্যক্তিদের চ্যালেন্জ দিয়েছে। অথচ আজ পর্যন্ত কেউ সে চ্যালেন্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি। (ইতিহাস কথা কয়, আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, জ্ঞান বিতরণী, পৃষ্ঠা 191)

সুরাহ বাকারাহ আয়াত 67-74

|  |  |
| --- | --- |
| 2:67 | যখন মূসা তার কওমকে বলল, আল্লাহ তোমাদেরকে ফরমান করেছেন একটি গাই যবেহ করতে। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ? মূসা বলল, আমি আল্লাহর শরণ নিচ্ছি যাতে জাহেলদের মধ্যে শামিল না হই। |
| 2:68 | তারা বলল, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য দোয়া কর, আমাদের কাছে বয়ান করতে সেটা কী। মূসা বলল, তিনি বলছেন, সেটা হবে এমন গাই, যা বুড়ি নয় এবং বাচ্চাও নয় - মাঝবয়সী। এখন আদিষ্ট কাজ কর। |
| 2:69 | তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য দোয়া কর যেন আমাদেরকে বয়ান করেন তার রঙ কী। মূসা বলল, তিনি বলেছেন যে, সেটা হলুদ গাই - যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়। |
| 2:70 | তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য দোয়া কর - তিনি বলে দিন যে, সেটা কী? কেননা, সব গরু আমাদের কাছে সমান মনে হয়। ইনশাআল্লাহ এবার আমরা অবশ্যই দিশা পাব। মূসা বলল, তিনি বলেন যে, এটা এমন গাই যা যমীন চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচতে নিযুক্ত হয় নি, সুস্থ, যার মধ্যে কোন খুত নেই। |
| 2:71 | তারা বলল, এবার সত্য এনেছ। এরপর তারা সেটা জবেহ করল, অথচ তারা তা করতে উৎসাহী ছিল না। |
| 2:72 | যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অন্যকে দোষারোপ করেছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে, আল্লাহ তা জানালেন। |
| 2:73 | এরপর আমি বললামঃ গরুর একটি খন্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে হায়াত দেন এবং তোমাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ দেখান-যাতে তোমরা আকল খাটাও। |
| 2:74 | এরপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেল। তা পাথরের মত অথবা তার চেয়েও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমনও আছে; যা থেকে নদী প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা ফেটে যায়, এরপর তা থেকে পানি বের হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়ে! আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে বে-খবর নন। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

গরু কুরবানীর কাহিনী বলা হয়েছে বলেই এ সূরার নাম বাকারাহ (গাভী)। বনু ইসরাইল গরু কুরবানী নিয়ে অনেক গড়িমসি করে। অথচ আল্লাহর নির্দেশমত যে কোন একটি গাভী যবেহ করলেই হত।

{পাথরের মধ্যে এমনও আছে; যা থেকে নদী প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা ফেটে যায়, এরপর তা থেকে পানি বের হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়ে!} – এটা প্রকৃতিতে দেখা যায়। বিশেষ করে যেসব ধুমকেতু, গ্রহাণু ও উল্কা পৃথিবীতে পড়ে সেগুলোর ধ্বংসাবশেষ পাথরে প্রচুর পানি পাওয়া যায়। সূরা হাদীদের আলোচনায় (57:25) এ বিষয়ে বিস্তারিত বলেছি।

সুরাহ বাকারাহ আয়াত 255-257

|  |  |
| --- | --- |
| 2:255 | আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরজীবি, অটল। তাঁকে ঝিমুনি ছোঁয় না এবং ঘুমও নয়। যা আসমানে আছে আর যা যমীনে আছে, সবই তাঁর। কে আছে যে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে? তাদের সামনে বা পিছে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর এলেম থেকে তারা কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না, ব্যতিক্রম যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরছী আসমানসমূহ ও যমীনকে ঘিরে রেখেছে। আর সেগুলোকে হেফাযত করা তাঁকে নাকাল করেনা তিনিই সর্বোচ্চ এবং মহান। |
| 2:256 | দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে ভুল-পথ থেকে ঠিক-পথ উদ্ধার করা হয়েছে। এখন যে মিথ্যা উপাস্যদেরকে মানে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস করে, সে ধরেছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন। |
| 2:257 | যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে মিথ্যা উপাস্য। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে আনে অন্ধকারের দিকে। এরাই আগুনের অধিবাসী, তারা সেখানে অমর হয়ে থাকবে। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

কুরছী - সিংহাসন

জগতসমূহের বিশালতা সম্পর্কে রসূল (স.) বলেন, “সাত আসমান কুরছীর তুলনায় এমন যেমন মরুভূমিতে একটি আংটি। কুরছী আরশের তুলনায় এমন যেমন মরুভূমিতে একটি আংটি।” (ইবনে আবু হাতিম, ইবনে হিব্বান)

সুরাহ বাকারাহ আয়াত 282

|  |  |
| --- | --- |
| 2:282 | হে যারা ঈমান এনেছ!  যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণ নাও, তখন তা লিখে নাও  এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায্যভাবে তা লিখে দেবে; লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে।  আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া। এবং ঋন গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয়  এবং সে যেন তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে  এবং লেখার মধ্যে কোন বেশ-কম না করে।  ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় বা দূর্বল হয় বা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লিখাবে।  দুজন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে।  যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা-যাদের সম্পর্কে তোমরা রাযী থাক  যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে মনে করাবে।  যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়।  তোমরা এটা লিখতে অলসতা করো না,  তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।  এ লিপিবদ্ধকরণ আল্লাহর কাছে সুবিচারকে বেশি কায়েম রাখে,  সাক্ষ্যকে বেশি সংহত রাখে  এবং তোমাদের সন্দেহে না পড়ার পক্ষে বেশি উপযুক্ত।  কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে লেনদেন কর,  তবে তা না লিখলে তোমাদের কোন পাপ নেই।  তোমরা কেনা-বেচার সময় সাক্ষী রাখ।  কোন লেখক ও সাক্ষীর ক্ষতি করো না।  যদি তোমরা এমন কর, তবে তা তোমাদের জন্য পাপ। আল্লাহকে ভয় কর তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন। |

এ আয়াতে ব্যবসায়িক লেনদেনের নিয়মকানুন বলা হয়েছে।

সুরাহ আলে ইমরান আয়াত 33-36

|  |  |
| --- | --- |
| 3:33 | নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম, নূহ ও ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের খান্দানকে জগতের উপরে নির্বাচিত করেছেন। |
| 34 | যারা একে অন্যের বংশধর ছিল। আল্লাহ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী। |
| 35 | ইমরানের পত্নী যখন বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা আছে তাকে তোমার নামে নজর করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমা থেকে তুমি তাকে কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। |
| 36 | এরপর যখন তাকে প্রসব করল সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি কন্যা প্রসব করেছি। আল্লাহ জানেন সে কী প্রসব করেছে। পুত্র কন্যার মত নয়। আর আমি তার নাম রাখলাম মারিয়াম। আর তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি অভিশপ্ত শয়তান থেকে। |

‘আলে ইমরান’ মানে ইমরানের পরিবার। কুরআনের ভাষ্যকারগণের মতে, এই ইমরান হলেন, ঈসা (আ.)-এর নানা, মারিয়াম (আ.)-এর পিতা।

খ্রিস্টানদের বাইবেলে মূসা, হারুন ও মিরিয়াম (আ.)এর পিতার নাম ইমরান। অন্যদিকে বাইবেলে মারিয়াম (আ.) এর পিতার নাম Joachim। বাইবেলে মারিয়াম (আ.)-এর হারুন নামে কোন ভাইয়ের অস্তিত্ত্ব নাই। একারণে খ্রিস্টানরা বলে যে কুরআন ভুল। bvmviviv g‡b K‡i‡Q gwiqvg‡K g~mv I nviæ‡bi †evb ejv n‡q‡Q|

কিন্তু আসল ঘটনা হল, মরিয়াম (আ.)-এর হারুন নামে ছোট ভাই ছিল – যা নবী হারূনের নামে রাখা হয়েছিল| মরিয়াম (আ.)-এর wcZv Bgiv‡bi bvg ivLv n‡qwQj g~mv I nviæ‡bi wcZv Bgiv‡bi bv‡g|

gyMxiv web ïÕev (iv.) e‡jb, Avwg hLb bvRiv‡b †Mjvg bvmviviv Avgv‡K ejj, †Zvgiv KziAv‡b co Ò‡n nviæ‡bi †evbÓ (A\_©vr gwiqvg) A\_P g~mv wQ‡jb hxïi A‡bK Av‡M| bex (m.) ej‡jb, Zywg Zv‡`i‡K ej‡Z cviwb †h Zviv Zv‡`i bvg Zv‡`i Av‡Mi †bKKvi †jvK‡`i bv‡g ivLZ? (wZiwghx)

ঈসা (যীশু)

বংশলতা

GLbI wL÷vbiv Gai‡Yi K\_v e‡j `vwe K‡i †h KziAv‡b fzj Av‡Q| KziAvb I nv`xm m¤ú‡K© †egvjyg gymwjgiv Gme K\_vq weåvšÍ nq A\_P Zv‡`i Gme `vwe wVK bq|

সুরাহ আলে ইমরান আয়াত 37-41

|  |  |
| --- | --- |
| 3:37 | এরপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তম ভাবে কবুল করলেন এবং তাকে সুন্দরভাবে বড় করলেন। আর তাঁকে যাকারিয়ার যিম্মায় রেখেছিলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার সাথে দেখা করতে আসত তখনই খাবার দেখত। সে বলল "মারিয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এল?" সে বলত, "এসব আল্লাহর কাছ থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দেন।" |
| 3:38 | সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার কাছে দোয়া করল, হে আমার পালনকর্তা! তোমার কাছ থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দাও - নিশ্চয়ই তুমি দোয়া শুননেওয়ালা। |
| 3:39 | যখন সে মিহরাবে সালাতে দাঁড়িয়েছিল, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বলল, আল্লাহ তোমাকে সুখবর দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে, যে আল্লাহর বাণীর সত্যায়নকারী, যে হবে সায়্যিদ, সংযমী এবং নেককার নবী। |
| 3:40 | সে বলল, হে পালনকর্তা! কিভাবে আমার বেটা হবে, আমি বুড়া আর আমার বিবিও বন্ধ্যা। বলন, আল্লাহ এভাবেই যা ইচ্ছা করেন। |

..

তাঁকে যাকারিয়ার যিম্মায় রেখেছিলেন- মারিয়াম (আ.)-কে বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি ঘরে এতেকাফের জন্য রাখা হয়েছিল। যাকারিয়া (আ.) ছিলেন একজন নবী, বায়তুল মুকাদ্দাসের একজন ইমাম এবং মারিয়াম (আ.)-এর খালু। যাকারিয়া (আ.) তার দেখাশুনা করতেন।

ইয়াহইয়া – কাতাদা বলেন, এ নবীকে ইয়াহইয়া নামকরণের কারণ ঈমানের মাধ্যমে তাকে হায়াত দেয়া হয়েছে। (দুররুল মানছূর, সুয়ুতী)

সায়্যিদ- কাতাদা বলেন, সায়্যিদ বলতে এলেম ও ইবাদতের ক্ষেত্রে মহান নেতা বুঝানো হয়েছে। (দুররুল মানছূর, সুয়ুতী)

|  |  |
| --- | --- |
| 3:41 | তিনি বললেন, হে পালনকর্তা, আমার জন্য কিছু নিদর্শন দিন। বলল, তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন কারও সাথে কথা বলবে না। তবে ইশারা করতে পারবে এবং তোমার পালনকর্তাকে বেশি বেশি যিকির করবে আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ঘোষনা করবে। |
| 3:42 | আর যখন ফেরেশতা বলল, হে মারিয়াম!, আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন আর তোমাকে বিশ্ব নারীদের মধ্যে বাছাই করেছেন। |
| 3:43 | হে মারিয়াম! তোমার পালনকর্তার জন্য নিবেদিত হও এবং রুকুকারীদের সাথে ছিজদা ও রুকু কর। |
| 3:44 | এটা গায়েবী খবর যা আমি তোমাকে পাঠাই। আর তুমি তাদের কাছে ছিলে না, যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল যে, কে মারিয়ামের যিম্মা নেবে এবং আর তুমি কাছে ছিলে না, যখন তারা ঝগড়া করছিল। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

তুমি তাদের কাছে ছিলে না, যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল যে, কে মারিয়ামের যিম্মা নেবে- বায়তুল মুকাদ্দাসের ইমামরা তাদের কলম নিক্ষেপ করে লটারি করছিল এটা নির্ণয় করতে যে কে এই শিশুর যিম্মাদারি নেবে। এই কাহিনী বাইবেলে নেই।

সুরাহ নিসা আয়াত 1-3

|  |  |
| --- | --- |
| 4:1 | হে মানুষ! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে পয়দা করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গীনীকে পয়দা করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর ভয় কর আল্লাহকে, যাঁর নামে তোমরা একে অন্যের কাছে উপকার চাও। আত্নীয়-বন্ধনের ব্যাপারে হুশিয়ার হও। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন। |
| 4:2 | এতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালের সাথে উমদা মালের বদল করো না। আর তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিশিয়ে খেও না। নিশ্চয় এটা বড় পাপ। |
| 4:3 | আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক ঠিকভাবে পুরণ করতে পারবে না, তবে মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে কর দুই, তিন বা চারটি পর্যন্ত। আর যদি আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না, তবে একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এটাই অবিচার না করার কাছাকাছি। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

নিসা মানে নারী।

{যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে পয়দা করেছেন} – আদম থেকে হাওয়াকে পয়দা করা হয়েছে। তাদের দুজন থেকে সকল পুরুষ ও নারী পয়দা করা হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, আদম (আ.)-এর ঘুমন্ত অবস্থায় তার বাম পাজর থেকে হাওয়াকে তৈয়ার করা হয়। (দুররুল মানছূর, সুয়ুতী)

রসূল (স.) বলেছেন, ‘‘নারীদের পাঁজরের হাড্ডি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।’

এই আয়াত সম্পর্কে সুদর্শন ভট্টাচার্য (আবুল হোসেন ভট্টাচার্য) বলেন, আল্লাহ তার ইচ্ছা দ্বারা আদিমাতাকে সৃষ্টি করতে পারতেন একথা সত্য। কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি তা করেন নি। আর সেই বিশেষ কারণটি হল – নারীকে নরের অর্ধাঙ্গিনী বা দেহের অংশ হিসাবে একটা অনুভূতি সৃষ্টি করা যার ফলে উভয়ের মধ্যে একাত্মতা, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার সৃষ্টি হতে পারে। বলা বাহুল্য, এই সম্প্রীতি বা ভালোবাসা সৃষ্টির অন্য একটি বিশেষ কারণও রয়েছে। সেই কারণটি হল - ইসলামী পরিভাষায় মানুষকে বলা হয় ইনসান। ‘উনস’ ধাতু থেকে এই শব্দটির উদ্ভব। ‘উনস’ শব্দর অর্থ হল সম্প্রীতি, প্রেম, ভালোবাসা প্রভৃতি। (ইতিহাস কথা কয়, পৃ. 133)

{বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী} - সভ্যতায় নারীর অবদানের কথা এখানে ইয়াদ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যেহেতু নারীরাই শিশু পালনে মূখ্য অবদান রাখেন, অতএব তাদেরকে বিশেষ সুবিধা দেয়া দরকার।

{যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক ঠিকভাবে পুরণ করতে পারবে না} - এই আয়াত সম্পর্কে উরওয়া তার খালা আয়িশা (রা.)-কে সওয়াল করলে তিনি বলেন, হে ভাগ্নে, এতে সেই এতীম মেয়ে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে নিজে ও তার সম্পদ কোন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে। সেই অভিভাবক তার সৌন্দর্য ও সম্পদের প্রতি লোভী হয়। সে তাকে বিয়ে করে উপযুক্ত মোহর ছাড়া। এই আয়াত মাধ্যমে তাকে এভাবে বিয়ে করতে মানা করা হয়েছে। তাকে এই বাসনা ত্যাগ করে অন্য মেয়েদের বিয়ে করতে বলা হয়েছে। (বুখারী)

এতিম মেয়েদের যাতে জোর করে বিয়ে না দেয়া হয় সেজন্য এই আয়াত নাজিল করা হয়েছে । চারটি বিয়ে করার অনুমতির মূল হুকুম এসেছে হাদীস থেকে। ইসলামে কুরআনের সাথে সহীহ হাদীসও হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েজ নির্ধারণ করে।

গায়লানের দশজন বিবি ছিল। তিনি ইসলাম কবুল করলে নবী (স.) তাকে তাদের মধ্য থেকে চারজনকে পছন্দ করে রাখতে হুকুম দেন। (আহমদ, হাকিম, তিরমিযী)

{এতীম মেয়েদের হক ঠিকভাবে পুরণ করতে না পারা} এর মানে উপযুক্ত মোহর ছাড়া অথবা তাদের অমতে বিয়ে করা। যদি এতীম মেয়েটি রাযী থাকে এবং উপযুক্ত মোহর দেয়া হয় তবে তাকে বিয়ে করতে বাধা নেই।

{যদি আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না}- এর মানে একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমান আচরণ করতে না পারলে একটিই অথবা দাসীদেরকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে।

রসূল (স.) বলেছেন, যার দুইজন বিবি আছে, সে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করলে কিয়ামত দিবসে পাশ ভাংগা অবস্থায় হাজির হবে। (নাছায়ী, তিরমিযী)

আয়িশা (রা.) বলেন, রসূল (স.) সব বিবিদের মধ্যে সমভাবে সময় বাটোয়ারা করতেন। (আবু দাউদ, নাছায়ী)

আয়িশা (রা.) বলেন, রসূল (স.) যখন সফরে বের হতেন তখন সব বিবিদের নামে লটারি করতেন। লটারিতে যার নাম পেতেন তাকে সাথে নিতেন। (দারেমী, বুখারী, মুসলিম)

চারজন নারীকে বিয়ে করা নিয়ে নাস্তিকরা ও খ্রিস্টানরা ইসলামের অনেক সমালোচনা করে। নাস্তিকরা ও খ্রিস্টানরা একটা বিয়ে করলেও চারটা কেন আরও বেশী নারীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে বৈচিত্রময় যৌন জীবন উপভোগ করে কারণ নাস্তিকরা নারীকে ভোগ্য সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই ভাবে না।

দুনিয়াতে একমাত্র ইসলামই একটা থেকে চারজন নারীকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে।

সুরাহ নিসা আয়াত 11-12

|  |  |
| --- | --- |
| 4:11 | আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেনঃ  একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান।  এরপর যদি শুধু নারীই হয় দুই বা তার বেশি,  তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ  যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক  এবং মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ,  যদি মৃতের পুত্র থাকে।  যদি পুত্র না থাকে এবং মা-বাবাই ওয়ারিস হয়,  তবে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ।  এরপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে,  তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ  ওছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ শোধের পর।  তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে বেশি উপকারী তোমরা জান না।  এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ এলেমদার, হিকমতদার। |
| 4:12 | আর তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের পত্নীরা যদি তাদের সন্তান না থাকে।  যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়;  ওছিয়তের পর, যা তারা করে এবং ঋণ শোধের পর।  পত্নীদের জন্য এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে।  আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ,  যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়তের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ শোধের পর।  যে পুরুষের, ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি বাপ, বেটা ও বিবি না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই বা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়-ভাগের এক পাবে।  আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশে শরীক হবে ওছিয়তের পর, যা করা হয় বা ঋণ শোধের পর অন্যের ক্ষতি না করে।  এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ এলেমদার, সহনশীল। |

আবু বকর (রা.) বলেন, কালালাহ হচ্ছে সে যার পিতামাতাও নেই, ছেলে-মেয়েও নেই।

সুরাহ নিসা আয়াত 31-34

|  |  |
| --- | --- |
| 4: 31 | তোমরা যদি বড় পাপসমূহ হতে বিরত হও যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলেই আমি তোমাদের ভুলগুলি মাফ করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক জায়গায় দাখিল করাব। |
| 4:32 | তোমরা তা কামনা করো না যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছেন। পুরুষরা তাদের কৃতকার্যের অংশ পাবে, নারীরাও তাদের কৃতকর্মের অংশ পাবে এবং তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে এলেমদার। |
| 4:33 | আর আমি প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করেছি উত্তরাধিকারী, পিতা-মাতা ও নিকট-আত্মীয় যা রেখে যায় এবং যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ, তা থেকে তাদেরকে তাদের হিসসা দিয়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর সাক্ষী। |
| 4: 34 | পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর আড়ালে হিফাযাতকারিনী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযাত করেছেনে। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে বর্জন কর এবং তাদেরকে চপেট দাও। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ তালাশ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ আলীশান, মহান। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

যদি বড় পাপসমূহ হতে বিরত হও - সবচেয়ে বড় পাপ শিরক, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, ব্যাভিচার, মানুষ হত্যা, চুরি, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি।

পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক/কর্তৃত্বশীল - ইবনে কাছীর এই আয়াতের তাফছীরে বলেন, "পুরুষ নারীর তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ সে তার গার্জিয়ান, অভিভাবক, তার উপর কর্তৃত্বকারী ও তাকে সংশোধনকারী, যদি সে ভুল পথে চলে়।"

পুরুষরা নারীদের অভিভাবক যার মূল কারণ উভয়ের শারীরিক গঠন, প্রাকৃতিক স্বভাব, যোগ্যতা ও শক্তির পার্থক্য। আল্লাহ তা‘আলা নারী-পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও অবয়বে সৃষ্টি করেছেন।

আদম থেকে হাওয়াকে পয়দা করা হয়েছে। আদম (আ.)-এর ঘুমন্ত অবস্থায় তার বাম পাজর থেকে হাওয়াকে তৈয়ার করা হয়। তাদের দুজন থেকে সকল পুরুষ ও নারী পয়দা করা হয়েছে।

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য বলেন, “আল্লাহ তার ইচ্ছা দ্বারা আদিমাতাকে সৃষ্টি করতে পারতেন একথা সত্য।

কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি তা করেন নি। আর সেই বিশেষ কারণটি হল – নারীকে নরের অর্ধাঙ্গিনী বা দেহের

অংশ হিসাবে একটা অনুভূতি সৃষ্টি করা যার ফলে উভয়ের মধ্যে একাত্মতা, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার সৃষ্টি হতে পারে। বলা বাহুল্য, এই সম্প্রীতি বা ভালোবাসা সৃষ্টির অন্য একটি বিশেষ কারণও রয়েছে। সেই কারণটি হল- ইসলামী পরিভাষায় মানুষকে বলা হয় ইনসান। ‘উনস’ ধাতু থেকে এই শব্দটির উদ্ভব। ‘উনস’ শব্দর অর্থ হল সম্প্রীতি, প্রেম, ভালোবাসা প্রভৃতি। (ইতিহাস কথা কয়, পৃ. 133)

নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে অথবা নারীরাই জগতে সেরা – এই দুই ধরণের কথা নাস্তিকরা নারীবাদের নামে চালু করেছে। কোন আস্তিক সচেতনভাবে একথার সাথে একমত হতে পারেন না। আর নাস্তিকদের এ দাবি যুক্তিসংগত নয়।

নারী পুরুষের মর্যাদা সবক্ষেত্রে সমান হতে পারে না। মায়ের কাজ বাবাকে দিয়ে হয় না।

যদি নারী ও পুরুষ সবক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভের উপযুক্ত হত তাহলে মানুষ জাতির লাখ বছরের ইতিহাসে নারী পিছিয়ে থাকত না। আর আগামী লাখ বছরেও নারী পুরুষের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারবে না। এর ব্যতিক্রম সম্ভব যদি পুরুষকে গর্ভধারণ ও স্তন্যদানের দায়িত্ব দেয়া সম্ভব হয়।

নারীরা যেসব জায়গায় পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে যায় সেসব জায়গাতেও সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যাবে; হয় সেখানে কোন নারী কোন শক্তিশালী পুরুষের উপর নির্ভর করে উপরে উঠে গেছে, অথবা ঐ সমাজের পুরুষরা কোন কারণে সাময়িকভাবে অধঃপতিত হয়েছে। কোটা ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে পুরুষদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অথবা কোন সমাজে পুরুষরা যখন তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে তখনই নারীদের দায়িত্ব নিতে হয়। যেমন গারো সমাজে পুরুষরা মদ খেয়ে ঘরে অলস জীবন কাটায় আর নারীরা বাইরের সব কাজ করে। এখন এ অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।

পুরুষ নারীদের চেয়ে এগিয়ে আছে কারণ পুরুষকে আগে পয়দা করা হয়েছে। কিন্তু নারী এগিয়ে আছে এজন্য যে তাদের উচ্চ মূল্য ও মর্যাদা বিবেচনা করে তাদের সব খরচ পুরুষরা বহন করে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদেরকে সামনের সারিতে দেয়া হয না। এর বিপরীতে নাস্তিকরা নারীদেরকে মিছিলের সামনের সারিতে রাখে; ফলে নারীরা আগে পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসের শেল-এর স্বীকার হয়।

একজন সত্যিকার মুসলিম তার মাকে তার বাবার চেয়ে বেশি খেদমত করেন। একজন সত্যিকার মুসলিম তার বেটীকে তার বেটার চেয়ে বেশি আদর করেন। নেককার নারী সে, যে নারী সর্বদা স্বামীর আনুগত্য করে। এ ব্যাখ্যা রসূলের হাদিস দ্বারাও সমর্থিত। রসূল (স.) বলেন, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে নারীদের আদেশ করতাম স্বামীদের সেজদার করার জন্য। (আহমদ)

চাকরি করার সুযোগ, টেলিভিশনের পর্দায় চেহারা দেখানোর সুযোগ, রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করার সুযোগই যে নারীকে সুখ ও শান্তি দেবে তা কিন্তু ঠিক নয়। যখন কোন নারীর স্বামী ও সন্তান থাকে, সেই সাথে তার একটি ব্যবসা বা চাকার থাকে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে তার এবটি সর্দারি থাকে তখন কি ঐ নারী সবক্ষেত্রে সমান সফল হতে পারে?

নারী যদি স্বামী ও সন্তানের অধিকার পূরণ করার চেষ্টা করবে তখন তার ব্যবসা বা পেশায় ক্ষতি হবে। অথবা তার নেতৃত্বদান ব্যহত হবে। যদি নারী তার পেশাকে অগ্রাধিকার দেয় অথবা নেতৃত্বকে অগ্রাধিকার দেয় তাহলে সে স্বামী ও সন্তানের অধিকার পূরণ করতে ব্যর্থ হবে। যেমন কোন নারী যদি তার ব্যবসা ও সামাজিক নেতৃত্বে পূর্ণ সময় দেয় দেখা যাবে তার শিশু সন্তান বাসায় না খেয়ে বসে আছে, অথবা লেখাপড়া না করে নষ্ট হচ্ছে, অথবা তার স্বামী হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে পত্নীর সেবা পাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে তার নারীত্ব বিপন্ন।

নারী যখন এয়ার-হোস্টেজ হয়ে বিমানের যাত্রীদের সামনে খাবার পরিবেশন করে, মিষ্টি সুরে কথা বলে, যাত্রীদের কামনার স্বাদ পুরা করে তখন সেটা হয় নারী স্বাধীনতা। আর সে যখন নিজের ঘরে নিজের জন্য, স্বামী ও সন্তানের জন্য, পিতামাতার জন্য খাবার রান্না করে তখন সেটা হয় "পরাধীনতা"। এই অদ্ভূত দর্শনের কারণে নারী আজ পণ্যে পরিণত হয়েছে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বাড়ানোর এক অসাধারণ মাধ্যম এক শ্রেণীর দেহ প্রদর্শনকারী নারী সমাজ।

তাদেরকে চপেট দাও – যদি কারো বিবি অবাধ্য হয় যেমন স্বামীর ডাকে জওয়াব দেয় না, স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে যায়, পর-পুরুষের সাথে দেখা করে, এমন বিবিদেরকে সংশোধন করার তিনটি স্তর আছে। 1. তাদেরকে সদুপদেশ দেয়া, 2. বিছানায় তাদেরকে বর্জন করা এবং **সবশেষ ব্যবস্থা**: 3. তাদেরকে চপেট দেয়া।

নবী (স.) বিবিদেরকে মারতে নিষেধ করেছেন এবং যেসব পুরুষ বিবিদেরকে মারে এমন লোকের কাছে বিয়ে দিতে নিরুৎসাহিত করেছেন।

লাকীত (রা.) বলেন, আমি বনূ মুনতাফিক গোত্রের প্রতিনিধি হিছাবে রসূল (স.)-এর কাছে আসি। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার বিবি আছে- যে কথা বলার সময় গালিগালাজ করে। তিনি বলেন, তাকে তালাক দাও। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তার সাথে আমার দীর্ঘকালের সস্পর্ক এবং তার গর্ভজাত আমার একটি সন্তানও আছে। তখন তিনি বলেন, তাকে উপদেশ দাও। যদি সে তোমার উপদেশে ভাল হয়- তবেই উত্তম। তুমি **তোমার বিবিকে দাসীর মত মারপিট করনা**। (আবু দাউদ)

ফাতিমা বিনতে কাইস (রা.) বলেন, আমার ইদ্দত শেষ হবার পর আবু জাহম ও মুআবিয়া উভয়ে আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। ফাতিমা বলেন, আমি বিষয়টি রসূল (স.)-এর কাছে এসে তাকে জানালাম। তিনি বললেন, মুআবিয়া দরিদ্র। আর বিবিদের প্রতি আবু জাহম খুব কঠোর। ফাতিমা বলেন, তারপর আমার কাছে উসামা ইবনে যাইদ (রা.) প্রস্তাব করেন এবং রসূল (স.) তার সাথে আমার বিয়ে দেন।

কিছু নারী আছেন যাদেরকে মারলে সংশোধন হবে না। তাদেরকে মারধর করে কোন লাভ নেই। তবে কিছু নারী আছেন যারা স্বামীর কাছে মার খেতে অপছন্দ করে না (?) হা, এটা সত্য। এমনটা কিছু নারীর মানসিক অবস্থা।

Unicef's "Global Report Card on Adolescents 2012", says that 57% of adolescent boys in India think a husband is justified in hitting or beating his wife. Over half of the Indian adolescent girls, or around 53% think that a husband is justified in beating his wife. (Times of India)

সুরাহ নিসা আয়াত 51-52

|  |  |
| --- | --- |
| 4: 51 | তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে, যারা মান্য করে যাদু ও মিথ্যা উপাস্যদেরকে আর কাফেরদেরকে বলে যে তারা মুসলিমদের চেয়ে বেশি ঠিক পথে আছে। |
| 4: 52 | এরা সেসব লোক যাদেরকে অভিশাপ করেছেন আল্লাহ নিজে। আর আল্লাহ যার অভিশাপ করেন তুমি তার কোন সাহায্যকারী পাবে না। |

এই আয়াতে ইহুদি বংশোদ্ভুত যাদুকর কাব বিন আশরাফের দিকে ইশারা করা হয়েছে। কাব বিন আশরাফ ছিল একজন স্যাটানিস্ট (Satanist) বা শয়তানপূজারী।

কাব বিন আশরাফ আবু সুফিয়ানকে বলেছিল যে মুসলিমদের চেয়ে মুশরিকরা বেশি ঠিক পথে আছে। **[[10]](#footnote-10)**

ইহুদী-খ্রিস্টানদের কাছে বর্তমানে যে বাইবেল আছে তা তাওরাত-ইনজিল নয়। মার্ক বর্ণনা করেন: যীশু বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি বলছি যে কেউ আমার জন্য বা সদাপ্রভুর দেয়া **সুসমাচার** প্রচারের জন্য .....’ (মার্ক 10:29)

গ্রীক বাইবেলে সুসমাচারের জায়গায় **ευαγγελιου** (anghélion/আনজীলিয়ন) শব্দ আছে: ενεκεν εμου και του **ευαγγελιου** (ΜΑΡΚΟΝ 10:29, Stephanus NT)

মার্ক আরো বর্ণনা করেন: এইভাবে যীশু গালীলের সব জায়গায় গিয়ে যিহূদীদের সমাজ-ঘরগুলোতে প্রচার করলেন এবং মন্দ আত্মা দূর করলেন। (মার্ক 1:39)

অধিকাংশ বাংলা, ইংরেজি অনুবাদে একটি অতি জরুরী শব্দ লুপ্ত করা হয়েছে – শব্দটি **ইনজীল**। ঠিক অনুবাদ হবে - এইভাবে যীশু গালীলের সব জায়গায় গিয়ে যিহূদীদের সমাজ-ঘরগুলোতে **ইনজীল** প্রচার করলেন এবং মন্দ আত্মা দূর করলেন। (মার্ক 1:39)

And he went throughout Galilee, proclaiming the message in their synagogues and casting out demons. (Mark 1:39, New Revised Standard Version, NRSV)

NRSV এর অনুবাদে ইনজীল-এর জায়গায় the message ব্যবহার করা হয়েছে। বাইবেল বিশেষজ্ঞ John Fontain মনে করেন, ইনজীল শব্দ ইচ্ছা করেই লুপ্ত করা হয়েছে বা ভিন্ন শব্দ দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছে। কারণ এতে প্রশ্ন ওঠে যীশুর ইনজীল কোথায়? আমাদের কাছে মার্ক, মথি, লুক ও যোহন লিখিত ইনজীল আছে। কিন্তু যীশু নিশ্চয়ই মার্ক, মথি, লুক ও যোহন লিখিত ইনজীল প্রচার করেননি।

তবে বাইবেলে তাওরাত-ইনজিলের উক্তি থাকতে পারে।

আল্লাহ বলেন, তোমরা বল, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহতে এবং যা আমাদের উপর নাজিল হয়েছে তাতে এবং যা নাজিল হয়েছিল ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের বংশধরের উপর এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য

নবীকে পালনকর্তার কাছ থেকে যা দেয়া হয়েছে, সেসবের উপর। আমরা তাদের মধ্যে ফারাক করি না। আমরা তাঁর তরে মুসলিম।(2:136)

Avey ûivqiv (iv.) e‡jb, Avn‡j wKZve †jvKiv wneiæ fvlvq ZvIivZ coZ Ges Aviex fvlvq Zv gymwjg‡`i Kv‡Q ZvdQxi KiZ| G †cÖwÿ‡Z bex (m.) ej‡jb, †Zvgiv Avn‡j wKZve †jvK‡`i‡K mZ¨vqb Ki bv, wg\_¨vI e‡jv bv eis †Zvgiv ej‡e- Avgiv Cgvb ivwL Avjøvn‡Z Ges wZwb hv Avgv‡`i Dci bvwhj K‡i‡Qb Ges hv ‡Zvgv‡`i Dci bvwhj K‡i‡Qb Zv‡Z| (eyLvix)

সুরাহ নিসা আয়াত 64-65

|  |  |
| --- | --- |
| 4:64 | আমি এই উদ্দেশ্যেই রসূল পাঠিয়েছি, যাতে আল্লাহর ফরমান মোতাবেক তাঁদের আনুগত্য করা হয়। আর যখন তারা নিজেদের উপর জুলুম করেছিল, তখন যদি তোমার কাছে আসত আর আল্লাহর কাছে মাফ চাইত এবং রসূলও যদি তাদের জন্য মাফ চাইতেন অবশ্যই তারা আল্লাহকে মাফকারী, দয়াবানরূপে পেত। |
| 4:65 | অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যবতক না তাদের মধ্যকার বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক না মানে। এরপর তুমি যা কাযিয়তি কর সে ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা থাকবে না এবং পুরাপুরি আত্মসমর্পণ করবে। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

কিছু লোক বলে, তারা শুধু কুরআন মানেন, হাদীস মানেন না। তাদেরকে বলা হচ্ছে: নবী (স.)-এর সুন্নতকে মানার আদেশ কুরআনের মধ্যেই বলা আছে। আল্লাহ কুরআনের মধ্যে বলেন, বলে দাও, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন, আল্লাহ মাফকারী, পরম দয়ালু’। (কুর. 3:31)

মা আতাকুমুর রসূলু ফাখুযুহু। ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফানতাহু।/রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক। (কুর. 59:7)

আতিউল্লাহা ওয়া আতিয়ুর রসুলা/ আল্লাহর আনুগত্য কর ও রসূলের আনুগত্য কর। (কুরআনে পাঁচবার 4:59, 5:92, 24:54, 47:33, 64:12)

আতিউল্লাহা ওয়ারসুলা/ আল্লাহর ও রসূলের আনুগত্য কর। (কুরআনে দুইবার 3:32, 3:132)

আতিউল্লাহা ওয়া রসুলাহু/ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। (কুরআনে চারবার 8:1, 8:20, 8:46, 58:13)

মাত্র এক জায়গায় আল্লাহ বলেন, আতিউল্লাহা ওয়া আতিয়ুর রসুলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম ফা ইন তানা যা'তুম ফী শাইয়িন্ ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়াররসূলি ইন কুনতুম তু'মিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি, যা'লিকা খাইরুন ওয়া আহসানু তা'ওয়ীলা/ তোমরা আল্লাহর অনুগত হও এবং রসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের; যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ এবং রসূলের (নির্দেশের) দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসে ঈমান এনে থাক; এটাই উত্তম এবং সুন্দরতম মর্মকথা। (কুর. 4:59)

উলুল আমর (কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ) বলতে পিতা-মাতা, শিক্ষক, প্রশাসক ও ধর্মীয় নেতা বুঝায়। উলুল আমরের আনুগত্য শর্তসাপেক্ষ। তাদের নির্দেশ আল্লাহ এবং রসূলের নির্দেশের বিরোধী না হলে মানতে হবে; কিন্তু যদি তা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী হয় তখন মুসলিম সমাজের কিছু লোক তাদের নির্দেশ মেনে নেবে, কিছু লোক মেনে নেবে না। ফলে মুসলিম সমাজে মতভেদ হবে। ঐ সময় সেই বিষয়কে আল্লাহ এবং রসূলের নির্দেশের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

আল্লাহ বলেন, যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, তাদের উপর ফিতনা নেমে আসবে বা তাদের উপর নেমে আসবে ভয়াবহ আযাব। (24:63)

রসূল (স.) বলেছেন, আমার তরফ থেকে তাবলীগ কর, যদিও তা একটি আয়াত হয়। (বুখারী)

সকল সৎকাজ হতে হবে নবী (স.)-এর তরীকায়। ইমাম ফজরে তিন রাকাত পড়ালে ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। ইচ্ছাকৃত করতে থাকলে সরিয়ে দেবেন।

আবু বকর (রা.) বলেন, আমি এমন কিছুই তরক করব না যা রসূল (স.) আমল করতেন। বরং আমি আমল করব। আমি ভয় পাই যে যদি আমি কিছু তরক করি তবে আমি গোমরাহ হব।

ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন, যখন তোমার কাছে রসূল (স.) থেকে কোন হাদীস পৌঁছানো হবে তখন তা ছাড়া অন্য কিছু বলা থেকে নিজেকে সামলে রাখবে। (বায়হাকী)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, যখন হাদীস সহীহ ছাবেত হয় তখন সেটাই আমার মাযহাব হয়। (মীযানুল এতেদাল, শারানী)

ইমাম ছুয়ুতী (রহ.) (ম. 911 হি.) বলেন, জানা উচিত যে, নবী (স.)-এর হাদীস, সেটা কাজ হোক বা কথা হোক, তাতে হাদীস সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সেটাকে যদি কেউ শরীআতের দলীল হওয়াতে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে এবং ইসলামের সীমানার বাইরের বলে হিসাব করা হবে। ইহুদী, নাসারা বা কাফিরদের যে কোন দলের সাথে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তার হাশর করাবেন। (মিফতাহুল জান্নাহ, ছুয়ুতী)

এমন কোন কথা বলার সুযোগ নেই যে কেউ বলবে, আমি শুধু আলীর রেওয়ায়েত মানব, আবু বকর ও আয়িশার রেওয়ায়েত মানব না (যেমনটা শিআরা বলে), অথবা কেউ বলবে যে আমি শুধু মক্কা-মদীনার সাহাবীর হাদীস মানব - বেদুঈন সাহাবীর হাদীস মানব না (যেমন কেউ বলেছেন- ওয়ায়েল বেদুইন সাহাবী তিনি শরীআত বোঝেন না), অথবা কেউ বলবে শুধু বুখারীর হাদীস মানব বা শুধু তিরমিযীর হাদীস মানব। এমন বললে তা বিরাট ভুল হবে। যদি কোন হাদীস সত্যবাদী রাবীদের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়ে থাকে আর তা মনসুখ হওয়ার প্রমাণ না থাকে তা হলে তা মানতেই হবে সে হাদীস বুখারী বলুন বা বায়হাকী বলুন বা বাযযার বা অন্য যে কেউ বলুন। অন্যদিকে সহীহ হাদীসের বিপরীতে কোন সাহাবী, তাবেয়ী, মুফতীর রায় মানা যাবে না। সাহাবী, তাবেয়ী বা মুফতীদের কোন সহীহ হাদীস আমল না করার বিভিন্ন রকম ব্যক্তিগত ওজর থাকতে পারে। যেমন ইবনে উমর এমন হাদীস মানতে আদেশ করেছেন যা তিনি নিজেই স্বাস্থ্যগত কারণে আমল করতে পারতেন না।

আবু বকর (রা.) হাদীস জানার পরে তার ফতোয়া বদলেছেন। উমার হাদীস জানার পরে তার ফতোয়া বদলেছেন। যদি আবু বকর, উমার ফতোয়া বদলাতে পারেন, তাহলে সহীহ হাদীস প্রাপ্তিতে আবু হানীফা, মালিক, শাফিয়ী, আহমদ, বুখারী, দাউদ যাহেরীর ফতোয়া বদলানোই উচিত।

ইমাম ছুয়ুতী (রহ.) বলেন, এটা বলা ওয়াজিব যে এমন হরেক লোক যে রসূল (স.) ব্যতীত অন্য কোন ইমামের দিকে নিজেকে সম্বন্ধিত করে এবং এই সম্বন্ধকরণের উপর সে দোস্তী ও দুশমনী পোষণ করে, তাহলে সে বিদআতী এবং সুন্নত ও জামাআত থেকে খারিজ; এই সম্বন্ধ উসুলে হোক বা ফুরূতে (শাখায়) হোক। (কানযুল মাদফুন, ছুয়ুতী, পৃ.159)

রসূল (স.) বলেছেন, জেনে রাখ! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং এর সাথে অনুরূপ (হাদীছ) দেয়া হয়েছ। অচিরেই একজন অভাবহীন তৃপ্ত ব্যক্তি তার খাটের উপর বসে বলবেঃ তোমরা এ কুরআনকে গ্রহণ কর এবং এতে যা হালাল বলা হয়েছে, তা হালাল হিসাবে গ্রহণ কর; আর যা হারাম বলা হয়েছে তা হারাম হিসাবে গ্রহণ কর। (আবু দাউদ, হাকিম) এরকম লোক হাদীসকে অস্বীকার করবে।

hviv e‡j †h Zviv KziAvb gv‡b wKš‘ Zviv nv`xm gvb‡e bv Zviv wb‡R‡`i‡K Avn‡j KziAvbÕ e‡j `vwe K‡i| A\_P ÕAvn‡j KziAvbÕ kãwU KziAv‡b bvB eis nv`x‡m Av‡Q| bex (m.) e‡jb, Ò†n Avn‡j KziAvb! †Zvgiv weZi mvjvZ co|Ó (Avng`,

bvQvqx, wZiwghx) AZGe nv`xm †g‡bB Avn‡j KziAvb nIqv hv‡e|

রসূল (স.) বলেছেন, যে আমার নামে এমন কথা বলবে যা আমি বলি নি, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করেছে। (বুখারী)

Avjx (iv:) im~j (m:)†K ejjvg, hw` Avgv‡`i Kv‡Q Ggb †Kvb welq Av‡m †h wel‡q †Kvb wb‡`©k †bB, wb‡laI †bB †m wel‡q Avcwb Avgv‡`i‡K wK wb‡`©k K‡ib? bex (m:) ej‡jb, Ò†Zvgiv dKxnM‡Yi mv‡\_ Ges Av‡e`M‡Yi mv‡\_ civgk© Ki‡e Z‡e Lvm K‡i Kv‡iv ivq‡K ¸iæZ¡ †`‡e bv|Ó (Z¡vevivbx gyRvg AvImv‡Z nv`xm bs 1647, AviI t Ljxdv web LvBqvZ¡ Zvi gymbv‡` nv`xm bs 46; QzqyZx mnxn e‡j‡Qb|)

সুরাহ নিসা আয়াত 155-158

|  |  |
| --- | --- |
| 4:155 | অতএব, তারা যে শাস্তি পেয়েছিল, তা তাদেরই ওয়াদা খেলাফের জন্য আর না-হক রসূলগণকে হত্যা করার কারণে আর তাদের একথার দরুন যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন। তা নয়, বরং কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে সীল মেরেছেন। ফলে এদের কমসংখ্যক ছাড়া ঈমান আনে না। |
| 4:156 | আর তাদের কুফরী এবং মারিয়মের উপর মারাত্মক মিথ্যা দোষারোপ করার কারণে। |
| 4:157 | আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়মের বেটা ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি। সে ছিল আল্লাহর রসূল। অথচ তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি আর ক্রুশে বিদ্ধ করে মারতে পারেনি, বরং তারা এমন ধাঁধায় পড়েছিল। তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে আছে। শুধু অন্দাজের অনুসরণ করা ছাড়া তাদের এ বিষয়ে এলেম নেই। আর নিশ্চয়ই তারা তাঁকে হত্যা করেনি। |
| 4:158 | বরং আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন নিজের কাছে। আর আল্লাহ ইজ্জতদার, হিকমতদার। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

{অন্যায়ভাবে রসূলগণকে হত্যা করার কারণে} – তারা যাকারিয়া, ইলিয়াস নবীকে হত্যা করে।

{তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি} - মন্দ **ইহুদি** লোকেরা ঈসা (আ.)-কে হত্যার জন্য রোমান শাসককে উসকে দিয়েছিল। **[[11]](#footnote-11)**

{তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। শুধু অনুমানের অনুসরণ করা ছাড়া তাদের এ বিষয়ে কোন এলেম নেই}- খ্রিস্টানদের বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত গসপেলগুলোতেও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা বর্ণনায় গরমিল দেখা যায়। BBC FOUR –এ প্রচারিত Richard Denton পরিচালিত Did Jesus Die? শিরোনামের ডকুমেন্টারিতে এসব অসংগতি দেখানো হয়।

|  |  |
| --- | --- |
| মার্ক 15:25 অনুযায়ী | **যোহন**19:14 অনুযায়ী |
| যীশু ক্রুশে উঠানো হয় তৃতীয় ঘন্টায় (সকাল 9টা) আর তিনি মারা যান নবম ঘন্টায় (বিকাল তিনটায়)। | যীশুকে ক্রুশে উঠানো হয় দুপুরের পরে। |

সাধারণত ক্রুশবিদ্ধ করার পরে মরতে প্রায় দশ ঘন্টা সময় লাগে। Did Jesus Die? এর ভাষ্যকার বলেন, These accounts when viewed as historian rather than sacred text record may raise many questions. Why did Jesus died so quickly?” ঐ ডকুমেন্টারিতে Peter Stanford বলেন, They contradict each other. Matthew, Mark, Luke and John tell different accounts. What is gospel truth? There are four gospels. All tell different truth.” Did Jesus Die?-এর ভাষ্যকার বলেন, Some scholars suggest that the story of the resurrection was created not only to give authority to the church but also as an extra-ordinary psychological tool to bring new converts.

BBC FOUR –এ প্রচারিত (Anglican priest) Pete Owen Jones পরিচালিত æThe Lost Gospels” শিরোনামের ডকুমেন্টারিতে দেখানো হয়েছে New Testament-এ অনেক গসপেল স্থান পায়নি। আর সেগুলিকে নিষিদ্ধ ও ধ্বংস করা হয়। **[[12]](#footnote-12)**

382 সনে Pope Damasus I -এর সভাপতিত্বে Christian Church officials and theologians এর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যাকে Council of Rome বলা হয়। এই সভা Christian Church এর Biblical canon (অনুমোদিত পবিত্র কিতাবের তালিকা) তৈয়ার করে। সাথে সাথে পরিত্যাজ্য পুস্তকের তালিকাও দেয় যার মধ্যে ছিল Gospel of Barnabas, Gospel of Peter ইত্যাদি।

Pope Gelasius I (492–496 CE) পরিত্যাজ্য ও ধ্বংসযোগ্য পুস্তকের একটি হালনাগাদ তালিকা প্রকাশ করেন যা Gelasian Decree নামে পরিচিত। এই তালিকাতেও Gospel of Barnabas ছিল।

এগুলির কয়েকটি পরবর্তীতে আংশিক পাওয়া যায়। **[[13]](#footnote-13)**

{তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি আর ক্রুশে বিদ্ধ করে মারতে পারেনি} - কুরআন যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে স্বীকার মিথ্যা বলে| এমন কি খ্রিস্টানদের বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত গসপেলগুলোতে বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় তিনি যীশু নন।

ক্রুশবিদ্ধ করার আগে-

|  |  |
| --- | --- |
| মার্ক, মথি, লুক  অনুযায়ী | **পীলাত বললেন, তুমি কি ইহুদিদের বাদশাহ? যীশু বললেন, তুমি এমন বল। মহাপুরোহিত অনেক অভিযোগ আনল। যীশু কোন উত্তর দিলেন না্।পীলাত বললেন, তুমি কি কোনই জওয়াব দেবে না? যীশু কিছুই বললেন না।** |
| যোহন  অনুযায়ী | **পীলাতের দরবারে যীশু অনেক বক্তৃতা করেছেন।যীশু বললেন,** আমি **ইহুদিদের বাদশাহ।** |
| Gospel of Barnabas অনুযায়ী | জুডাস ইসাকেরিওট ছিল ঈসা (আ.)-এর মুনাফিক সাহাবি।জুডাস 30 টি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে রোমান শাসকদের বিদ্রোহী হিসেবে সোপর্দ করতে রাযী হয়। যখন জুডাসের পিছে পিছে রোমান সৈন্যরা যীশুকে ধরতে ঘরে ঢোকে তখনই আল্লাহ তাকে উপরে তুলে নেন এবং জুডাসকেই ঈসা (আ.)'র চেহারাবিশিষ্ট করে দেন।জুডাস বলে, I am Judas Iscariot, who promised to give into your hands Jesus of Nazareth. কেউই তার কথা বিশ্বাস করেনি। জুডাসকেই ক্রুশে গেঁথে হত্যা করা হয়। (Gospel of Barnabas, Chap. 217) |
| Gospel of  Judas  অনুযায়ী | জুডাস ছিলেন যীশুর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য। যীশুর ইচ্ছাতে তিনি যীশুর জায়গায় প্রাণ দিতে রাযী হন। |

ক্রুশবিদ্ধ করার পরে-

|  |  |
| --- | --- |
| মার্ক, মথি  [Mt. 27:46] [Mk. 15:34]  অনুযায়ী | Gospel of Matthew Mark-এ যীশুর কেবল একাট কথাই আছে, "E′li, E′li, la′ma sa‧bach‧tha′ni?" (Aramaic)  "My God, My God, why have you forsaken me?"  এলাহী, এলাহী কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে? |
| যোহন | ক্রুশে **যীশু অনেক কথা বলেছেন।** |
| Gospel of Barnabas অনুযায়ী | জুডাসকে ক্রুশে চড়ানোর পর সে বলে, God, why have you fosaken me? (Gospel of Barnabas, Chap. 217) |
| Gospel of  Judas  অনুযায়ী | জুডাস |

এসব বর্ণনা থেকে বোঝার উপায় নেই আসলে কী ঘটেছিল। তবে খ্রিস্টানদের ধারণা যে ভুল তা বোঝা যায়।

Dr Jerald Dirks বলেন, Early Christianity was quite conflicted about the issue of the nature of Jesus. The various Adoptionist positions within early Christianity were numerous and at times dominate. One can even speculate that Arian and Nestorian Christianity might well be an extremely sizable source within Christianity today, if it were not for the fact that these two branches of Christianity, which were located primarily in the middle east and in North Africa were so similar to the Islamic teaching regarding the nature of Jesus that they quite naturally were absorbed into Islam at the beginning of the seventh century.’ (Islamic Trajectories in Early Christianity, Dr Jerald Dirks) **[[14]](#footnote-14)**

{তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন নিজের কাছে} - ঈসা (আ.)-কে জীবন্ত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। ঈসা (আ.) বর্তমানে জীবিত অবস্থায় দ্বিতীয় আসমানে অবস্থান করছেন| **[[15]](#footnote-15)**

সুরাহ নিসা আয়াত 174-176

|  |  |
| --- | --- |
| 4:174 | হে মানুষ! তোমাদের পালনকর্তার কাছ থেকে তোমাদের কাছে বোরহান (সনদ) পৌঁছেছে। আর তোমাদের জন্য স্পষ্ট আলো নাজিল করেছি। |
| 4:175 | অতএব, যারা আল্লাহর উপর ঈমান রাখে এবং তাকে শক্তভাবে ধরে তিনি তাদেরকে তার রহমত ও অনুগ্রহের আওতায় জায়গা দেবেন এবং তার দিকে আসার মত সিধা পথে তুলে দেবেন। |
| 4:176 | মানুষ তোমার কাছে ফতোয়া জানতে চায়। অতএব, বল,  আল্লাহ তোমাদেরকে পিতামাতাহীন নিঃসন্তান লোকের মীরাছ বিষয়ে ফতোয়া দিচ্ছেন,  যদি কোন পিতামাতাহীন নিঃসন্তান পুরুষ মারা যায় এবং তার এক বোন থাকে, তবে সে পাবে তার ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক।  আর পিতামাতাহীন নিঃসন্তান বোন মারা গেলে তার ভাই তার ওয়ারিছ হবে।  তার দুই বোন থাকলে তাদের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ।  যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান।আল্লাহ তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন যাতে তোমরা ভুল না কর। আর আল্লাহ সব বিষয়ে এলেমদার। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

তোমাদের কাছে বোরহান (সনদ) পৌঁছেছে। - সনদ হচ্ছেন নবী মুহাম্মদ (স.)। (ইবনে কাছীর) অবশ্য তাবেয়ী মুজাহিদ বলেন, বোরহান মানে হুজ্জত (দলীল)। (দুররুল মানসূর, সুয়ুতী)

স্পষ্ট আলো - কোরআন

আবু বকর (রা.) বলেন, কালালাহ হচ্ছে সে যার পিতামাতাও নেই, ছেলে-মেয়েও নেই।

সুরাহ মায়িদা আয়াত 1-3

|  |  |
| --- | --- |
| 5:1 | মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূরা কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ছাড়া। কিন্তু এহরাম বাধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না! নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন হুকুম দেন। |
| 5:2 | হে মুমিনগণ! হালাল মনে করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহ এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং হারামে কুরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট পশুকে এবং ঐসব পশুকে, যাদের গলায় মালা রয়েছে এবং |

....

|  |  |
| --- | --- |
|  | ঐসব লোককে যারা পবিত্র ঘরের দিকে যাচ্ছে, যারা তাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ ও তুষ্টি কামনা করে। যখন তোমরা এহরাম থেকে বের হও, তখন শিকার কর। যারা মসজিদ থেকে তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিল, সেই সম্প্রদায়ের দুশমনি যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনে উসকানি না দেয়। সৎকর্ম ও পূণ্য-চেতনায় একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। |
| 5:3 | তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জানোয়ার, রক্ত, খিনজিরের গোশ্ত, যেসব জানোয়ার আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ হয়, যা শ্বাসরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচু জায়গা থেকে পড়ার ফলে মারা যায়, যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জানোয়ার খেয়েছে, ব্যতিক্রম যাকে তোমরা (জীবিত ধরে) যবেহ করেছ। যে পশুকে পূজার পাথরের উপর যবেহ করা হয় এবং যা জুয়ার তীর দ্বারা বন্টন করা হয়। এসব গোনাহর কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ন করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পুরা করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম। কেউ তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে গোনাহর প্রবণতা ছাড়া (হারাম খেতে) বাধ্য হলে অবশ্যই আল্লাহ মাফকারী, দয়ালু। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূরা কর - মুজাহিদ বিন জুবাইর বলেন, উকুদ মানে উহূদ (অঙ্গীকারসমূহ)। (দুররুল মানসূর, সুয়ুতী; যাদুল মাছীর, ইবনুল জাওযী)

যে পশুকে পূজার পাথরের উপর যবেহ করা হয় - মুজাহিদ বিন জুবাইর বলেন, নসব কাবাঘরের পাশে রাখা একটি পাথর যার উপর জাহেলী যুগে পশুকে যবেহ করা হত। (দুররুল মানসূর, সুয়ুতী)

Avey Qvjvev Lykvbx (iv.) e‡jb, Avgiv Avn‡j wKZv‡ei †`‡k evm Kwi| Avgiv Zv‡`i evm‡b ‡L‡Z cvie H †`‡k A‡bK wkKvi Av‡Q hv Avgvi abyK w`‡q Ges Avgvi cÖwkwÿZ I AcÖwkwÿZ KzKyi w`‡q wkKvi Kwi| G¸wji g‡a¨ nvjvj †Kvb¸‡jv? im~j (m.) e‡jb, Ò **Avn‡j wKZv‡ei evm‡b †Zvgiv †LI bv; Z‡e hw` Ab¨ evmb bv cvI Zvn‡j ay‡q Lv‡e| ‡Zvgvi abyK w`‡q hw` Avjøvni bvg wb‡q wkKvi Ki Z‡e Zv LvI, Avjøvni bvg wb‡q cÖwkwÿZ KzKyi w`‡q hv wkKvi Ki Z‡e Zv LvI, AcÖwkwÿZ KzKyi w`‡q hv wkKvi Ki Zv wR›`v ai‡Z cvi‡j h‡en K‡i LvI|** Ó (eyLvix, gymwjg)

রসূল (স.) বলেছেন. জেনে রাখ! গৃহ-পালিত গাধার গোশত তোমাদের জন্য হালাল নয়, কোন হিংস্র জন্তুর গোশতও হালাল নয়। (আবু দাউদ)

{আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ন করলাম} – বিদায় হজ্জে আরাফার ময়দানে (9 যুলহিজ্জা শুক্রবার) এই আয়াত নাজিল হয়। ইসলাম পরিপূর্ণ।

দীন বলতে বুঝায় বিচার, বিচারপদ্ধতি, জীবনপদ্ধতি, বিচারের ফল, ইত্যাদি। ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, বরং জীবনপদ্ধতি।

bex (m.) Avjx (iv.) †K e‡jb, Ò†n Avjx, g~mv (Av.)-Gi Kv‡Q nviƒb (Av.)-Gi †hgb Ae¯’vb wQj †Zvgvi Ae¯’vb Avgvi Kv‡Q †ZgbB wKš‘ Avgvi c‡i bex †bB|Ó (Avng`, mnxn)

Avey hi (iv.) †\_‡K ewY©Z, bex (m.) e‡jb: Òhv wKQz RvbœvZ‡K Kv‡Q Av‡b Ges hv wKQz Rvnvbœvg‡K `~‡i †V‡j Zvi meB †Zvgv‡`i‡K eqvb Kiv n‡q‡Q wKQzB evKx ivLv nq wb|Ó (Zvevivbx, nvwKg, gvKw`mx, nvqQvgx; mnxn)

Bievh (iv.) †\_‡K ewY©Z, bex (m.) e‡jb, ÒAvwg †Zvgv‡`i‡K ImxqZ KiwQ †h †Zvgiv Avjøvn‡K fq Ki‡e Ges Avgxi‡K ïb‡e I gvb‡e hw`I †m nvekx †Mvjvg nq| †Zvgiv a‡g©i g‡a¨ cÖ‡Z¨K bZzb D™¢veb †eu‡P \_vK| KviY cÖ‡Z¨K bZzb ms‡hvRb we`ÔAvZ Ges cÖ‡Z¨K we`ÔAvZ åóZv|Ó (bvQvqx)

সুরাহ মায়িদা আয়াত 69-70

|  |  |
| --- | --- |
| 5:69 | নিশ্চয় যারা মুসলিম, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা নাসারা, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে আল্লাহতে ও কিয়ামতে এবং সৎকাজ করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। |
| 5:70 | আমি বনু ইসরাঈলের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে অনেক নবী পাঠিয়েছিলাম। যখনই তাদের কাছে কোন নবী এমন ফরমান নিয়ে আসত যা তাদের মনে চাইত না, তখন তাদের অনেকের উপর তারা মিথ্যারোপ করত এবং অনেককে হত্যা করেছে। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

wLªwóqvb‡K Aviex‡Z bvmviv ejv nq| bvmviv bvgKi‡Yi KviY m¤ú‡K© gZ‡f` Av‡Q| KvZv`vn e‡jb, Zviv bvwmivn (Nazareth) bvgK GKwU MÖv‡gi bvgvbymv‡i GB bv‡g AwfwnZ n‡q‡Q- †h MÖv‡g Cmv Ae¯’vb Ki‡Zb|

mvnvex Dgi I Be‡b AveŸvm e‡jb, mv‡eCbiv Avn‡j wKZve| KvZv`vn e‡jb, Zviv hveyi cvV KiZ| Aveyj Avjxqv I myÏx Zv‡`i‡K Avn‡j wKZve e‡j‡Qb| Z‡e Bû`x I bvmvivMY †hgb gykwiK n‡q †M‡Q †Zgwb mv‡eCbivI c‡i gykwiK n‡q‡Q| Zv‡`i †KD AwMœDcvmK n‡q‡Q, †KD †d‡ikZv DcvmK n‡q‡Q|

GB AvqvZ †`‡L A‡b‡K g‡b K‡i †h, Bû`x-bvmvivMYI Rvbœv‡Z hv‡e| wKš‘ Avm‡j G AvqvZwU eZ©gvb Bû`x-bvmviv‡`i Rb¨ cÖ‡hvR¨ bq| AvqvZwUi mswÿß e¨vL¨v n‡”Q: Cmvi Av‡M hviv Bû`x wQj Ges gynv¤§v` (m.) Gi Av‡M hviv bvmviv wQj; Zv‡`i ga¨Kvi gywgbiv Rvbœv‡Z hv‡e| †hgb: im~j (m.) e‡jb, যে কিতাবী লোক নিজ নবীর উপর ঈমান এনেছে এরপর মুহম্মদের উপর ঈমান আনল সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে। (বুখারী)

কোন নবীর আগমন হলে আগের নবীর অনুসারীদের জন্য উচিত নতুন নবীকে স্বীকার করা। ইহুদীদের অনেকে মূসাকে অস্বীকার করেছিল, অনেকে দাউদকে অস্বীকার করেছিল, অনেকে যীশুকে অস্বীকার করেছিল।

আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে বড়াই করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দুয়ার খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যবতক না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এভাবে পাপীদেরকে শাস্তি দিই। (7:40**)**

অতএব কেউ বলতে পারে না যে আমি মূসাকে মানি, মুহম্মদকে মানি না।

im~j (m.) e‡jb, ÒG RvwZi Bû`x, bvmviv, †h †KD Avgvi K\_v ïb‡e, Gici Avgv‡K hv-mn cvVv‡bv n‡q‡Q, Zvi cÖwZ Cgvb bv G‡b gi‡e, †m Rvnvbœvgx|Ó (gymwjg) GLv‡b Bû`x-bvmviv‡`i K\_v D‡jøL Kiv n‡q‡Q Ab¨‡`i‡K mZK© Kivi D‡Ï‡k¨| †Kbbv Bû`x-bvmviv‡`i Kv‡Q Avmgvbx wKZve Av‡Q| Zv m‡Ë¡I Zv‡`i hLb GB Ae¯’v, ZLb hv‡`i Avmgvbx wKZve †bB Zv‡`i Ae¯’v Aek¨B Ggb n‡e|

Be‡b AveŸvm e‡jb, ÒIqvgvB BqveZvMx ... AvqvZ bvwhj nevi ci GB AvqvZ iwnZ n‡q †M‡Q|Ó A\_©vr m~iv Avj Bgiv‡bi 85 b¤^i AvqvZ bvwh‡ji ci Avi †Kvb Bû`x-bvmviv m~iv evKvivni 62 bs Avqv‡Zi AvIZvq co‡e bv| Cmv (Av.) Gi AvMg‡Yi Av‡M hviv g~mv (Av.)-Gi cÖK…Z Abymvix wQ‡jb Ges im~j (m.) Gi AvMg‡Yi Av‡M hviv Cmv (Av.)-Gi cÖK…Z Abymvix wQ‡jb ZvivB †Kej GB Avqv‡Zi AvIZvq co‡eb| wKš‘ eZ©gv‡bi Bû`x bvmviv gyw³ cv‡e bv|

ÒAvjøvni Kv‡Q `xb n‡”Q Bmjvg|Ó (3: 19) Ò‡KD Bmjvg Qvov Ab¨ †Kvb `xb Zvjvk Ki‡j †m AvwLiv‡Z ÿwZMÖ¯Í‡`i মধ্যে শামিল n‡e|Ó (3: 85) Avi AvwLiv‡Z ÿwZMÖ¯Í nevi A\_© n‡”Q Rvnvbœvgx nIqv| GLb †KD ej‡Z cv‡ib †h, Agymwjg‡`i g‡a¨ hviv fv‡jv †jvK Zv‡`i wK n‡e? Avjøvvni Kv‡Q Kvwdi-gykwi‡Ki Avg‡ji ciKvjxb g~j¨ bvB| (`ªóe¨: 39:65, 5: 5) Z‡e Zvi BnKvjxb g~j¨ Av‡Q|

ইহুদী জাতিভুক্ত অনেক লোক ইসলাম কবুল করেছেন।

ইহুদী জাতিভুক্ত কতিপয় মুসলিম

**নবীগণ**

মুসা হারুন, যেকব, যোসেফ, দাউদ, সুলায়মান, যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, শমুয়েল

**নবীদের সাথীগণ**

উজাইর, ইউশা, বেনিয়ামিন, মরিয়ম, হান্নাহ, ইমরান

**নবী মুহম্মদের সাথী**

ইবনে সালাম কায়নুকী (ম. 43হি/ ম. 663 মদীনা), খালিদা, সাফিয়াহ (610 - ম. 670), ছালাবা বিন শাইআ

আসাদ বিন শাইআ, আসাদ বিন উবায়েদ, যায়েদ বিন সুনআ, মুহম্মদ বিন আ: বিন সালাম কায়নুকী, আতিয়া কুরাযী

জুরাইজ (Greg) নবী মুহম্মদ জুরাইজের ঘটনা উল্লেখ করেছেন যা বুখারী, মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

**তাবেয়ী (নবী মুহম্মদের সাথীদের সহচর)**

কাব আহবার (ম. 32হি/ 652 বা 653), আবু হামযা মুহম্মদ বিন কা’ব কুরাযী (40-120 হি)

**বিখ্যাত কয়েকজন কনভার্টেড ইহুদী**

আরবি ব্যকরণবিদ হারুন বিন মুসা (ম.170হি/786), চিকিৎসাবিদ Baruch ben Malka/ Hebatullah (1080–1164/1165), চিকিৎসাবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী Samawal Maghribi (1130- ম.1180, 1163-এ প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন), স্পেনের কবি, ইবনে সাহল ইশবিলী (1212–1251) লেখক Lev Nussimbaum (Kiev, 1905– ম.Positano, Italy 1942), লেখক ও কুরআনের ইংরেজি অনুবাদক Leopold Weiss Asad (Lemberg, Ukraine 1900 – ম.1992 Spain)

**2015 সালে জীবিত ইহুদী জাতিভুক্ত কতিপয় মুসলিম**

|  |  |
| --- | --- |
| Dr. Marc Schleifer (জন্ম 1935) | আমেরিকান সাংবাদিক, লেখক ও অধ্যাপক |
| Dr. Uriel Davies (জন্ম 1943, ইসরাইল) | ইসরাইলের নাগরিক। 2008 সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। |
| Dr. James D. Frankel  (জন্ম 1969) | University of Hawaii-এর অধ্যাপক, 1990 সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। |
| Tali Fahima (জন্ম 1976, ইসরাইল) | ইসরাইলের নাগরিক। Hebrew teacher; 2010 সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। |
| Dr. Talal Asad (জন্ম 1932) | Leopold Weiss Asad এর পুত্র। CUNY Graduate Center-এ Anthropologist. |
| Sanford Pass (জন্ম 1949) | আমেরিকান, Islamic Center of Jonesboro-তে মুআযযিন |
| Jemima Goldsmith (জন্ম 1974) | English |
| Jeremy Greenberg | আমেরিকান লেখক |
| Peter Casey | 2004 সালে 15 বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। |
| Maral/Morel Malka | তেলআবিবের বাসিন্দা । 2014 সালে 23 বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। |
| May Davidovich | ইসরাইলের নাগরিক। |
| Habīb Todd Boerger | আমেরিকান নাগরিক। 2014 সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। |

সুরাহ আনআম আয়াত 124-125

|  |  |
| --- | --- |
| 6:124 | যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পৌঁছে, তখন বলে, আমরা কখনই বিশ্বাস করব না যবতক না আমাদেরকে তা দেওয়া হয়, যা আল্লাহর রসূলগণকে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ ভালোভাবে জানেন কোথায় তার বাণী পাঠাতে হবে। যারা পাপ করছে, তারা অচিরেই আল্লাহর কাছ থেকে অপমান ও কঠোর আযাব পাবে, তাদের চক্রান্তের কারণে। |
| 6:125 | আল্লাহ যাকে ঠিকপথ দেখাতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য চওড়া করেন এবং যাকে পথহারা করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ সংকুচিত করে দেন - যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এভাবে যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদের উপর আযাব বর্ষণ করেন। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

তার বক্ষকে সংকীর্ণ অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন - যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে: বক্ষকে সংকীর্ণ করার সাথে সবেগে আকাশে আরোহণ করার যোগসূত্র আছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বাঁচার জন্য অক্সিজেন দরকার। যখন কোন মানুষ পাহাড়ে উঠতে থাকে অথবা বেলুনে আকাশে উঠতে থাকে তখন বায়ুচাপ ক্রমশ কমতে থাকে আর বায়ুর কম ঘনত্বের দরুন ফুসফুস কম অক্সিজেন পায়। অক্সিজেন কমে গেলে ফুসফুস সংকীর্ণ হয়।

সূরা আল আরাফ আয়াত 10-24

|  |  |
| --- | --- |
| 7:10 | আমি তোমাদেরকে ধরণীতে ঠাই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছি। তোমরা কম শুকরিয়া কর। |
| 7:11 | আর আমি তোমাদেরকে পয়দা করি, এরপর অবয়ব তৈরী করি। এরপর আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে ছিজদা কর। তারা ছিজদা করল ইবলীস ছাড়া; সে ছিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হল না। |
| 7:12 | আল্লাহ বললেন, আমি যখন ফরমান দিয়েছি, তখন তোকে কিসে ছিজদা করতে মানা করল? সে বলল, আমি তার চেয়ে বেহতর। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে পয়দা করেছেন এবং তাকে পয়দা করেছেন মাটি দিয়ে। |
| 7:13 | তিনি বললেন, তুই এখান থেকে যা। এখানে বড়াই করার অধিকার তোর নাই। তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের মধ্যে শামিল । |
| 7:14 | সে বললঃ আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত ফুরসত দিন। |
| 7:15 | আল্লাহ বললেন, তোকে ফুরসত দেয়া হল। |
| 7:16 | সে বললঃ আপনি আমাকে যেমন ছুঁড়ে ফেললেন, আমিও অবশ্যই তাদের জন্যে আপনার সিধা পথে বসে থাকব। |
| 7:17 | এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডান থেকে এবং বাম থেকে। আপনি তাদের বেশিরভাগকে শুকরিয়াগুজার পাবেন না। |
| 7:18 | আল্লাহ বললেনঃ বের হয়ে যা এখান থেকে অপমানিত ও বিতাড়িত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম ভর্তি করব। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

{আপনি আমাকে আগুন দিয়ে পয়দা করেছেন এবং তাকে পয়দা করেছেন মাটি দিয়ে।} – ইবলীস বড়াই করে এজন্য যে তার ধারণা আগুনের চেয়ে মাটি সেরা। তাই সে তার এই ধারণার সাথে কিয়াস করে বলে সে আদমের চেয়ে উত্তম। অথচ তার কিয়াস ছিল ভুল। আর যেখানে নূরের তৈয়ারী ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়েছে মাটির মানুষকে সম্মান জানাতে তখন মাটির উপর নূরের ও আগুনের শ্রেষ্ঠত্ব থাকে না।

সূরা কাহফে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে ইবলীস ছিল একজন জিন্ন।

দুঃখের বিষয় নবী (স.)-কে নূরের তৈয়ারী বলে একদল লোক উৎসাহের সাথে প্রচার করে যা ভুল ও মিথ্যা।

|  |  |
| --- | --- |
| 7:19 | হে আদম, তুমি এবং তোমার পত্নী জান্নাতে সাকিন হও। এরপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও তবে এ গাছের কাছে যেও না তাহলে তোমরা গোনাহগার হবে। |
| 7:20 | এরপর শয়তান উভয়কে কুবুদ্ধি দিল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে। সে বলল, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ গাছ থেকে মানা করেছেন এ কারণে যে, তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা অমর হয়ে যাবে। |
| 7:21 | সে তাদেরকে কসম দিয়ে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী। |
| 7:22 | এভাবে ধোকা দিয়ে তাদেরকে সম্মত করল। যখন তারা গাছের স্বাদ নিল, তখন তাদের শরমগাহ তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজেদের উপর জান্নাতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের পালনকর্তা তাদেরকে ডেকে বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এ গাছ থেকে মানা করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন? |
| 7:23 | তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের উপর জুলম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে মাফ না করেন এবং আমাদেরকে রহম না করেন আমরা অবশ্যই খেসারতে পতিত হব। |
| 7:24 | আল্লাহ বললেন, তোমরা নেমে যাও। তোমরা এক অন্যের দুশমন। তোমাদের জন্য ধরণীতে নিবাস আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ভোগ্যবস্তু আছে। |
| 7:25 | বললেন, তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মরবে এবং সেখান থেকেই বের করা হবে। |

সূরা ইউনুস আয়াত 90-94

|  |  |
| --- | --- |
| 10:90 | আর আমি বনু ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলাম, এরপর ফিরআউন তার সৈন্যদলসহ তাদের ধাওয়া করল যুলম ও নির্যাতনের উদ্দেশে; এমনকি যখন সে ডুবতে শুরু করল তখন বললঃ আমি ঈমান এনেছি বনু ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া উপাস্য নেই এবং আমি মুসলিমদের মধ্যে শামিল। |
| 10:91 | ‘‘এখন (ঈমান আনছ), আগে তো অমান্য করেছ আর ফাসাদকারীদের মধ্যে শামিল ছিলে। |
| 10:92 | আজ আমি তোমার বদনকে হেফাযত করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পার।’ বেশিরভাগেইনসান আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বে-খেয়াল।’’ |
| 10:93 | আর অবশ্যই আমি বনু ইসরাঈলকে উত্তম বাসভূমিতে নিবাস দিলাম এবং তাদেরকে উত্তম রিয্ক দিলাম। এরপর তারা মতবিরোধ করেনি, যবতক না তাদের কাছে এলেম এল। নিশ্চয় তোমার রব কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে ফয়সালা করবেন যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করত। |
| 10:94 | অতএব আমি তোমার কাছে যা নাজিল করেছি, তা নিয়ে তুমি যদি সন্দেহে থাক, তাহলে যারা তোমার আগ থেকেই কিতাব পড়ছে তাদেরকে সওয়াল কর। অবশ্যই তোমার কাছে তোমার রবের কাছ থেকে সত্য এসেছে। অতএব তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে শামিল হয়ো না। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

{যদি সন্দেহে থাক} -অধিকাংশ তাফসীরকারকগণ বুঝেছেন যে, এ আয়াতে নবীকে সম্বোধন করা হলেও আসলে উদ্দেশ্য নবী নন, বরং সন্দিহান ব্যক্তিগণ। ইবনে আব্বাস বলেছেন, লাম য়াকুন রসূলুল্লাহি ফী শাক্কিন ওয়া লা সাআলা। - রসূল (স.) সন্দিহান ছিলেন না এবং তিনি কাউকে জিজ্ঞাসাও করেন নি। (যাদুল মাসীর)

আমি এভাবে উদাহরণ দিই- কোন শিক্ষক ক্লাসে সেরা ছাত্রকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি যদি লেখাপড়া না কর তাহলে পরীক্ষায় না-কামিয়াব হবে। এর মানে এই না যে সেরা ছাত্রটি লেখাপড়া করে না; বরং ছাত্রদের মধ্যে যারা লেখাপড়া করে না তাদের উদ্দেশ্যেই এটা বলা। কিছু তাফসীরকারক এ আয়াতের তাফসীর এভাবেও বলেছেন যে, এখানে মানবজাতি (ইনসান)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর ইনসান আরবি ব্যকরণে একবচন। তাই তুমি বলা হয়েছে। তোমার কাছে যা নাজিল করা হয়েছে মানে হে মানবজাতি, তোমার কাছে যা নাজিল করা হয়েছে।

আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন,

আর আমি তোমার পূর্বে কেবল পুরুষদেরকেই রসূল হিসেবে পাঠিয়েছি, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠিয়েছি। অতএব জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জান। (16:43)

এখানে তোমরা জিজ্ঞাসা কর মানে হে কুরাইশ মুশরিকগণ তোমরা জিজ্ঞাসা কর। যিকর-ওয়ালা (আহলে যিকর) মানে ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ। কারণ ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ পূর্ববর্তী যিকরের কিছু অংশ এখনও বহন করে। তারাও একথা বলবে যে মানুষকেই নবী করা হয়, ফেরেশতাকে নয়। তাফসীরকারক ইবনে যায়েদ বলেছেন, আহলে যিকর মানে আহলে কুরআন (কুরআন-ওযালা)। কারণ কুরআন-ওযালারা জানে যে সকল নবী মানুষ।

সূরা ইউসুফ আয়াত 8-20

|  |  |
| --- | --- |
| 12:8 | যখন তারা বলল, অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত শক্তি। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভুলের মধ্যে আছেন। |
| 12:9 | হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন জায়গায়। এতে শুধু তোমাদের দিকে তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা ভদ্র লোক হয়ে যাবে। |
| 12:10 | তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং যদি তোমরা কিছু করই তাকে অন্ধকার কূপে ফেলে দাও যাতে কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। |
| 12:11 | তারা বললঃ পিতা, ব্যাপার কি, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? আমরা তো তার হিতাকাংখী। |
| 12:12 | আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠান। সে তৃপ্তিসহ খাবে ও খেলবে এবং আমরা অবশ্যই তার দেখাশুনা করব। |
| 12:13 | তিনি বললেন, আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি যে, তাঁকে নেকড়ে খাবে এবং তোমরা তার সম্পর্কে বে-খেয়াল থাকবে। |
| 12:14 | তারা বলল, আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি নেকড়ে তাকে খায়, তবে আমরা সবই হারালাম। |
| 12:15 | এরপর তারা যখন তাকে নিয়ে চলল এবং অন্ধকারকূপে ফেলে দিতে একমত হল এবং আমি তাকে জানালাম যে, তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা বলবে এ অবস্থায় যে, তারা তোমাকে চিনবে না। |
| 12:16 | তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল। |
| 12:17 | তারা বলল, পিতা, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাব-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। এরপর তাকে নেকড়ে খেয়েছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবান। |
| 12:18 | এবং তারা তার কামীসে কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। সে বলল এটা কখনই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। অতএব এখন সবর করাই ভালো। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে সের্ফ আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। |
| 12:19 | একটি কাফেলা এল। তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পাঠাল। সে বালতি ফেলল। বলল, কি আনন্দের কথা। এ একটি কিশোর। তারা তাকে পন্য গণ্য করে গোপন করল। আল্লাহ জানেন যা তারা করেছিল। |
| 12:20 | ওরা তাকে বিক্রি করল কম মূল্যে - মাত্র কয়েক দেরহামে এবং তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

ইহুদীদের মন্দ লোকেরা তাদের ভালো লোকদের বিরুদ্ধে কেমন ষড়যন্ত্র করে তার একটি উদাহরণ এ ঘটনা। তাদের ষড়যন্ত্র তাদের উপকার দেয় না।

তথাকথিত ইহুদি জাতি কারা? ইয়াকুব ওরফে ইসরাইল-এর বংশধরগণ বনু- ইসরাইল নামে পরিচিত। সাধারণত বনু ইসরাইল বংশ পরম্পরা হিসেব করে ইব্রাহিম (আ) থেকে। ইব্রাহিমের ২ ছেলে ইসমাইল আর ইসহাক।

ইসহাক (আ.) এর বেটা ইয়াকুব (আ.); আরেক নাম ছিল ইসরাইল।

ইসরাঈলিয়াত মতে, ইয়াকুবের দুই বিবি রাহীল (Rachel: راحيل‎‎) ও লিয়াহ। লিযাহর বেটা ছয়জন - Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar ও Zebulun। রাহীলের বেটা য়ুসুফ ও বেনিয়ামিন। যিলফা ও বীলহা নামে দুই দাসীর মাধ্যমেও তার সন্তান লাভ হয়। যিলফার বেটা Gad ও Asher আর বীলহার বেটা Dan ও Naphtali.

ইয়াকুব (আ.) য়ুসুফকে আগলে রাখতেন। তার দশ ভাই তাকে হত্যার চক্রান্ত করে। য়ুসুফকে দাসের জীবন গুজরান করতে হয়। তবে আল্লাহ দেখিয়ে দেন যে একজন দাস ও হাজতখাটা আসামীকেও আল্লাহ শাসক, নেতা ও নবী করতে পারেন। ইহুদীরা মনে করে দাসীর সন্তান নবী হতে পারে না। তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন সে ইশারা এখানে পাওয়া যায়।

ইয়াকুবের বার ছেলের এক ছেলের নাম ইয়াহুদা (Judah)। এই ইয়াহুদার বংশধররাই ইয়াহুদী নামে পরিচিত। দাউদ, সুলায়মান আর ঈসা এই ইয়াহুদার বংশধর। বেনীয়ামিন বা বেঞ্জামিনের বংশধরেরা বেঞ্জামাইট নামে বিখ্যাত (যেমন: বাদশাহ তালুত)।

পরবর্তীকালে বারো ছেলের বংশের মধ্যে ইয়াহুদার বংশই ব্যাপক হয়ে উঠে, আর বাকীরা এর সাথে মিশে যায়। এদেরকেই সাধারণভাবে ইহুদি বলা হয়।

সূরা ইসরা আয়াত 1-6

|  |  |
| --- | --- |
| 17:1 | বরকতের অধিকারী তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে সফর করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি। তাকে আমার কিছু আয়াত দেখানোর জন্য, তিনি শুননেওয়ালা, দেখনেওয়ালা। |
| 17:2 | আর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম আর সেটাকে করেছিলাম বনু ইসরাঈলের জন্য সত্যপথের নির্দেশক। (তাতে নির্দেশ ছিল) যে, আমাকে ছাড়া অন্যকে কর্মনিয়ন্তা গ্রহণ করো না। |
| 17:3 | (তোমরা তো) তাদের সন্তান! যাদেরকে আমি নূহের সঙ্গে নৌকায় বহন করেছিলাম, সে ছিল এক শুকরিয়াগুজার বান্দা। |
| 17:4 | আমি কিতাবের মাধ্যমে বনু ইসরাঈলকে জানিয়েছিলাম যে, তোমরা অবশ্যই ধরণীতে দুইবার ফাসাদ করবে আর অবশ্যই অত্যধিক গর্বে ফুলে উঠবে। |
| 17:5 | এরপর যখন দু’টির মধ্যে প্রথমটির সময় এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে পাঠfলাম আমার বান্দাদেরকে যারা ছিল যুদ্ধে অতি শক্তিশালী, তারা (তোমাদের) ঘরের কোণায় কোণায় ঢুকে পড়ল আর ওয়াদা পূর্ণ হল। |
| 17:6 | এরপর আমি তোমাদেরকে তাদের উপর জয় দিলাম আর তোমাদেরকে সম্পদ আর সন্তানাদি দিয়ে সাহায্য করলাম, তোমাদেরকে জনবলে বহুগুণ বাড়িয়ে দিলাম। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

রাতের সফর/ ইসরা – নবী (স.) এক রাতে মক্কায় অবস্থিত মাসজিদুল হারাম থেকে যেরুসালেমে অবস্থিত মাসজিদুল আকসায় যান; এই সফর ইসলামে ইসরা নামে পরিচিত। মাসজিদুল আকসা থেকে তিনি একটি বিশেষ যানে করে উর্দ্ধারোহণ করেন এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন। এ সময় তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেন এবং ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসার সাথে দেখা করেন। এই যাত্রা মি'রাজ নামে পরিচিত।

দুইবার ফাসাদ করবে - ব্যবিলনিয়ান সম্রাট Nebuchadnezzar II 598 BCE-তে যেরুসালেম অবরোধ করে ইহুদীদেরকে বন্দী করেন যা ইতিহাসে Babylonian captivity নামে পরিচিত। অবশ্য হাসান বসরী বলেন, আমার শক্তিশালী বান্দা দ্বারা আমালিকা জাতিকে বুঝানো হয়েছে। (যাদুল মাসীর)

দোসরা ফাসাদ হচ্ছে: রোমান সম্রাট Titus 70CE-তে যেরুসালেম অবরোধ করে ইহুদীদেরকে নিধন করেন। এ দুটি ঘটনা কুরআনে মাত্র দুটি বাক্যে বলা হলেও ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

ইহুদী লেখক Israel Shahak মন্তব্য করেছেন যে যখন রোমানরা বুঝতে পারে যে ইহুদীরা নিজেদেরকে পৃথিবীর মালিক মনে করে এবং অন্যান্য জাতিকে খাদেম মনে করে তখন তারা যেরুসালেম হামলা করে ইহুদীদেরকে বের করে দেয়। যখন হিটলার বুঝতে পারেন যে ইহুদীরা নিজেদেরকে পৃথিবীর মালিক মনে করে এবং অন্যান্য জাতিকে খাদেম মনে করে তখন তিনি ইহুদীদেরকে নিধন করার নকশা করেন। (Jewish History, Jewish Religion: The Weight of 3,000 Years By Israel Shahak, Pluto Press London, 1994.)

Martin Luther তার বই Von den JØden und Ihren LØgen (Of the Jews and their lodges)-এ লিখেছেন: Does not their Talmud say, and do not their rabbis write, that it is no sin to kill if a Jew kills a heathen, but it is a sin if he kills a brother in Israel? It is no sin if he does not keep his oath to a heathen. Therefore, to steal and rob, as they do with their usury, from a heathen is a divine service. For they hold that they cannot be too hard on us nor sin against us, because they are of the noble blood and circumcised saints; we, however, are cursed goyim. And they are the masters of the world, and we are their servants, yea, their cattle.... ”

সূরা ইসরা আয়াত 12

|  |  |
| --- | --- |
| 17:12 | আমি রাত্রি ও দিবসকে দুটি নিদর্শন করেছি। এরপর নিস্প্রভ করেছি রাতের নিদর্শনকে এবং দেখার উপযোগী করেছি দিবসের নিদর্শনকে, যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার দয়া তালাশ কর এবং যাতে স্থির করতে পার বছরসমূহের গণনা ও হিসাব এবং সব বিষয়কে খোলাসা বর্ণনা করেছি। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

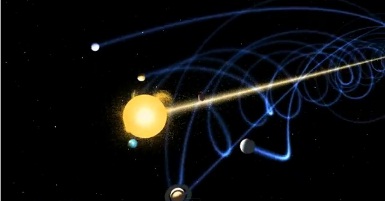
রাতের নিদর্শন চাঁদ আর দিনের নিদর্শন সূর্য। চাঁদ ও সূর্যকে চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার হিসাবে আসমানে রাখা হয়েছে। দিবসের হিসাব সূর্য উঠা ও ডুবার হিসাবেই হয়। আর মাসের ধারণা এসেছে চাঁদের আকার থেকে। মাসগণনা প্রাচীন কাল থেকেই চাঁদের হিসাবে করা হত। মাস (month) শব্দ এসেছে moon (চাঁদ) থেকে। মাস হয় 29 বা 30 দিনে। আরব, ভারত, চীন সব জায়গাতেই আদি হিসাব ছিল চান্দ্র মাসে। Scotland-এ যীশুর 8000 বছর আগেও চান্দ্র মাস গণনা চালু ছিল। ইসলামী ক্যালেন্ডারে 12 টি চান্দ্র মাসের নাম মুহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউস সানি, রজব, শা'বান, রমাজান, শাওয়াল, জ্বিলকদ ও জ্বিলহজ্জ। মাসের শুরু ও শেষ নির্ণীত হয় চাঁদ দ্বারা।

তারিখ নির্ধারণে সৌর ক্যালেন্ডার ব্যবহারযোগ্য নয়। তাই হজ্জ, সওম ইত্যাদি সকল ইসলামী অনুষ্ঠান চান্দ্র ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হয়। নবী (স.) বলেন, চাঁদ দেখে সওম ও হজ কর। যদি না দেখা যায় তবে তিরিশ পূরা কর। আর যদি দুইজন (মুছলিম লোক) স্বাক্ষ্য দেয় তবে এর ভিত্তিতে সওম ও ইফতার কর। (নাছায়ী)

তবে ছলাতের সময় এবং সওমের সেহরী-ইফতার নির্ণীত হয় সূর্য দ্বারা।

সৌর বছর:

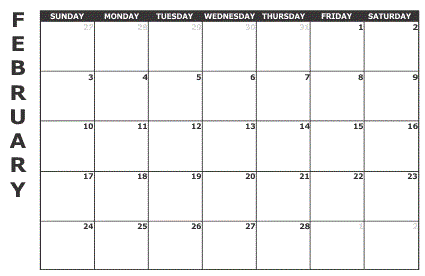
12 মাস পরে একই রকম আবহাওয়া বা ঋতু ফিরে আসে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে (আপেক্ষিক) মোট 365.24 দিন সময়ের প্রয়োজন হয়। আসলে পৃথিবী ও সূর্য একটি হেলিকাল পথে চলমান।



ফলে সৌর বছর (tropical year) = 365.24 দিন। 12টি চান্দ্র মাসে চান্দ্র বছর ধরা হয়। চান্দ্র বছর (lunar year) = 354.37 দিন যা সৌর বছরের চেয়ে 11 দিন কম।

চান্দ্র ক্যালেন্ডারের সমস্যা যেমন আছে রোমান ক্যালেন্ডারের তেমনি সমস্যা আছে। ইহুদীরা চান্দ্র বছরের সাথে সৌরকে সমন্বয় করতে প্রতি 19 বছরে 7টি বছরে 13 মাসে বছর গণনা করা হত। পরবর্তীতে রোমানরা এমন সৌর বছর চালু করে যাতে মাসের দিনসংখ্যা 30 ও 31 করা হয়। এমন কি রোমান ক্যালেন্ডারে একটি মাস (ফেব্রুয়ারী) 28 দিনে।

1752 সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে রোমান ক্যালেন্ডারের সংশোধিত রূপ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গৃহীত হয়। সেপ্টেম্বরের 3 থেকে 13 তারিখ বিলুপ্ত করা হয়। ঐ বছর 355 দিন ছিল।

কোন ঘটনা 29 ফেব্রুয়ারী তারিখে ঘটলে সব বছর ঐ দিবস উৎযাপন করা যায় না। একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন সময় হয়। নিউ ইয়র্কে যখন 25 ডিসেম্বর রাত 1 টা তখন স্যান ফ্রান্সিসকোতে 24 ডিসেম্বর রাত 10টা।

সূরা কাহফ আয়াত 1-10

|  |  |
| --- | --- |
| 1৮:1 | সমস্ত তারীফ আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাজিল করেছেন এবং তাতে রাখেননি কোন বক্রতা। |
| 1৮:2 | যাতে সে তাঁর কাছ থেকে কঠিন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে এবং সুখবর দেয়, সেসব মুমিনকে, যারা সুনীতিপূর্ণ আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। |
| 1৮:3 | তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে। |
| 1৮:4 | আর যেন সতর্ক করে তাদেরকে, যারা বলে, ‘আল্লাহ সন্তান নিয়েছেন’। |
| 1৮:5 | এ ব্যাপারে তাদের কোন এলেম নেই এবং তাদের বাপদাদাদেরও না। বড় মারাত্মক কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হয়। মিথ্যা ছাড়া তারা কিছুই বলে না! |
| 1৮:6 | হয়তো তুমি তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে দুঃখে নিজকে বিনাশ করবে, যদি তারা এই হাদীছ বিশ্বাস না করে। |
| 1৮:7 | নিশ্চয় যমীনের উপর যা রয়েছে, তা আমি শোভা করেছি তার জন্য, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করি যে, আমলে তাদের মধ্যে কে বেহতর। |
| 1৮:8 | আর নিশ্চয় তার উপর যা রয়েছে তাকে আমি উদ্ভিদহীন ধুলিতে পরিণত করব। |
| 1৮:9 | তুমি কি মনে কর - গুহা ও রকীমের অধিবাসীরা আমার আয়াতসমূহের এক বিস্ময়? |
| 18:10 | যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল, এরপর বলল, ‘হে আমাদের পলনকর্তা, আমাদেরকে আপনার কাছ থেকে রহমত দিন এবং আমাদের জন্য আমাদের বিষায়াদি যথাযথ করে দিন। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

রসুল (স.) বলেছেন, যে সুরা কাহফের পহেলা দশ আয়াত হেফয করে তাকে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদ রাখা হবে। [মুসলিম] সুরা কাহফের ভেতরে ফিতনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার শিক্ষা রয়েছে।

রসুল (স.) আরো বলেছেন, যে জুমাবারে সূরা কাহফ পড়বে, তার ঈমানের আলো এক জুমুআ থেকে অন্য জুমুআ তক বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। (হাকিম)

এই সূরার শুরুতে আল্লাহ্‌ কিতাব নাযিলের মাকসাদ বয়ান করেছেন। তা হচ্ছে যারা শিরক করে তাদেরকে সত্য জানানো।

যদি তারা এই হাদীছ বিশ্বাস না করে।– হাদীছ বলতে এখানে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। কুরআন হচ্ছে সুন্দরতম ও সেরা হাদীছ। যেমন আল্লাহ বলেন, আল্লাহ নাজিল করেছেন আহসানুল হাদীছ (39:23)

রসূল (স.) বলেন, খায়রুল হাদীস আল্লাহর কিতাব। (মুসলিম, তিরমিযী)

এরপর কয়েকটি ঈমানদার যুবকের এক কাহিনী বলেছেন যারা এমন এক জনপদে বাস করত যেখানে তারা ছাড়া সকলে ছিল জালিম ও অবিশ্বাসী। পরিস্থিতি তাঁদের জন্য এতই প্রতিকুল ছিল যে ঈমানের সাথে সেই শহরে বাস করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁরা ঈমান রক্ষার মাকসাদে শহর ত্যাগ করে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে। আল্লাহ্‌ তাদের দোয়া কবুল করেন, তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেন এবং তাদের পাহারায় একটি কুকুরকে নিযুক্ত করেন। তাঁরা ঘুম থেকে জেগে উঠে আবিস্কার করে যে, কয়েক প্রজন্ম পর সেই জনপদের সকল অধিবাসী বিশ্বাসীতে পরিনত হয়েছে।

রকীম: হাসান বসরী বলেন, রকীম একটি পাহাড়ের নাম। (যাদুল মাসীর) অনেকে বলেন এটি জর্দানের রজীব। অনেকে বলেন রকীম একটি ফলক- যাতে ঐ সব যুবকের নাম লিখা ছিল।

সূরা কাহফ আয়াত 11-25

|  |  |
| --- | --- |
| 1৮:11 | ফলে আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। |
| 1৮:12 | পরে আমি তাদেরকে জাগালাম, এটা জানাতে যে, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল তাদের অবস্থিতিকাল ঠিকভাবে হিসাব করতে পারে। |
| 1৮:13 | আমিই তোমাকে তাদের খবর ঠিকভাবে বর্ণনা করছি। অবশ্যই তারা কয়েকজন যুবক, যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়েছিলাম। |
| 1৮:14 | আর আমি তাদের মন মযবুত করেছিলাম; তারা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বলল, আমাদের রব্ব আকাশসমূহ ও ধরণীর রব্ব; আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকবনা; যদি করি তাহলে তা বড় অন্যায় হবে। |
| 1৮:15 | এই আমাদের কওম তাঁকে ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে। কেন তারা তাদের ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল পেশ করে না? অতএব যে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বানায়, তার চেয়ে বড় যালিম কে? |
| 1৮:16 | এখন যেহেতু তোমরা তাদের থেকে আর তারা আল্লাহ ছাড়া যেগুলোর ইবাদত করে তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছ, তখন চল, গুহায় গিয়ে আশ্রয় লও। তোমাদের জন্য তোমাদের পালনকর্তা তাঁর রহমত বিস্তার করবেন আর তোমাদের কাজকে ফলদায়ক করবেন।’ |
| 1৮:17 | আর তুমি দেখতে পেতে, সূর্য উদিত হলে তাদের গুহার ডানে তা হেলে পড়ছে, আর অস্ত গেলে তাদেরকে বামে রেখে কেটে যাচ্ছে, তখন তারা ছিল তার আঙিনায়। এগুলো আল্লাহর আয়াতসমূহের কিছু। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, সে হেদায়াতপ্রাপ্ত। আর যাকে পথভোলা করেন, তুমি তার জন্য কোন ওলী, মুর্শিদ পাবে না। |
| 1৮:18 | তুমি তাদেরকে মনে করতে জাগ্রত, অথচ তারা ছিল ঘুমন্ত, আমি তাদেরকে পাশ বদল করাচ্ছি ডানে ও বামে এবং তাদের কুকুরটি আঙিনায় তার সামনের দুই পা বাড়িয়ে আছে। যদি তুমি তাদেরকে উঁকি দিয়ে দেখতে, তবে নিশ্চয় তাদের থেকে পেছনে ফিরে পালাতে এবং অবশ্যই তাদের কারণে ভীষণ ভীত হতে। |
| 1৮:19 | আর এভাবে আমি তাদেরকে জাগিয়েছিলাম, যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করে। তাদের একজন বলল, ‘তোমরা কতকাল অবস্থান করলে? তারা বলল, ‘আমরা একদিন বা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। তারা বলল, ‘তোমাদের রবই ভলো জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ। তাই তোমরা তোমাদের কাউকে তোমাদের এই মুদ্রাগুলো দিয়ে শহরে পাঠাও। এরপর সে যেন দেখে কোন্ খাবার হালাল, তখন সে যেন তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু খাবার আনে। আর সে যেন সাবধান থাকে এবং কেউ যেন তোমাদের ব্যাপার টের না পায়। |
| 18:20 | যদি তারা তোমাদের কথা জানতে পারে তাহলে তারা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে, ফলে তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করবে না।’ |
| 18:21 | আর এভাবে আমি তাদের ব্যাপারে জানালাম, যাতে তারা জানতে পারে যে, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজদের মধ্যে তাদের বিষয়টি নিয়ে তর্ক করছিল, তখন তারা বলল, ‘তাদের উপর তোমরা একটি ইমারত বানাও। তাদের রবই তাদের ব্যাপারে ভালো জানেন। যারা গুহাবাসীদের বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করেছিল, তারা বলল, ‘আমরা অবশ্যই তাদের উপর একটি মসজিদ বানাব’। |
| 18:22 | কতক বলবে, ‘তারা ছিল তিন জন, চতুর্থ হল তাদের কুকুর। আর কতক বলবে, ‘তারা ছিল পাঁচজন, ষষ্ঠ হল তাদের কুকুর। এসবই গায়েব বিষয়ে আন্দাজ। আর কেউ কেউ বলবে, ‘তারা ছিল সাত জন; অষ্টম হল তাদের কুকুর। বল, ‘আমার রবই তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ভালো জানেন। কম লোকই তাদেরকে জানে। অতএব শক্ত যুক্তি ছাড়া তুমি তাদের ব্যাপারে তর্ক করো না। আর তাদের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে কারো কাছে ফতোয়া চেও না। |
| 18:23 | কোন বিষয় সম্পর্কে তুমি কখনো বল না যে, ‘ওটা আমি আগামীকাল করব।’ |
| 18:24 | ‘আল্লাহ ইচ্ছে করলে বলা ছাড়া। যদি ভুলে যাও তোমার পালনকর্তাকে স্মরণ কর আর বল, ‘আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে এর চেয়েও সত্যের নিকটবর্তী পথে চালিত করবেন। |
| 18:25 | আর তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছে তিনশত বছর এবং তারা ‘নয়’ বাড়িয়েছিল। |
| 18:26 | বল, ‘আল্লাহই বেশি জানেন তারা কতকাল অবস্থান করেছিল’। আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েব তাঁরই অধিকারে। তিনি দেখেন ও শোনেন। তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই। তাঁর হুকমে তিনি কাউকে শরীক করেন না। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

{আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে এর চেয়েও সত্যের নিকটবর্তী পথে চালিত করবেন।}: কেননা এক ব্যক্তি যেভাবেই ঠিক পথে চলুক না কেন, তার চেয়েও উত্তমভাবে পথ চলা যেতে পারে।

{আর তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছে তিনশত বছর}: গুহায় অবস্থানকাল নিয়ে দু’টি দল হয়েছিল। একদল বলেছিল, আমরা একদিন বা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। অন্যদল বলেছিল, ‘তোমাদের রবই ভলো জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ।’

আযদাদু তিছআ মানে তারা ‘নয় বাড়িয়েছিল। এই তারা কারা? আমরা মনে করি এরা গুহাবাসীরাই যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে লাবিছু ফী কাহফিহিম – তারা গুহায় বাস করেছিল।

সূরা কাহফের 25 ও 26-তম আয়াতের মধ্যে সম্পর্ক কী এটা বিতর্কের বিষয়। আল মাওয়ার্দী বলেন, নয় বছর দ্বারা সৌর বছর ও চান্দ্র বছরের তফাত বুঝানো হয়েছে। আমরা মনে করি, “তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছে তিনশত বছর এবং নয় বাড়িয়েছিল” আল্লাহর কথা, মানুষের উদ্ধৃতি নয়। আর মুজাহিদ, যাহহাক, ইবনে যায়েদ এবং উবায়েদ বিন উমায়েরও তা-ই মনে করেন। 26-তম আয়াতের (আল্লাহই বেশি জানেন তারা কতকাল অবস্থান করেছিল) মাধ্যমে 25-তম আয়াতের উদ্ধৃতিকে সমর্থনই করা হয়েছে।

তারা 300 চান্দ্র বছর (=354.37\*300= 106311দিন), এরপর আরো নয় চান্দ্র বছর (=354.37\*9= 3189.33 দিন) মোট 106311 + 3189.33= 109500.33 দিন অর্থাৎ (=109500.33/365.24 = 299.804) বা 300 সৌর বছর গুহায় বাস করেছিল।

অবশ্য কারো কারো মতে তিনশত বছর এবং নয় বাড়িয়েছিল কথাটি খ্রিস্টানদের কথা। [[16]](#footnote-16)

তবে আমি খুজে দেখলাম খ্রিস্টানদের মধ্যে চালু কাহিনী (Story of Seven Sleepers) যা পওয়া যায় সেখানে 300 বছর নয় বরং সর্বোচ্চ দুইশত বছর বলা হয়।

তবে 365 দিন পরপর একই ঋতু ফিরে আসে। আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবী 365 দিন পর পর সূর্যের সাপেক্ষে একই অবস্থানে ফিরে আসে, অতএব সৌর বছর একটি বাস্তবতা। তবে দীনী ইবাদতের সময় নির্ধারণে এটি ব্যবহারযোগ্য নয়। তাই হজ্জ, সওম ইত্যাদি সকল ইসলামী অনুষ্ঠান চান্দ্র ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হয়।

সূরা কাহফে আলোচিত বিষয়াদি:

1: আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ইসলাম পালন

“বল, আমি ও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য। অতএব, যে তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সুনীতিপূর্ণ আমল করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে।” (১৮:১১০)

2: দোয়া

‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার কাছ থেকে রহমত দিন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ ঠিক করে দিন।

3: কুরআন পাঠ ও সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ

তোমার প্রতি তোমার পালনকর্তার যে-কিতাব ওহী করা হয়েছে, তা তেলাওয়াত কর। তাঁর বাক্যকে বদলকারী কেউ নাই। তাঁকে ছাড়া কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।” (১৮:২৭)

4: সৎ সঙ্গ ও ইমানদার বন্ধু

“তুমি নিজেকে তাদের সোহবতে আবদ্ধ রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টির এরাদায় দোয়া করে। আর তুমি দুনিয়ার হায়াতের রওনক এরাদায় তাদের থেকে তোমার চোখ ফিরিয়ে নেবে না। আর তার অনুগত্য করবে না যার মনকে আমার জিকির থেকে গাফেল করেছি আর যে নিজ খেয়ালখুশির এত্তেবা করে এবং যার কাজ হচ্ছে সীমালংঘন করা”। (১৮:২৮)

5: দুনিয়ার হায়াত সম্পর্কে সঠিক এলেম রাখা

“তাদের কাছে দুনিয়ার হায়াতের উপমা বর্ণনা কর। তা পানির মত, যা আমি আসমান থেকে নাজিল করি। এরপর এর মিশ্রণে সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়; এরপর তা এমন শুকনো চুর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান”। (১৮:৪৫)

6: পরকালকে ইয়াদ রাখা

“যেদিন আমি পর্বতসমূহকে চালনা করব এবং ধরণীকে দেখবে একটি খোলা ময়দান এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব এরপর তাদের কাউকে ছাড়ব না। (১৮:৪৭)

7: বিনয়ী ব্যবহার

“মূসা বলল, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, আপনি আমাকে সবরশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না।” (১৮:৬৯)

সুরা কাহফে চারটি ঘটনা বলা হয়েছে এবং প্রতিটি কাহিনীরই কিছু শিক্ষা রয়েছে।

এক: গুহাবাসীদের ঘটনা [মোরালÍঈমানের পরীক্ষা]

এ ঘটনা আগেই বলা হয়েছে।

দুই: বাগানের মালিকদ্বয়ের ঘটনা [মোরাল-সম্পদের পরীক্ষা]

দুই ব্যক্তির ঘটনা। তাদের একজনকে আল্লাহ্‌ দুইটি বাগানসহ অগাধ সম্পদের মালিক করেছিলেন। তবু সে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করল না, এমনকি, বিচার দিবস সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করল। অপরজন গরিব হওয়া সত্ত্বেও ইমানদার মুসলিম। সে ধনী ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করার ও বিনয়ী আচরণের পরামর্শ দেয়। অবশেষে, ধনী ব্যক্তির দোনো বাগান হালাক হয়় ও সে সর্বস্বান্ত হয়। সে তার বদ আমলের জন্য আফসোস করে কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে।

তিন: মুসা (আ.) এবং খিযর (আ.) এর ঘটনা [মোরাল - এলেমের পরীক্ষা]

মুসা (আ.) কে সওয়াল করা হয়েছিল, ‘সবচেয়ে এলেমদার ব্যক্তি কে?’ জওয়াবে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি’। তখন আল্লাহ্‌ তাকে ওহী মারফতে জানালেন যে তার চেয়েও এলেমদার ব্যক্তি আছে। এরপর মুসা (আ.) সেই ব্যক্তির সাথে দেখা করার জন্য যাত্রা করলেন এবং এমন একজনের সাক্ষাত পেলেন, যাকে আল্লাহ্‌র রহমত ও বিশেষ এলেম দেয়া হয়েছিল। সেই ব্যক্তির সাথে থেকে মুসা (আ.) তিনটি ঘটনা দেখেন এবং বুঝতে পারেন যে আপাতদৃষ্টিতে খারাপ মনে হলেও কিছু ঘটনার সুদূরপ্রসারী ফল ভালো হয়।

খিযর বলেন, “এসব কাজ আমি আমার ইচ্ছায় করিনি।” (18:82)

উমার মাউসিলি বলেন, খিযির (আ:) লম্বা হায়াত পেয়েছেন বা এখনও জিন্দা আছেন এ মর্মে যেসব হাদীস বা রেওযায়েত বলা হয় সবই মিথ্যা। ইমাম আহমদ (ম. 253হি)-কে খিযির (আ.)-এর লম্বা হায়াত সম্পর্কে সওয়াল করা হলে তিনি বলেন, শয়তানই এ কেসসা মানুষের মধ্যে প্রচার করেছে।

ইমাম ইবনুল জাওযী খিযির (আ:)এর লম্বা হায়াতের বিষয়ে বলেন, এ কথা কুরআনের বিপরীত, কারণ কুরআনে বলা হয়েছে- তোমার অঅগেও আমি কোন মানুষকে চিরস্থায়ী করিনি। তুমি যদি মারা যাও, তাহলে তারা কি চিরস্থায়ী হবে? (কুরআন 21:34)

সুফীদের অনেকে বিশ্বাস করে যে খিযির (আ.) এখনও জিন্দা আছেন। সৈয়দ মানযির আহসান গিলানী (1892- ..) তার সাওয়ানেহ কাসমী নামক কিতাবে লিখেছেন, ফজলে রহমান গঞ্জ-মুরাদাবাদী বিটিশদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে শামিল হন, হঠাৎ তিনি দল থেকে ভেগে যান এ কথা বলে: আপ লড়নে-কা ফায়দা নেহি হেয়, মে দেখ রাহাহু খিযির (আ:) আংরেজোঁকে সাথ হেয়। (সাওয়ানে কাসমী, 2য় হিসসা, পৃষ্ঠা- 103)

চার: জুলকারনাইনের ঘটনা [মোরাল - ক্ষমতার পরীক্ষা]

জুলকারনাইন একজন মহৎ ও ক্ষমতাশীল রাজা ছিলেন যাকে আল্লাহ্‌ দিয়েছিলেন অগাধ এলেম এবং ক্ষমতা। তিনি দেশে দেশে সফর করে বিপদপতিত জনগোষ্ঠীকে নুসরত করতেন এবং সকলকে সত্যের পথে দাওয়াত করতেন। তিনি তাঁর সফরের এক পর্যায়ে এমন এক দেশে হাযির হন, যে জনগোষ্ঠীর ভাষা বুঝতে তিনি ছিলেন অপারগ। তারপরেও তিনি সেই দেশে ইয়াজুজ-মাজুজ দ্বারা সংঘটিত অনাচার খতমের মাকসাদে একটি অভেদ্য প্রাচীর নির্মাণ করে দেন।

এই সুরায় আল্লাহ উল্লেখ করেন ইবলীস ছিল জিনদের একজন। (১৮:৫০)

এখন দেখি দাজ্জাল (Dajjal or Anti-christ) এর আগমনের সাথে সুরা কাহফের কি সম্পর্ক? কেয়ামত সংঘঠিত হওয়ার আগে দাজ্জালের আগমন হবে এবং সে মানুষদের জন্য চারটি পরীক্ষা নিয়ে আসবে।

\* সে মানুষকে আদেশ করবে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তাকে উপাসনা করতে। [ঈমানের পরীক্ষা]

\* আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাকে বৃষ্টি হওয়া ও বৃষ্টি বন্ধ করার ক্ষমতা দেয়া হবে এবং সে মানুষের মনে সম্পদের প্রলোভন জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হবে। [সম্পদের পরীক্ষা]

\* সে বিশ্বের সকল তথ্যসমুহকে নিয়ন্ত্রণ করবে, বিভ্রান্তিমুলক তথ্য উপস্থাপন করে মানুষের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিকে তার পক্ষে নিতে সচেষ্ট হবে। [এলেমের পরীক্ষা]

\* বিশ্বের সকল প্রান্তে সে তার ক্ষমতা বিস্তার করবে এবং তার অনুসারীরা বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হবে। [ক্ষমতার পরীক্ষা]

যির বিন হুবাইশ বলেন, রাতের কোন সময়ে ওঠার জন্য যে সূরা কাহফের শেষাংশ পড়বে সে ঠিক সময়ে উঠতে পারবে। রাবী আবদাহ বলেন, আমরা এটি পরীক্ষা করে ফল পেয়েছি। (দারেমী)

আমি (আবু কাব) বলছি, এটি হাদীস না হলেও সূরা কাহফের 107-110 আয়াত আমল করে উক্ত ফল আমি পেয়েছি।

সূরা আম্বিয়া আয়াত 30-33

|  |  |
| --- | --- |
| 21:30 | কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশসমূহ ও ধরণী একত্রিত ছিল, এরপর আমি উভয়কে আলাদা করলাম এবং জীবন্ত সবকিছু পানি থেকে পয়দা করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস করবে না? |
| 21:31 | আমি ধরণীতে ভারী বোঝা রেখেছি যাতে তাদেরকে নিয়ে ধরণী ঝুঁকে না পড়ে আর তাতে চওড়া পথ রেখেছি যাতে তারা পথ পায়। |
| 21:32 | আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশে মওজুদ নিদর্শনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। |
| 21:33 | তিনিই পয়দা করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ। আসমানে অবস্থিত প্রত্যেকে সাঁতার কাটছে। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

{আকাশসমূহ ও পৃথিবী একত্রিত ছিল, এরপর আমি উভয়কে আলাদা করলাম} - আকাশসমূহ ও পৃথিবী আলাদা ছিল না। [[17]](#footnote-17)

অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেন, আমি নিজ হাতে আকাশ বানিয়েছি এবং আমি সম্প্রসারণ করি। (51: 47)

Bgvg Bebyj RvIhx e‡jb: {ÒAvwg m¤cÖmviY KwiÓ - GB Kvjvg m¤ú‡K© 5wU e³e¨ Av‡Q|

GK - m¤cÖmviY gv‡b e„wói gva¨‡g wiwhK evov‡bv (nvmvb emixi K\_v)

`yB - m¤cÖmviY gv‡b Avmgv‡bi AvqZb evov‡bv (Be‡b hvq‡`i K\_v)

wZb - m¤cÖmviY gv‡b cwiPvjbv (Be‡b KzZvqevi K\_v)

Pvi - m¤cÖmviY gv‡b Avmgvb I hgx‡bi gv‡S †hme e¯‘ Av‡Q †m¸‡jvi e„w× (hv¾v‡bi K\_v)

cvuP- m¤cÖmviYKvix gv‡b wekvj‡Z¡i AwaKvix, hv Ki‡Z Pvb Zv‡Z KzwÉZ nb bv (Avj gvIqv`©xi K\_v)

বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, অতি ক্ষুদ্র ভলিউমের বস্তু দ্রুত সম্প্রসারণ হয়ে আকাশসমূহ ও পৃথিবী উৎপত্তি লাভ করেছে।

Avmgv‡bi AvqZb evov‡bv ev Mv‡q Mv‡q wg‡k \_vKv Avmgvb I hgxb‡K Avjv`v Kiv Big Bang Theory-Gi mv‡\_ m¤úwK©Z K\_v| Z‡e Avgiv Big Bang ev we‡ùviY GiKg †Kvb kã e¨envi Ki‡Z PvB bv| Avgiv mg\_©bI Kwi না| Big Bang Theory-‡Z A‡bK welq Av‡Q| GB Theory-Gi A‡bK modification fwel¨‡Z n‡Z cv‡i|

{আসমানে অবস্থিত প্রত্যেকে সাঁতার কাটছে/কুল্লুন ফী ফালাকিন য়াসবাহূন} – এ কথাগুলি কুরআনের দুই জায়গায় আছে – সূরা আম্বিয়ায় ও সূরা ইয়াছীনে। এর তরজমা নিয়ে তরজমাকারক ও তাফছীরকারকদের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। এমন কি একই তরজমাকারক দুই জায়গায় দুই রকম তরজমা করেছেন।

মুহম্মদ হাবীব শাকির কৃত তরজমা নিম্নরূপ:

all (orbs) travel along swiftly in their celestial spheres. (21:33)

এবং and all float on in a sphere. (36:40)

Yusuf Ali কৃত তরজমা নিম্নরূপ:

all (the celestial bodies) swim along each in its rounded course. (21:33)

এবং Each (just) swims along in (its own) orbit (according to Law). (36:40)

Arthur John Arberry কৃত তরজমা নিম্নরূপ:

each in an orb floating. (21:33)

এবং each swimming in a sky. (36:40)

য়াসবাহূন মানে সাঁতার কাটা (swim) সঠিক। য়াসবাহূন মানে ভাসা (float) ঠিক নয়। য়াসবাহূন মানে তারা সাঁতার কাটে।

সাঁতার কাটা বলতে দুরকম গতি একত্রে বুঝায়, সামনে যাওয়া ও রোটেট বা স্পিন করা। এছাড়া সাঁতার কাটার জন্য মাধ্যম (ফ্লুইড) দরকার। নক্ষত্রসমূহের গতিতে এ তিনটি বৈশিষ্টই পাওয়া যায়।

বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ বলছেন তারা প্রমাণ পেয়েছেন যে আসমানের ফাকা জায়গাগুলি আসলে ফাকা নয় বরং অতি ক্ষুদ্র কণা (Higgs-boson particles) দিয়ে ভর্তি এবং কণাগুলি তরঙ্গ বা ঢেউ সৃষ্টি করেছে।

ফালাক মানে আসমান| ফালাকের একটি মানে ঢেউ (wave)। উল্লেখ্য আসমানকে আরবিতে সাধারণত সামা (বহুবচনে সামাওয়াত) বলা হয়। যখন পানি কোন পাথরটুকরা ফেলা হয় তখন সেখানে যে ঢেউয়ের বৃত্ত তৈয়ার হয় তাকেও ফালাক বলা হয়।

সাহাবী ও তাবেয়ীদের অনেকে এ আয়াতকে এভাবে বুঝতেন যে আসমানে কিছু ঢেউ বা বৃত্তাকার পথ আছে যা বরাবর নক্ষত্রসমূহ চলে। (ইবনে কাছীরের তাফছীরে সূরা আম্বিয়ার 33তম আয়াতের তাফছীর দেখুন।)

এ আয়াতে কুল্লুন বা প্রত্যেকে বলতে চাঁদ-সুরজ ও দিবারাতকে বিচরণকারী বলা হচ্ছে।

কুরআনে সূর্যকে গতিশীল বা ধাবমান বলা হয়েছে:

“সূর্য ধাবমান ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটা ইজ্জতদার, এলেমেদারের নিয়ন্ত্রণ।

আর চাঁদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি মনযিলসমূহ, অবশেষে সেটি খেজুরের শুকনো পুরাতন শাখার মত হয়ে যায়। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদকে ধরে ফেলা, আর রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে ছাড়িয়ে আগে বেড়ে যাওয়া, আসমানে অবস্থিত প্রত্যেকে সাঁতার কাটছে।” (36:38-40)

Arthur John Arberry কৃত তরজমা নিম্নরূপ:

And the sun - it **runs** to a fixed resting-place; that is the ordaining of the All-mighty, the All-knowing.

And the moon - We have determined it by stations, till it returns like an aged palm-bough.

It behoves not the sun to overtake the moon, neither does the night outstrip the day, each **swimming** in a **sky**. (36:38-40)

সূর্যকে গতিশীল বলা হয়েছে বলে পৃথিবী কি স্থির? কুরআনে ব্যবহৃত কিফাতা শব্দের মানে সম্পর্কে কিছু মতভেদ আছে। কিফাতা শব্দটি উড়ন্ত পাখির গতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃহ হয়। আবার উড়ন্ত পাখিকে আকাশে স্থির রাখার কথা বলা হয়েছে। উড়ন্ত পাখির আকাশে স্থির থাকা চরম স্থিরতা নয়। সেজন্য পৃথিবীকেও গতিশীল অবস্থায় স্থিতিশীল বলা যায়।

সূরা মু’মিনূন আয়াত 91-98

|  |  |
| --- | --- |
| 23:91 | আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সাথে অন্য কোন উপাস্যও নেই। (যদি থাকত) তবে প্রত্যেক উপাস্য নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত; তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র! |
| 23:92 | তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী, তারা যা তাঁর শরীক বানায়, তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে। |
| 23:93 | বল, ‘হে আমার রব, যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তা যদি আমাকে দেখাতে চান, |
| 23:94 | ‘হে আমার রব, তাহলে আমাকে যালিম সম্প্রদায়ভুক্ত করবেন না।’ |
| 23:95 | আর যে বিষয়ে আমি তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছি, অবশ্যই আমি তা তোমাকে দেখাতে সক্ষম। |
| 23:96 | মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তাই দিয়ে, তারা যা বলে সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবগত। |
| 23:97 | আর বল, ‘হে আমার রব, আমি শয়তানের কুবুদ্ধি থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই’। |
| 23:98 | আর হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই।’ |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

(যদি থাকত) তবে প্রত্যেক উপাস্য নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত – যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে একাধিক উপাস্য যদি থাকত তবে শৃংখলা থাকে না।

সূরা মু’মিনূন আয়াত 99-103

|  |  |
| --- | --- |
| 23:99 | অবশেষে যখন তাদের কারো মওত আসে, সে বলে, ‘হে আমার রব, আমাকে ফেরত পাঠান, |
| 23:100 | যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম।’ কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বারযাখ। |
| 23:101 | এরপর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে সেদিন তাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না, কেউ কারো বিষয়ে জানতে চাইবে না। |
| 23:102 | এরপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফল। |
| 23:103 | আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজদের ক্ষতি করল; জাহান্নামে তারা হবে স্থায়ী। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বারযাখ। - তাবেয়ী যাহহাক বলেন, বারযাখ দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী একটি অবস্থান। কুরতুবী বলেন, “দুনিয়াবী দেহ থেকে আলাদা হয়ে রূহ এমন এক জগতে দাখিল হয় যে তার বেষ্টনীসমূহ সেখান থেকে তার ফেরাকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়।” (তাফসীর কুরতুবী, খণ্ড 12, পৃ. 150)

বারযাখ জগতে কী ঘটে? মুর্দা লোক তার ঈমানদারি বা কুফরির দরুন বারযাখ জগতে শান্তি অথবা শাস্তি ভোগ করবে। এটাই সহীহ আকীদা।

আল্লাহ বলেন, আর তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে, অথবা বলে, ‘আমার উপর ওহী পাঠানো হয়েছে’, অথচ তার প্রতি কোন কিছুই পাঠানো হয়নি? এবং যে বলে ‘আমি অচিরেই নাজিল করব, যেরূপ আল্লাহ নাজিল করেছেন’। আর যদি তুমি দেখতে, যখন যালিমরা মৃত্যু কষ্টে থাকে, এমতাবস্থায় ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে আছে (তারা বলে), ‘তোমাদের জান বের কর। আজ তোমাদেরকে বদলা দেয়া হবে হেয়কর আযাব, কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তোমরা তার আয়াতসমূহ সম্পর্কে অহঙ্কার করতে। (6:93)

এরপর তাদের চক্রান্তের খারাবি থেকে আল্লাহ তাকে (মূছাকে) রক্ষা করলেন আর ফিরআউনের অনুসারীদেরকে ঘিরে ফেলল কঠিন আযাব। তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের সামনে হাযির করা হয়, আর যেদিন কিয়ামত ঘটবে (সেদিন ঘোষণা করা হবে), ‘ফিরআউনের অনুসারীদেরকে কঠোরতম আযাবে প্রবেশ করাও।’(40:46)

আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (স.) বলেছেন, (মৃত) বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথী এতটুকু মাত্র দূরে যায় যে সে (মৃত লোক) তখনও তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। এ সময় দু’জন ফিরিশতা তার কাছে এসে তাকে বসান এবং তাঁরা বলেন, এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স.) সম্পর্কে তুমি কি বলতে? তখন মু’মিন বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল। তখন তাঁকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থানস্থলটির দিকে তাকাও, আল্লাহ তোমাকে তার বদলে জান্নাতের একটি অবস্থানস্থল দান করেছেন। তখন সে দু’টি জায়গার দিকেই নজর দিবে। কাতাদা (রহ.) বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে ব্যক্তির জন্য তাঁর কবর চওড়া করে দেওয়া হবে। এরপর তিনি (কাতাদা) আবার আনাসের হাদীসের বর্ণনায় ফিরে আসেন। তিনি (আনাস) বলেন, আর মুনাফিক বা কাফিরকেও সওয়াল করা হবে তুমি এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ) সম্পর্কে কি বলতে? সে জওয়াবে বলবে, আমি জানিনা। লোকেরা যা বলত আমি তা-ই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি না নিজে জেনেছ, না তিলাওয়াত করে শিখেছ। আর তাকে লোহার মুগুর দ্বারা এমনভাবে আঘাত করা হবে, যার ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করে উঠবে যে, দু’ জাতি (মানব ও জিন্ন) ছাড়া তার আশপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে। (বুখারী)

বারা ইবনে আযিব (রা.) সূত্রে নবী (স.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'মিন ব্যাক্তিকে যখন তার কবরে বসানো হয় তখন তার কাছে উপস্থিত করা হবে ফিরিশতাগণকে। তারপর (ফিরিশতাগণের জিজ্ঞাসার জওয়াবে) সে সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। ঐ বিষয়টির প্রতি ইশারা করেছে আল্লাহর কালাম: আল্লাহ পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে অবিচল রাখবেন সে সকল লোককে যারা ঈমান এনেছে চিরন্তন বাণীতে (কালেমা তৈয়্যেবা)। (১৪:২৭) (বুখারী)

আহমদ ও আবু দাউদ বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন; তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে একজন আনসার সাহাবীর জানাযায় শরীক হই, এমন কি তার কবরের কাছে যাই, যা তখনও তৈরী হয়নি। তখন রসূলুল্লাহ (স.) সেখানে বসেন এবং আমরা ও তাঁর সাথে তাঁর চারদিকে শান্তভাবে বসে পড়ি, যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসা। এ সময় নবী (স.)-এর হাতে এক খণ্ড কাঠ ছিল, যা দিয়ে তিনি যমীনের উপর আঘাত করছিলেন। এরপর তিনি মাথা উঁচু করে দুই বা তিনবার বলেন, তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্‌র কাছে নাজাত চাও। রাবী জারীরের বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, দাফনের পর লোকেরা যখন ফিরে যায় এবং সে লোক তাদের শব্দ শুনতে পায়, সে সময় তাকে সওয়াল করা হয়, ওহে! তোমার রব কে?

তোমার দীন কি এবং তোমার নবী কে? রাবী হান্নাদ বলেন, নবী (স.) বলেছেন, তখন তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসে এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তোমার রব কে? তখন সে বলে, আল্লাহ্‌ আমার রব। তখন তারা তাকে সওয়াল করে, তোমার দীন কী? সে বলে, আমার দীন ইসলাম। এরপর তারা তাকে সওয়াল করে, ইনি কে, যাকে তোমাদের কাছে পাঠান হয়েছিল? তখন সে বলে, ইনি হলেন রসূলুল্লাহ (স.)। তখন ফেরেশতারা আর সওয়াল করে, তুমি এ কিভাবে জানলে? তখন সে বলেঃ আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি, এর উপর ঈমান এনেছি এবং একে সত্য বলেছি। রাবী জারীর বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী: ''আল্লাহ্‌ মু'মিনদের ইহজীবন ও পরজীবনে চিরন্তন বাণীর (কালিমার) উপর মজবুত রাখেন'' - এর অর্থ এটাই। রাবী বলেন, এরপর আসমান থেকে একজন আহবানকারী ঘোষণা দিতে থাকে, আমার বান্দা সত্য বলেছে, তার কবরে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। রাবী বলেন, তখন তার কবরে জান্নাতের মৃদু বাতাস ও খোশবু আসতে থাকে এবং সে ব্যক্তির কবরকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত চওড়া করে দেয়া হয়। এরপর তিনি কাফির ব্যক্তির মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, কবরে রাখার পর তার আত্মাকে দেহের মধ্যে ঢুকানো হয়। তখন দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসায় এবং সওয়াল করে, তোমার রব কে? তখন সে বলে, আফসোস, আমি তো জানিনা। এরপর তারা তাকে সওয়াল করে, তোমার দীন কী? সে বলে, হায় হায়! আমি জানি না। এরপর তারা তাকে সওয়াল করে, ইনি কে, যাকে দুনিয়াতে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল? তখন সে বলে, হায় হায়! আমি জানি না। তখন আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী বলতে থাকে, সে মিথ্যা বলেছে। তার কবরে আগুনের বিছানা বিছাও এবং তাকে আগুনের পোশাক পরাও এবং তার কবর থেকে জাহান্নামের দিকে একটা দুয়ার খুলে দাও; যাতে তার কবরে জাহান্নামের আগুনের প্রচণ্ড তাপ ও ভাঁপ আসতে থাকে। এরপর কবর তার জন্য এতই চেপে যায় যে, তার পাঁজরের একপাশ অন্যপাশে চলে যায়। রাবী জারীর আরো বর্ণনা করেন, এরপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিয়োগ করা হয় এবং তার হাতে এমন একটা লোহার মুগুর থাকে, যদি তা দিয়ে দুনিয়ার কোন পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয়, তবে তা চূর্ণ হয়ে ধূলাতে পরিণত হবে। এরপর সে ফেরেশতা মুগুর দিয়ে তাকে এমনভাবে পিটাতে থাকে, যার আওয়াজ জিন ও ইনসান ছাড়া পূব-পশ্চিমের তামাম মাখলূক শুনতে পায় এবং তার দেহ চূর্ণ হয়ে ধূলায় পরিণত হয়। এরপর তার মধ্যে আবার রুহ ফুঁকে দেয়া হয়।

কম্পিউটারের হার্ডওয়ার কম্পিউটার নয় যদি না তার মধ্যে অপারেটিং সিস্টেম না থাকে। অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে অনেকগুলি কমান্ডের সেট। মানুষের রূহ আল্লাহর কমান্ড (আম্র)।

মওতের সময় রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। পরে সেই রূহকে যে কোন অবয়বে ঢুকিয়ে আকার দেয়া যায় এবং তার উপর আযাব ও আরাম দেয়া যায়।

ইমাম আহমদ ইমাম শাফিয়ী থেকে তিনি ইমাম মালিক থেকে তিনি ইমাম যুহরী থেকে, তিনি ইবনে কাব থেকে, তিনি কাব বিন মালিক থেকে বর্ণনা করেন নবী (স.) বলেছেন, ঈমানদারদের রূহ সবুজ পাখির মত হবে এবং তারা জান্নাতে বিচরণ করবে।

নবী (স.) বলেন, আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা নবীদের দেহকে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। (আবু দাউদ 1047; সহীহ; আরও রেওয়ায়েত করেছেন নাছায়ী ও ইবনে মাজা)

নবী ছাড়াও অনেক নেককারের দেহ কবরে আল্লাহর ইচ্ছায় সংরক্ষিত থাকে। বিভিন্ন দেশে (ভারত-বাংলাদেশসহ) বিভিন্ন সময়ে শতাধিক বছর আগের লাশ কবর থেকে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

এ থেকে বুঝা যায় যে অনেক রূহের সাথে তার আগের দেহের যোগাযোগ থাকে। আলিমগণ বলেছেন যে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে ঈমানদারদের রূহ বিভিন্ন জায়গায় চলাচল করে এমন কি এক রূহের সাথে অন্য রূহের কথাও হয়, তবে দুনিয়ার মানুষের সাথে যোগাযোগে বাধা থাকে।

নবী (স) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি যখন মওতের সম্মুর্খীন হয় তখন তার কাছে রহমতের ফেরেশতাগণ সাদা রেশমী কাপড় নিয়ে এসে তাকে বলে, “আল্লাহর রহমত এবং তুষ্টির পানে বের হয়ে আস। আল্লাহ তোমার উপর রুষ্ট নন; তুমি তার উপর রাযী, তিনিও তোমার উপর রাযী। তখন আত্না মেছকের খুশবুর চেয়েও বেশি খুশবু ছড়াতে ছড়াতে বের হয়ে আসে। যখন ফেরেশতাগণ আত্নাকে পর্যায়ক্রমে একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে দিয়ে আসমানের দুয়ারে নিয়ে আসেন তখন তথাকার ফেরেশতাগণ বলতে থাকে, “এ খুশবু কত উত্তম যা তোমরা নিয়ে এলে। আর তারা তাকে মুমিনদের রুহসমূহের কাছে নিয়ে যান। **তোমাদের কেউ প্রবাস থেকে আসলে তোমরা যেরুপ আনন্দিত হও, মুমিনদের রুহও ঐ নবাগত রূহকে পেয়ে ততোধিক আনন্দিত হয়। মুমিনদের রুহ নবাগত রুহকে জিজ্ঞাসা করে যে, অমুক ব্যক্তি দুনিয়াতে কি কাজ করেছে? অমুক ব্যক্তি দুনিয়াতে কি কাজ করেছে?** তারা বলে, থাম। সে দুনিয়ায় বিভিন্ন চিন্তায় ছিল। নবাগত রুহ বলে, সে কি তোমাদের কাছে আসেনি? তাহলে তাকে তার বাসস্হান হাবিয়াতে নেয়া হয়েছে। (কারণ সে মারা গেছে অথচ ঈমানদারদের মাঝে আসেনি –এ অংশটুকু হাকিম বর্ণনা করেছেন) আর কাফির যখন মওতের সম্মুখীন হয় তখন তার কাছে আযাবের ফেরেশতারা চটের ছালা নিয়ে আসে এবং তাকে বলে, “তুমি আল্লাহর আযাবের পানে বের হয়ে আস, তুমিও আল্লাহর উপর নারায, আল্লাহও তোমার উপর নারায। তখন সে মূদারের দুর্গন্ধ থেকেও অধিকতর দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে রের হয়ে আসে। যখন ফেরেশতারা তাকে নিয়ে দুনিয়ার আসমানের দুয়ারে পৌছে তখন ফেরেশতারা বলতে থাকে এ কি দুর্গন্ধ! এরপর ফেরেশতারা তাকে কাফিরদের আত্নাসমূহের কাছে নিয়ে যায়। (হাকিম 488, নাছায়ী, 1833)

সূরা নূর আয়াত 27-32

|  |  |
| --- | --- |
| 24:27 | হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে ঢুকবে না, যব তক না অনুমতি নাও এবং তার অধিবাসীদেরকে সালাম জানাও। এটাই তোমাদের জন্যে ভালো, সম্ভবত তোমরা উপদেশ মান্য করবে। |
| 24:28 | যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত সেখানে ঢুকবে না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্যে অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তা ভালো জানেন। |
| 24:29 | যে ঘরে কেউ বাস করে না, যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে এমন ঘরে ঢুকতে তোমাদের পাপ নেই। আল্লাহ জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

সালাম ছাড়া নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে ঢুকতে মানা করা হয়েছে।

|  |  |
| --- | --- |
| 24:30 | মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের নজর নিচু রাখে এবং তাদের গোপনীয় অঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন। |
| **24:31** | ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের নজর নিচু রাখে এবং তাদের গোপনীয় অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য না দেখায় এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না দিয়ে বক্ষদেশ ঢাকে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইপো, বোনপো, নিজেদের স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ছাড়া কারো আছে তাদের সৌন্দর্য জাহের না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা জাহের করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা সফল হও। |
| 24:32 | তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা নেককার তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করবেন। আল্লাহ দানশীল, মহাজ্ঞানী। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

‡h‡nZz Bmjvg mvgvwRK wbqg I k„sLjv cQ›` K‡i, ZvB gvbeRxe‡bi mg~`q †ÿ‡Î Bmjvg Av‡ivc K‡i‡Q wbqš¿Y‡iLv| eêvnxb Rxebhvcb Bmjv‡g K‡Vvifv‡e wbwm×| bvix-cyiæ‡li Aeva †gjv‡gkv ejMvnxbZvi kvwgj| ZvB Bmjvg cÖvßeqm bvix-cyiæ‡li Rb¨ c`©v cvjb diR K‡i‡Q|

c`©v weav‡bi †ÿ‡Î GKRb bvixi †Kvb †Kvb cyiæ‡li mv‡\_ Ges GKRb cyiæl †Kvb †Kvb bvixi mv‡\_ c`©v cvjb Kiv diR n‡e bv-ZvI Bmjvg m„wó K‡i w`‡q‡Q|

Avey †nvgvB` gybwhi (iv.) †\_‡K ewY©Z, im~j (m.) e‡jb, Ò†KD wbKvn Kivi D‡Ï‡k¨ hw` †Kvb bvix‡K ‡`‡L Z‡e Zvi †Kvb ¸bvn n‡e bv|Ó (Avng`, mnxn) AvwjgMY GKgZ †h, wbKvn Kivi D‡Ï‡k¨ hw` †Kvb bvix‡K ‡`Lv gv‡b Zvi †Pnviv †`Lv|

bex (m.) e‡jb, Bnivg evav bvix †Pnviv XvK‡e bv Ges `mZvbv ci‡e bv| (wZiwghx; mnxn) GB nv`xmwU †\_‡K QvweZ nq †h n‡Ri mgq Qvov bvix‡`i Rb¨ †Pnviv †X‡K ivLvB DwPZ| Pvi Bgvg, Be‡b nvhg, Be‡b Zvqwgqv Ges eZ©gvb hy‡Mi kv‡qL web evh, Avj DQvBgxb mK‡jB †Pnviv XvKv‡K IqvwRe e‡j‡Qb|

নবী (স.) বলেন, যেসব নারী, কাপড় পরিধান করেও নাংগা থাকে, পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করে আর নিজেরাও পুরুষদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাদের মাথা উটের ঝুঁকে পড়া কুজের মত করে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তার খুশবুও তারা পাবে না; যদিও জান্নাতের খুশবু বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। (মুসলিম)

m~iv Avnhv‡ei 59 b¤^i Avqv‡Zi e¨vL¨vq Be‡b AveŸvm (iv.) e‡jb, ÒAvjøvn gymwjg bvix‡`i‡K Av‡`k K‡i‡Qb †h; Zviv hLb `iKv‡ib N‡ii evB‡i hv‡e; ZLb †hb gv\_vi Dci †\_‡K Pv`‡ii Ask Szwj‡q ‡Pnviv †X‡K †bq|Ó

Be‡b nvhg Av›`vjymx e‡jb, wRjeve n‡”Q evB‡ii Kvco hv Zvgvg kixi‡K †X‡K iv‡L (gynvjøv)

Avwqkv (iv:) †\_‡K ewY©Z, im~j (m.) e‡jb, Ò†n Avmgv, hLb †Kvb †g‡q ev‡jMv nq ZLb Zvi Rb¨ Rv‡qh bq Zvi kix‡ii †Kvb Ask †`Lv‡bv GUv GUv ev‡`Ó e‡j wZwb Zvi †Pnviv I nv‡Zi w`‡K Bkviv Ki‡jb|Ó (Avey `vD` 4092) Avey `vD` ewY©Z nv`xm hv‡Z †Pnviv †Lvjv ivLv Rv‡qR ejv n‡q‡Q nv`xmwU gyimvj|

GK`v fvwZRx nvdmv gv\_vq GKwU cvZjv Iobv w`‡q Avwqkv iv.-Gi mv‡\_ †`Lv Ki‡Z Av‡mb| wZwb †mUv wb‡q wQ‡o ‡d‡jb Ges e‡jb, Zzwg wK Rvb bv - Avjøvn m~iv b~‡i Kx e‡j‡Qb? Zvici GKUv cyiy Iobv Avwb‡q Zv‡K †`b| (মুআত্তা)

GK`v bex (mt) e‡jb, †Kvb bvix m‡e©vËg? †KD ej‡Z cvij bv| Avjx (ivt) evwo wM‡q dvwZgvn (iv.) †K ej‡jb| dvwZgvn (ivt) ej‡jb, H bvix m‡e©vËg hv‡K †Kvb (gvnivg) cyiyl †`‡L bv Ges †h †Kvb cyiyl‡K †`‡L bv|

DgvBgv web‡Z iæKvBqvKv (iv.) †\_‡K ewY©Z, im~j (m.) e‡jb, ÒAvwg gwnjv‡`i mv‡\_ gymvdvnv Kwi bv|Ó (gvwjK, bvQvqx Avng`, Be‡b wneŸvb, wZiwghx; mnxn)

c`©v diR bv nIqvi m¤^‡Ü m~Î wZbwU : (K) eskxq m¤úwK©Z, (L) `yacvb m¤úwK©Z I (M) ˆeevwnK m¤úwK©Z| Gi cÖ‡Z¨KwU‡Z Avevi Avcb I mr Gi wefvRb i‡q‡Q|

Avwqkvn (ivt) Zuvi fv‡Mœ DiIqv‡K GB Lei †`b †h, Zuvi `ya-PvPv (`ya-gv‡qi fvïi) hvi bvg Avdjvn Zuvi Kv‡Q Avm‡Z PvB‡j wZwb Zvi †\_‡K c`©v K‡ib| im~j (m.) †K G Lei †`qv nq| wZwb e‡jb, ÒZvi †\_‡K c`©v K‡iv bv| †Kbbv `yacvb m¤ú‡K© Hme †jvK nvivg nq, eskMZ m~‡Î hviv nvivg nq|Ó (bvQvqx)

wb‡gœv³ Nwbó gwnjv AvZ¥xqM‡Yi mv‡\_ cyiæl‡`i c`©v cvjb Kiv diR bq| G gwnjv AvZ¥xqMY cyiæl‡`i gvnivg, gv‡b Zv‡`i mv‡\_ D³ cyiæl‡`i weevn nvivg :

gvZvMY-Gi AvIZvq c‡ob-

(K) eskxq m~‡Î : gv, mrgv, bvbx, mrbvbx, `v`x, mr`v`x I Abyiƒc DaŸ©Zb ci¯úi bvixe„›`|

(L) `yacvb m~‡Î : `ya ‡enx, `ya mrgv, `v`x, mr`v`x, bvbx, mrbvbx, Abyiƒc DaŸ©Zb ci¯úi bvixMY|

(M) ˆeevwnK m~‡Î : ¯¿xi gv, mrgv, `yagv, `ya mrgv, `v`x, mr`v`x, `ya`v`x, `ya mr`v`x, bvbx, mrbvbx, `yabvbx, `ya mrbvbx I Abyi~c DaŸ©Zb gwnjv mKj|

‡eUxMY-Gi AvIZvf~³-

(K) eskxq m~‡Î : JimRvZ †eUx, bvZbx, cyZbx I Abyiƒc Aat¯Íb ci¯úi bvixeM©|

(L) `yacvb m~‡Î : `ya,†eUx, bvZbx, cyZbx, Abyiƒc Aa:¯Íb ci¯úi igYxK~j|

(M) ˆeevwnK m~‡Î : mnevmK…Z ¯¿xi Ab¨ ¯^vgxRvZ †eUx, `ya †eUx, bvZbx, `yabvZbx , cyZbx, `yacyZbx I Abyiƒc Aat¯Íb I Abyiƒc gwnjve„›`|

‡evbMY-Gi AvIZvq Av‡Q-

(K) eskxq m~‡Î : m‡nv`iv, ˆegv‡Îqx I ˆewcÎxq †evb|

(L) `yacvb m~‡Î: `ya‡evb I Zvi m‡nv`iv, ˆegv‡Îqx I ˆewcÎxq †evb|

dzddxMY Gi AšÍf~©³ n‡jb-

(K) eskxq m~‡Î: wcZvi m‡nv`iv, ˆegv‡Îqx I ˆewc‡Îqx †evb, `v`v-`v`xi m‡nv`iv, ˆegv‡Îqx, ˆewc‡Îqx †evb Ges Abyiƒc DaŸ©Zb ci¯úi bvix mKj

(L) `yacvb m~‡Î : `yawcZvi m‡nv`iv, ˆegv‡Îqx I ˆewc‡Îqx †evb, `ya `v`v-`v`xi m‡nv`iv, ‰egv‡`ªqx, ˆewc‡Îqx †evb Ges Abyiƒc DaŸ©Zb bvixe„›`|

LvjvMY Gi AšÍM©Z n‡jb-

(K) eskxq m~‡Î : gv‡qi m‡nv`iv, ˆegv‡Îqx I ˆewc‡Îqx †evb, bvbv-bvbxi m‡nv`iv, ˆegv‡Îqx, ˆewc‡Îqx †evb Abyiƒc DaŸ„Zb ci¯úi bvixMY|

(L) `yacvb m~‡Î : `yagvÕi m‡nv`iv, ˆegv‡Îqx I ˆewc‡Îqx †evb, `ya bvbv-bvbxi m‡nv`iv, ˆegv‡Îqx, †evb, Ges Abyiƒc DaŸ©Zb gwnjv mKj|

6| fvBwS I †evbwS Gi AvIZvq Av‡Qb-

(K) eskxq m~‡Î : m‡nv`i, ˆegv‡Îq I ˆewc‡Îq fvB I †ev‡bi ‡eUx, bvZbx, cyZbx Ges Giƒc Aat¯Íb ci¯úi bvixMY|

(L) `yacvb m~‡Î: `ya fvBI †ev‡bi ‡eUx, bvZbx, cyZbx I Giƒc Aat¯Íb bvix mKj|

‡eUvi eDmKj-Gi AšÍf~©³ n‡jb-

(K) eskxq m~‡Î: JimRvZ †eUv, †cvZv, bvwZi I Abyiƒc Aat¯Íb cyiæ‡li e„a~e„›`|

(L) `yacvb m~‡Î: `ya ‡eUv †cZv, `ya‡cvZv, bvwZ, bvwZi eD I Abyiƒc Aat¯Íb ci¯úi ea~ mKj|

(M) ‰eevwnK m~‡Î: mnevmK…Z ¯¿xi Ab¨ ¯^vgxRvZ †eUv, `ya‡eUv, †cvZv, `ya †cZv, bvwZ, `yabvwZ, I Abyiƒc Aat¯Íb cyiælMY|

wb‡gœv³ Nwbó cyiæl AvZ¥xqMb gwnjv‡`i gvnivg ev Zv‡`i mv‡\_ weevn nvivg, ZvB Zv‡`i mv‡\_ c`©v cvjb Kiv& diR bq-

wcZvMb hviv Gi AvIZvq-

(K) eskx~q m~‡Î: (K) wcZv, mrwcZv, `v`v, mr`v`v, bvbv, msbvbv I Abyiƒc DaŸ©Zb cyiæle„›`|

(L) `yacvb my‡Î: `yawcZv, mrwcZv, `v`v, mr`v`v, bvbv, mrbvbv I Abyiƒc DaŸ©Zb cyiælMY|

(M) ˆeevwnK m~‡Î : ¯^vgxi wcZv, mrwcZv, `ya mrwcZv, `v`v, mr`v`v, bvbv, mrbvbv, `ya mrbvbv I Abyiƒc Da&Ke©Zb cyiælKzj|

‡eUvMY Gi AšÍf©y³ n‡jb-

(K) eskxq m~‡Î : JimRvZ †eUv, bvwZ, †cvZv I Giƒc Aat¯Íb ci¯úi cyiæl mKj|

(L) `yacvb m~‡Î : `ya‡eUv, bvwZ, †cvZv I Giƒc Aat¯Íb ci¯úi cyiæl mKj|

(M) ˆeevwnK m~‡Î : mnevmK…Z ¯^vgxi Ab¨ ¯¿xRvZ ‡eUv, `ya †eUv, †cvZv,`ya †cZv, bvwZ, `ya bvwZ, I Giƒc Aat¯Íb cyiælMY|

fvBMY Gi AšÍM©Z n‡jb-

(K) eskxq m~‡Î : m‡nv`i, ˆegv‡Îq I ˆewc‡Îq fvB|

(L) `yacvb m~‡Î : `yafvB I Zvi m‡nv`i, ˆegv‡Îq I ˆewc‡Îq fvB|

PvPvMY Gi AšÍM©Z n‡jb-

(K) eskxq m~‡Î : wcZvi m‡nv`i, ˆegv‡Îq I ˆewc‡Îq fvB Ges `v`v-`v`xi m‡nv`i, ˆegv‡Îq I ˆewc‡Îq fvB I Abyiƒc DaŸ©Zb cyiæl mKj|

5| gvgvMY Gi AvIZvfy³-

(K) eskxq m~‡Î : gv‡qi m‡nv`i, ˆegv‡Îq I ˆewc‡Îq fvB Ges bvbv-bvbxi m‡nv`i, ˆegv‡Îq I ˆewc‡Îq fvB I Abyiƒc DaŸ©Zb cyiæle„›`|

6| fvB‡cv †evb†cvi AšÍf©~³ n‡jb:

(K) eskxq m~‡Î: m‡nv`i, ˆegv‡Îq I ˆewc‡Îq fvB-‡ev‡bi †eUv, bvwZ I †cvZv Ges Giƒc Aat¯Íb ci¯úi cyiælKzj|

(L) `yacvb m~‡Î : `ya fvB I †ev‡bi †eUv, bvwZ, †cvZv Ges Giƒc Aat¯Íb cyiæl mKj|

7| ‡g‡q RvgvBMY Gi AšÍM©Z-

(K) eskxq m~‡Î : JimRvZ ‡eUx, bvZbx, cyZbxi RvgvB I Abyiƒc Aat¯Íb ci¯úi RvgvBMY|

(L) `yacvb m~‡Î : `ya ‡eUx, bvZbx, cyZbxi RvgvB I Abyiƒc Aat¯Íb ci¯úi RvgvBMY|

(M) ˆeevwnK m~‡Î : mnevmK…Z ¯^vgxi Ab¨ wewei †eUx, bvZbx I cyZbx RvgvZv I Giƒc Aat¯Íb RvgvBMY|

G ZvwjKv ewnf©~Z Ab¨ mevB MvBi gvnivg A\_©vr Zv‡`i mv‡\_ weevn Rvwqh| ZvB Zv‡`i mv‡\_ c`©v iÿv Kiv diR|

সূরা নামল আয়াত 59-66

|  |  |
| --- | --- |
| 27:59 | বল, ‘সকল তারীফ আল্লাহর জন্য। আর শান্তি তাঁর বান্দাদের প্রতি যাদের তিনি মনোনীত করেছেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, না কি যাদের এরা শরীক করে তারা’? |
| 27:60 | নাকি তিনিই (শ্রেষ্ঠ) যিনি পয়দা করেছেন আসমানসমূহ ও ধরণী এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এরপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান উদগত করি, তার গাছ উদগত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তারা হচ্ছে এক ন্যায়-বিচ্যুত সম্প্রদায়। |
| 27:61 | নাকি তিনিই (শ্রেষ্ঠ) যিনি এই ধরণীকে বাসযোগ্য করেছেন আর তার মাঝে নদী বহমান করেছেন, তাতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপিত করেছেন এবং দুই দরিয়ার মাঝে পার্থক্যকারী আড়াল রেখেছেন; আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের আকছার জানে না। |
| 27:62 | নাকি তিনিই (শ্রেষ্ঠ) যিনি আর্তের ডাকে জওয়াব দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কষ্ট দূর করেন আর তোমাদেরকে ধরণীর উত্তরাধিকারী করেন? আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্য উপদেশই গ্রহণ কর। |
| 27:63 | নাকি তিনিই (শ্রেষ্ঠ) যিনি জল ও ডাঙ্গায় গভীর অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর (বৃষ্টিরূপী) অনুগ্রহের আগে শুভবার্তাবাহী বাতাস পাঠান? আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা যাকে (আল্লাহর) শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে ঊর্ধ্বে। |
| 27:64 | নাকি তিনিই (শ্রেষ্ঠ) যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, এরপর তার পুনরাবৃত্তি করেন এবং যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযক দেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বল, তোমরা সত্যবান হলে তোমাদের দলীল পেশ কর। |
| 27:65 | বল, আকাশ ও ধরণীতে যারা আছে তারা কেউই অদৃশ্য বিষয়ের এলেম রাখে না আল্লাহ ছাড়া, আর তারা জানে না কখন তাদেরকে জীবিত করে উঠানো হবে। |
| 27:66 | বরং আখিরাত সম্পর্কিত তাদেরেএলেমের সীমা শেষ, বরং এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে পতিত বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

দুই দরিয়ার মাঝে পার্থক্যকারী আড়াল রেখেছেন – এখানে (حاجز) মানে মিশ্রণে বাধাদানকারী (barrier), যা স্বাদু পানি ও লোনা পানির মিশ্রণে বাধা দেয়।

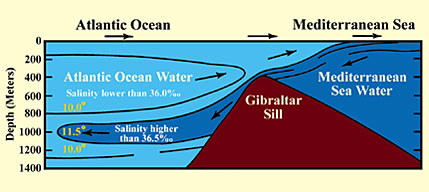
অন্য সূরায় আল্লাহ বলেন, তিনি দুই সাগরকে বহমান রাখেন যারা একে অন্যের গায়ে লাগে কিন্তু তাদের মধ্যে বারযাখ থাকায় তারা অতিক্রম করতে পারে না। (55: 19-20)

ইবনুল জাওযী বলেন, মারাজাল বাহরাইন মানে তিনি মিষ্টতা ও লবণাক্ততা পাছান ও তারা একে অন্যের পাশে থাকে।

ইবনে আব্বাছ বলেন, এ দুটি আসমানের সাগর ও যমীনের সাগর। হুসাইন বলেন, বাহরাইন মানে পারস্যের সাগর ও রোমানদের সাগর আর বারযাখ হচ্ছে মেসোপটেমিয়া। (যাদুল মাছীর)

এমন ভৌগোলিক ব্যাখ্যা পুরাতন তাফসীরকারগণ করেছেন|

AvaywbK ˆeÁvwbK AbymÜvb †\_‡K Rvbv †M‡Q †h, †hme RvqMvq `yB mgy`ª cvkvcvwk Ae¯’vb K‡i †mLv‡b Df‡qi mxgv‡šÍ GKiKg cÖwZeÜK (barrier) \_v‡K| GB cÖwZeÜK `yBwU mgy`ª‡K wefvRb K‡i iv‡L hv‡Z cÖ‡Z¨K mgy`ª Zvi wbR¯^ ZvcgvÎv, jeYv³Zv I NbZ¡ eRvq iv‡L| D`vniY¯^iƒc f‚ga¨mvM‡ii cvwb AvUjvw›UK gnvmvM‡ii cvwbi Zzjbvq DòZi, AwaK jeYv³ Ges Kg NbZ¡m¤úbœ| hLb f‚ga¨mvM‡ii cvwb wReªvëvi cÖYvjxi Zj‡`‡ki Dci w`‡q AvUjvw›UK gnvmvM‡i cÖ‡ek K‡i ZLb GUv mgy`ª mgZj eivei Ae¯’vb bv K‡i AvUjvw›U‡Ki Mfx‡i cÖvq GK nvRvi wgUvi wb‡P Zvi wbR¯^ DòZv, jeYv³Zv I NbZ¡ wb‡q Ae¯’vb K‡i| (Principles of Oceanography, Davis, 1972, P. 92-93) Gfv‡e AvUjvw›UK I f‚ga¨ mvM‡ii mxgvšÍ wbw`©ó|



wPÎ : `yB `S wbav©wiZ mxgvšÍ

সূরা রূম আয়াত 2-5

|  |  |
| --- | --- |
| 30:2 | রোমানরা পরাজিত হয়েছে। |
| 30:3 | ধরণীর নিচু এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অচিরেই জয়ী হবে, |
| 30:4 | কয়েক বছরের মধ্যে। আল্লাহর আদেশেই অতীত ও ভবিষ্যৎ। সেদিন মুমিনগণ খুশি হবে- |
| 30:5 | আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

রোমানরা পরাজিত হয়েছে – এখানে রোমান দ্বারা বাইজানটাইন রাষ্ট্রকে বুঝানো হয়েছে।

613 Cmvqx m‡b wdwjmZx‡bi evn‡i jyZ ev †WW mx-i KvQvKvwQ GjvKvq †ivgvb I cviwmK evwnbxi g‡a¨ hy× nq| cviwmKiv †ivgvb‡`i †\_‡K †hiymv‡jg, AvbZvwKqv I w`gvkK wQwb‡q †bq| g°vi gykwiKiv G‡Z Lywk nq Ges ej‡Z \_v‡K, ÒAvgivI AwP‡iB gymwjg‡`i‡K civwRZ Kie|Ó Zv‡`i GB K\_vi †cÖwÿ‡Z AvqvZmg~n bvwhj nq|

ধরণীর নিচু এলাকায় -

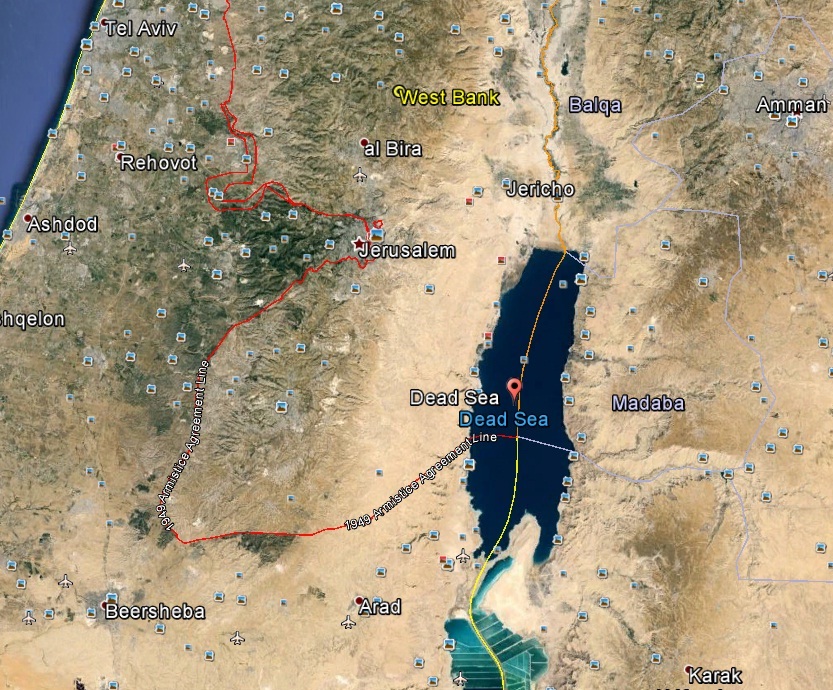
- أدنى k‡ãi gv‡b wbKUeZ©x, me‡P‡q wbPz ev wbPzgvb m¤úbœ|

أدنى الأرض kãvejxi Øviv যেরুসালেম I R`©vb cwi‡ewóZ GjvKv‡K eySv‡bv n‡q‡Q †hLv‡b H hy×¸wj msNwUZ n‡qwQj| AvR Avgiv Rvwb †h H GjvKv‡Z Av‡Q evn‡i jyZ ev †WW mx, hvi DcK‚j mgy`ª mgZj †\_‡K 420 wgUvi wb‡P Aew¯’Z Ges GUvB aiYxi g‡a¨ wbPzZg ïKbv ¯’jf‚wg|

بضعkã Øviv wZb †\_‡K b‡qi ga¨eZ©x †Kvb msL¨v eySvq|

সেদিন মুমিনগণ খুশি হবে -

KziAv‡bi fwel¨ØvYx Abyhvqx 622 Cmvqx m‡b †ivgvbiv cviwmK‡`i‡K civwRZ K‡i| Avi 623 Cmvqx m‡b gymwjgiv e`i hy‡× g°vi gykwiK‡`i‡K civwRZ K‡i|

****

ফটো: ডেড সীর স্যাটেলাইট ইমেজ (গুগল আর্থ)

****

ফটো: ডেড সীর একটি স্থান

সূরা রূম আয়াত 20-22

|  |  |
| --- | --- |
| 30:20 | তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মাটি থেকে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন। এখন তোমরা ধরণীতে ছড়িয়ে আছ। |
| 30:21 | আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদেরকে পয়দা করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত ও দয়া উৎপন্ন করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নজির আছে। |
| 30:22 | তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে আসমানসমূহ ও ধরণীর নির্মাণ এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয় এতে এলেমদারদের জন্য নিদর্শন আছে। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

সকল মানুষ আদম (আ.)-এর বংশধর। নবী (স.) বলেন, “তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক। জেনে রাখ, অনারবের উপরে আরবের কোন প্রাধান্য নেই, আরবের উপরেও অনারবের কোন প্রাধান্য নেই, কালোর উপর লালের কোন প্রাধান্য নেই, লালের উপর কালোর কোন প্রাধান্য নেই, তাকওয়া ব্যতীত|(আহমদ, সহীহ)

মানুষের মাঝে সাম্যের ভিত্তি তাদের কমন অরিজিন। ইসলামে বর্ণবাদ নেই।

আল্রাহর দেয়া ক্ষমতাতেই মানুষ ভাষা তৈয়ার করে ও পরিবর্তন করে।

আল্লাহ বলেন, “তিনি কথা বলা শিখিয়েছেন।” (55:4)

সূরা আহযাব আয়াত 9-11

|  |  |
| --- | --- |
| 33:9 | হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিআমতকে ইয়াদ কর, যখন সেনাবাহিনী তোমাদের কাছে এসে পড়ল, তখন আমি তাদের উপর তুফান ও সেনাদল পাঠালাম যা তোমরা দেখনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। |
| 33:10 | যখন তারা তোমাদের কাছে এসেছিল তোমাদের উপরের দিক থেকে এবং তোমাদের নিচের দিক থেকে আর যখন চোখগুলো বাঁকা হয়ে পড়েছিল এবং জান হলকুম তক পৌঁছেছিল। আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকম আন্দাজ করছিলে। |
| 33:11 | তখন মু’মিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে কম্পিত হয়েছিল। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

যখন সেনাবাহিনী তোমাদের কাছে এসে পড়ল - এখানে আহযাব যুদ্ধ বা খন্দকের যুদ্ধের কথা বলা হযেছে যাতে কুরাইশ-গাতফান-ইহুদী জোট মদীনা ঘেরাও করে (627 সনে)। দশহাজার লোক জোটে ছিল। তাদের 600 ঘোড়া ছিল। মদীনা ফোর্স ছিল তিন হাজার। [[18]](#footnote-18)

মদীনা থেকে বহিস্কারের পর বনু নাযীর খায়বারে বাস করছিল। বনু নাযীরের নেতা হুইয়াই ইবনে আখতাব (Chai Ben Achituv/খাই বেন আখিতুভ) হুয়াই কুরাইশদেরকে বলে ইহুদীদের সাথে জোট গড়ে মদীনা হামলা করার জন্য।[[19]](#footnote-19) কুরাইশরা রাজী হলে হুয়াই নাজদে যায় এবং গাতফান গোত্রকে জানায় যে কুরাইশ-ইহুদী জোট গড়া হয়েছে এবং তারা গাতফান গোত্রকে তাদের সাথে নিতে চায়। [[20]](#footnote-20) আরো কিছু গোত্র যোগ দেয়। হুইয়াই মদীনায় আসে এবং কুরায়যা গোত্রকে বলে মুসলিমরা অবশ্যই হজীমত বরণ করবে। [[21]](#footnote-21) এ অবরোধ ছিল এক মাস ব্যাপী।

রসুল (স.) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন একটি চুক্তি করেন যে বাইরে থেকে কেঊ মদীনা হামলা করলে মদীনার সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করবে। এই চুক্তির মাঝে কুরায়জা গোত্রও ছিল। এ মুহূর্তে কুরায়জা গোত্রের প্রধান কাব ইবনে আসাদ হুইয়াইয়ের উসকানিতে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে থাকে। রসুল (স.) এ খবরের সত্যতা নিরুপনের জন্য সাদ ইবনে মুয়ায, সাদ ইবনে উবাদা এবং ইবনে রাওয়াহাকে কুরায়জা গোত্রের কাছে পাঠালেন। তারা কুরায়জা গোত্রের কাছে গেল এবং তাকে চুক্তির ব্যাপারে মনে করিয়ে দিল। কাব তখন বলে, চুক্তি কিসের আর মুহাম্মাদ কে? তার সাথে আমাদের কোন চুক্তি নাই। [[22]](#footnote-22)

কারণ রসুল (স.) ভয় পাচ্ছিলেন যে মদীনা এখন অরক্ষিত। যদি কুরাইজা গোত্র এখন পিছন থেকে হামলা করে এবং নারী ও শিশুদেরকে অপহরণ করে তাইলে যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন হয়ে যাবে। কারণ সেদিকে কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কুরায়যার অনেক অস্ত্র ছিল: 1,500 তলোয়ার, 2,000 বর্শা, 300 বর্ম ও 500 ঢাল। [[23]](#footnote-23)

রাসুল (স.) মদীনার সকল নারী ও শিশুদের ফারি’ দূর্গে রেখে এসেছিলেন। [[24]](#footnote-24)

মুসলিমরা আশংকা করেন যে তারা শেষ হয়ে যাবেন। নবী (স.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ, কিতাব নাজিলকারী, হিসাবগ্রহনকারী, জোটকে পরাজয দিন। [[25]](#footnote-25)

এ সময় গাতফান গোত্রের নুয়াইম ইবনে মাসউদ রসুল (স.)-এর কাছে এসে বলেন, তিনি ইসলাম কবুল করেছেন। কিন্তু এ খবর তার কওমের কেউ জানে না। তখন রসুল (স.) বলেন, তুমি একা মানুষ। একাকী অবস্থায় আমাদের পক্ষে যা সম্ভব হয় কর।

নুয়াইম বনু কুরায়যার প্রধানের সাথে দেখা করে বলেন যে কুরায়শরা যদি বুঝতে পারে যে মুহাম্মাদ (স.)-এর উপর জয় লাভ করা যাবে না তাহলে তারা তাদেরকে ফেলে চলে যাবে এবং মুসলিমরা তখন তাদের উপর ভয়ানক প্রতিশোধ নিবে। তোমরা কুরাইশদের সাহায্য করার আগে তাদের গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে জামিন হিসাবে রেখে দাও যারা তোমাদের সাথে মুহম্মদকে খতম করা তক থাকবে।

এরপর নুয়াঈম কুরায়শদের কাছে গিয়ে বলেন যে তার মনে হচ্ছে ইহুদীরা চুক্তি ভংগ করে এখন অনুতপ্ত, তারা এখন নিয়মিত তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে। তারা তাঁর সাথে একটা চুক্তি করেছে যে তোমাদের থেকে জামিনস্বরূপ কয়েকজন লোককে নিয়ে তারা তাদেরকে মুসলিমদের কাছে হস্তান্তর করবে। নুয়াঈম কুরায়শদেরকে কিছুতেই জামিনদার না পাঠাতে পরামর্শ দেন। একইভাবে এরপর তিনি গাতফান গোত্রের কাছে গিয়েও একই কৌশল এস্তেমাল করেন।

এরপর ৫ই শাওয়াল শনিবার আবু সুফিয়ান ইহুদীদের কাছে এই মর্মে খবর দিয়ে ইকরিমাকে পাঠায় যে তারা যেন মুহাম্মাদ (স.)-এর বিরুদ্ধে মদিনার ভেতর থেকে যুদ্ধ শুরু করে। এর জওয়াবে ইহুদীরা জানায় যে তারা (তাদের ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে) শনিবার যুদ্ধ করতে পারবে না এবং আরও জানায় যে তারা যে তাদেরকে বিপদে ফেলে পালিয়ে যাবে না তার গ্যারান্টি হিসেবে সত্তরজন জামিনদার চায়। তাদের এ জওয়াব পেয়ে কুরায়শ ও গাতফান নিশ্চিত হয় যে নাঈমের কথা সম্পূর্ণ সত্য। [[26]](#footnote-26)

এভাবে তাদের তিন পক্ষের মধ্যে আস্থার সঙ্কট তৈরী হয়, তাদের কোয়ালিশন ভেঙ্গে যায়, নুআঈম বিন মাসউদ-এর পরিকল্পনা সফল হয়। আর ঠিক সেই রাতেই কাফেরদের উপর এক বিরাট তুফান আসে। ফলে কুরাইশ ও বনু গাতফান গোত্রের তাবুগুলি উপড়ে যায় তাদের অর্ধেক ঘোড়া মরে যায়। হুযায়ফা বলেন, “খন্দক যুদ্ধের রাতে ভীষণ তুফান এবং প্রবল শীত ছিল। আমরা রসূল (স.)-এর সাথে ছিলাম। নবী (স.) বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কাফের বাহিনীর খবর নেয়ার জন্য বাইরে যাবে? কাফের বাহিনীর মধ্যে কোন নতুন খবর প্রকাশ করবে। যে এ কাজ করবে কিয়ামতের দিন সে আমার সংঙ্গে থাকবে। তিনি দোসরা ও তেসরাবারও এসব কথা বললেন। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর এ কথায় সাড়া দিল না। এরপর তিনি বললেন, হুযায়ফা, তুমি যেয়ে লোকদের খবর নিয়ে এস। সেমতে আমি চললাম। রসূল (স.) দোয়া করলেন, হে রব! সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান, বাম, উপর, নিচ চারদিক থেকে তার হেফাযত কর। আমি এমন পরিবেশে গেলাম যেন গরম হাম্মামের ভিতর দিয়ে পথ চলছি। এমনি অবস্থায় ফিরে এলাম। যখন আমার কাজ তামাম হল তখন আমি ফের শৈত্য অনুভব করলাম।”  [[27]](#footnote-27)

হুযায়ফা বলেন, আমি আঁধারের আড়ালে দুশমন ঘাঁটিতে ঢুকলাম এবং তাদের একজন হয়ে গেলাম। আবু সুফিয়ান দাঁড়াল ও বলল, হে কুরাইশ, তোমাদের প্রত্যেকে দেখ তার কাছে বসা লোকটি কে? শোনামাত্র আমি আমার কাছে বসা লোকটির হাত ধরলাম ও বললাম, তুমি কে? আবু সুফিয়ান বলল, হে লোকেরা, আমাদের ঘোড়া ও উট হালাক হয়ে গেছে। কুরাইজা গোত্র আমাদের ত্যাগ করেছে এবং তাদের সম্পর্কে আমরা অপছন্দনীয় খবর পাচ্ছি। ঠাণ্ডা হাওয়া আমাদের আঘাত করছে। আমাদের আগুন জ্বলছে না। আমাদের তাঁবু উপড়ে গেছে। তোমরা ভাগো। আমি যাচ্ছি। [[28]](#footnote-28)

পরদিন ময়দান ফাকা। কুরাইশরা মক্কার দিকে রওনা হয়। আর রসুল (স.) মদীনায় ফিরে কুরাইজা গোত্রকে অবরোধ করেন। ২৫ দিন পর যখন খানাপিনা শেষ হয়ে যায় তখন কুরাইজা গোত্রকে বলা হয়, রসুল (স.)-এর ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ কর। তারা বলল, আমরা সাদ ইবনে মুয়ায যে ফয়সালা করবেন তাতে সম্মত। [[29]](#footnote-29)

এটা ছিল তাদের আরেক ভুল। এর আগ পর্যন্ত যত যুদ্ধবন্দী ছিল তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল বা গোত্রটিকে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল। কখনই কোন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা হয় নি।

সাদ ইবনে মুয়ায ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থর বিধান মতে যুদ্ধকালীন চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে সকল পুরুষ ইহুদিকে হত্যা করা এবং ইহুদি নারীদেরকে দাসী হিসাবে বিক্রি করে দেয়া হোক এই রায় দেন।  [[30]](#footnote-30)

এরপরে কুরাইজা গোত্রের চারশত পুরুষকে হত্যা করা হয় এবং নারীদেরকে দাসী হিসাবে সিরিয়ায় বিক্রি করা হয়। [[31]](#footnote-31) এই যুদ্ধের মাস্টারমাইন্ড নাযীর গোত্রের নেতা হুইয়াইকেও হত্যা করা হয়।

যারা বলে যে তারা চক্রান্তের সাথে জড়িত নয় তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন যুবায়ের বিন বাতা ও আমর বিন সাদী। [[32]](#footnote-32)

পাঁচজন ইহুদী সেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন – ছালাবা, উসাইদ, আসাদ, রিফা, আব্দুর রহমান ও সুহায়মা। [[33]](#footnote-33)

কুরাইজা গোত্রের সর্দার কাব তার মৃত্যুর আগে বলেন, বনু ইসরাইল নবী ইয়াহিয়া এবং যাকারিয়াকে হত্যা করার শাস্তির আজ পূর্ণতা পেল।

রসুল (স.)-এর সমালোচকরা ঐতিহাসিক পটভূমি উপেক্ষা করে এক কথায় বলে যে কুরায়জা গোত্রের ইহুদী হত্যা করার মাধ্যমে নাকি তার হিংস্র রুপ পরিস্কার। ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে পরিস্কার যে গণহত্যার অভিযোগ ভিত্তিহীন।

মদীনায় চুক্তিতে মদীনার বিশটি ইহুদী গোত্র শরীক ছিল। অন্য ইহুদী গোত্র মুসলিমদের সাথে শান্তিতে বাস করে আর তিনটি গোত্র চুক্তি ভংগ করে।

ব্রিটিশ লেখিকা Karen Armstrong বলেন, “It is, however, important to note that the Qurayzah were not killed on religious or racial grounds.  None of the other Jewish tribes in the oasis either objected or attempted to intervene, clearly regarding it as a purely political and tribal matter… The men of Qurayzah were executed for treason.  The seventeen other Jewish tribes of Medina remained in the oasis, living on friendly terms with the Muslims for many years, and the Qur’an continued to insist that Muslims remember their spiritual kinship with the People of the Book.”

ব্রিটিশ লেখক Anthony Vatswaf Galvin Green বলেন, It had nothing to do with the fact that they were Jews. They could have been a Christian tribe or any other tribe. It was not a holocaust. It was not directed at the Jews because of ther religion. [[34]](#footnote-34)

খন্দকের যুদ্ধে বিজয়ে মুসলিমরা আরবে একটি প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়।

সূরা আহযাব আয়াত 50-52

|  |  |
| --- | --- |
| 33:50 | হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে যাদের মোহরানা তুমি দিয়েছ; আর বৈধ করেছি আল্লাহ ফায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ) হিসেবে তোমাকে যা দান করেছেন তার মধ্য হতে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে, আর তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, তোমার মামার কন্যা ও তোমার খালার কন্যাকে যারা তোমার সঙ্গে হিজরত করেছে। আর কোন মু’মিন নারী যদি নবীর কাছে নিজেকে হেবা করে আর নবী যদি তাকে বিয়ে করতে চায় সেও বৈধ, এটা মুমিনদের বাদ দিয়ে বিশেষভাবে তোমার জন্য যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। মুমিনগণের জন্য তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার তা জানা আছে। আল্লাহ অতি মাফকারী, পরম দয়ালু। |
| 33:51 | তুমি তাদের যাকে ইচ্ছে সরিয়ে রাখতে পার, আর যাকে ইচ্ছে তোমার কাছে আশ্রয় দিতে পার। আর তুমি যাকে আলাদা করে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। এতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে, তারা দুঃখ পাবে না, আর তুমি তাদের সকলকে যা দাও তাতে তারা তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। আল্লাহ এলেমদার, সহনশীল। |
| 33:52 | এরপর তোমার জন্য (এদের অতিরিক্ত) অন্য স্ত্রী গ্রহণ হালাল নয় এবং তোমার স্ত্রীদের (তালাক দিয়ে) পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয়, যদিও অন্যদের সৌন্দর্য তোমাকে মোহিত করে; তবে তোমার মালিকানাধীন দাসী ছাড়া। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর নজরদার। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

সে সময়ের আরবে একজন পুরুষ সীমা ছাড়াই অসংখ্য মহিলা বিয়ে করতে পারত। আফ্রিকায় মনে করা হয়, যে পুরুষ একাধিক বিয়ে করে না সে কৃপণ।

John L. Esposito বলেন, "As was customary for Arab chiefs, many were political marriages to cement alliances. Others were marriages to the widows of his companions who had fallen in combat and were in need of protection." (Islam: The Straight Path)

আমেরিকান লেখিকা Karen Armstrong বলেন, “It would be entirely mistaken to imagine the Prophet **basking decadently in a garden of earthly delights.** These are political marriages. He marries Aisha because he wants to bind himself more closely with their fathers. He's creating a new community, not based on tribe or blood, but somehow, this helps to make the transition easier, if you make a marriage link.” [[35]](#footnote-35)

ভারত ও পারস্যে বহুবিবাহ নিন্দনীয় ছিল না। বরং অথর্বণ ঋষি বলেছেন, **ইদংজনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে, ষষ্টিং সহস্র নবতিং চ কৌরম আ রুশমেষু দদ্মহে/ উষ্ট্রা যস্য প্রবাহণ্যে বধুমন্তো দ্বির্দশ।** মানেঃ হে জন, শুন! **নরাশংস** স্তব লাভ করবেন, ছয় সহস্র নব্বই জনের মধ্যে আমরা কৌরম (দেশত্যাগী)কে পেলাম, রুশমগণের মধ্যে, উষ্ট্র তার বাহন, তার বধু দ্বির্দশজন (বারো) । [[36]](#footnote-36) অতএব বহুবিবাহ ঋষি হওয়ার পথে বাধা নয়।

ইসলাম বহুবিবাহের সংখ্যাকে সীমিত করে। মুহাম্মাদ (স.) ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়সী খাদীজাকে বিয়ে করেন। নবী (স.) খাদীজার জীবদ্দশায় 25 বছরে আর কোন বিয়ে করেননি। কুরাইশ প্রতিনিধিগণ তাকে বলেন, হে ভাইয়ের ছেলে, তুমি জান আমাদের মাঝে তোমার মর্যাদা। তুমি ভয়ানক জিনিস এনেছ। তুমি আমাদের উপদেশ শোন। যদি তুমি সম্পদ চাও তবে আমরা তোমার জন্য সম্পদ জমা করে তোমাকে ধনী করে দিব। তুমি যদি নেতৃত্ব চাও আমরা তোমার জন্য রাজ্য কায়েম করব। তুমি যদি নারী চাও তবে সেরা কুরাইশ পরিবারের দশজনকে পসন্দ করে নাও। [[37]](#footnote-37) নবী (স.) তাদের এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।

নবী (স.) পরে 11 জন নারীকে বিয়ে করেন। অথচ তিনি বলেন, আমার নারীর চাহিদা নেই। [[38]](#footnote-38) মহানবী (স) সব কাজ এমনকি বিয়েগুলোও করেছিলেন মানবতার স্বার্থে। খাদীজার মওতের পর বিয়ে করেন সাওদা নামে এক বিধবাকে যিনি তার মাতৃহীন মেয়েদেরকে দেখাশোনা করেন। আবু বকর তার মেয়ে আয়িশার বয়স ছয় বছর হলে যুবায়ের বিন মুতঈমের সথে তার বিয়ে ঠিক করেন। কিন্তু যুবায়ের ইসলাম গ্রহণ করতে রাজী না হওয়ায় আবু বকর সে পরিকল্পনা বাতিল করেন। [[39]](#footnote-39)

এদিকে খাওলা বিনতে হাকিম নবীকে বলেন, যে তিনি আয়িশাকে বিয়ে করতে পারেন। [[40]](#footnote-40)

ব্রিটিশ ইতিহাসবেত্তা Montgomery Watt মন্তব্য করেন, Muhammad hoped to strengthen his ties with Abu Bakr. [[41]](#footnote-41)

ওয়েলশ লেখিকা Merryl Wyn Davies [[42]](#footnote-42) বলেন, “The real point is this and that is lost in all this argument is who was Aisha? What did she become? She grew up in the Prophet’s household to become a really feisty, independent, intelligent, politically aware woman. And she is a foundation of our understanding of the Prophet’s life. Without Aishah, half of what of we know of the Prophet disappears.” [[43]](#footnote-43)

তার ‍বিয়ে হয় ছয় বছর বয়সে এবং স্বামীর ঘরে যান নয় বছর বয়সে। এখানে উল্লেখ্য যে মানুষের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া বিষয়ে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম রেওয়াজ চালু আছে। ইহুদী সমাজ বার মিতসাফা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 13 বছর বয়সী বালকদেরকে এবং বাত মিতসাফা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বারো বছর বয়সী বালিকাদের পূর্ণবয়স্ক মানুষ হিসাবে বরণ করে। আরবে নয় বছর বয়সী মেয়েদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক গণ্য করা হয়। আয়িশা বলেন, নয় বছর বয়সে মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়। দক্ষিণ আমেরিকার আজটেকরা কিনসিয়ানেরা (Quinceañera) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 15 বছর বয়সী বালক-বালিকাদেরকে পূর্ণবয়স্ক মানুষ হিসাবে বরণ করত। স্কটল্যান্ডে 16 বছর বয়সী মেয়েদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক গণ্য করা হয়।

**নবীর বিবিগণ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | নাম | বিয়ের সন | মওত সন | নবীর পর কতবছর বাচেন |  |
| 1 | খাদীজা | -29 | -4 | - | আগে তিন স্বামী গত হয়। |
| 2 | সাওদা | -4 | 19 | 8 | আগে স্বামী গত হয়। |
| 3 | আয়িশা | 1 | 63 | 52 | একমাত্র কুমারী পত্নী |
| 4 | হাফসা | 3 | 41 | 30 | আগের স্বামী উহুদে শহীদ |
| 5 | যয়নাব বিনতেখুযাইমা | 3 | 3 | - | আগে স্বামী গত হয়। |
| 6 | উম্মে সালামা | 4 | 60 | 49 | আগের স্বামী উহুদে শহীদ |
| 7 | যয়নাব বিনতেজাহশ | 5 | 20 | 9 | আগে স্বামী গত হয়। |
| 8 | যুওযায়রিয়া | 5 | 56 | 45 | কেনা, মুক্ত করে বিয়ে করেন। |
| 9 | উম্মে হাবীবা | 6 | 44 | 33 | আগে স্বামী গত হয়। |
| 10 | রায়হানা কুরাযীয়া | 6 | 10 | - | যুদ্ধবন্দী, মুক্ত করে বিয়ে করেন। |
| 11 | সাফিয়া | 7 | 50 | 39 | কেনা, মুক্ত করে বিয়ে করেন। |
| 12 | মায়মুনা | 7 | 51 | 40 | আগে দুই স্বামী গত হয়। |

নবী (স.)-এর বিয়েগুলির উদ্দেশ্য চার রকমঃ

1 বিধবা ও পরিত্যাক্তা নারীদের সাহায্য করা। (উম্মে সালামা, হাফসা, সাওদা, যয়নাব বিনতে খুযাইমা, যয়নাব বিনতে জাহশ)

2 তার সাহাবীদের সাথে তার আত্মীয়তা গড়া। আবু বকরের কন্যা আয়েশা, ওমরের কন্যা হাফসাকে বিয়ে করে তাদের সন্মানিত করেন। [অন্যদিকে নবী (স.) তার বেটীদের বিয়ে দেন ওসমান এবং আলীর সাথে।]

3 বিভিন্ন গোত্রের সাথে রাজনৈতিক সখ্যতা গড়ার জন্য তিনি বিয়ে করেন। (উম্মে হাবীবা, যুওয়াইরিয়া, সাফিয়া, মায়মুনা, রায়হানা) এতে উপকারী অনেক কিছু ঘটে। বনু মুস্তালাক গোত্রের মহিলা যুওয়াইরিয়াকে বিয়ের মাধ্যমে পুরো গোত্রের সকলে মুসলিম হয়ে যায়।

4. একাধিক স্ত্রী থাকার একটি যুক্তি হল: হাদিস বর্ণনার অনেক শিক্ষক ও "রাবী" (বর্ণনাকারী) তৈরী করা যাতে কোন হাদিস না হারিয়ে যায় বা ভুলের সম্ভাবনা কম থাকে। আয়িশা থেকে আমরা নবীর নুবুওতলাভ, বিয়ে, হিজরত, রাতের সালাত, যুদ্ধ, গোসল, মৃত্যু ও অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য জানতে পেরেছি। Merryl Wyn Davies বলেন, Without Aishah, half of what of we know of the Prophet disappears.” [[44]](#footnote-44) মায়মুনা থেকে আমরা নবীর রাতের সালাত, ওযু, গোসল ও অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য জানতে পেরেছি। উম্মে সালামা থেকে আমরা নবীর রাতের সালাত, দোআ, সওম, ইদ্দত, বিচার ও অন্যান্য তথ্য জানতে পেরেছি। উম্মে হাবিবা থেকে আমরা নবীর নফল সালাত, মেসওয়াক ও অন্যান্য তথ্য জানতে পেরেছি। সাফিয়া থেকে আমরা নবীর দোআ, সফর, ইতিকাফ, নবীয পানের বিধান ও অন্যান্য তথ্য জানতে পেরেছি।

একজন স্ত্রীর কোন দুর্ঘটনা ঘটলে মুহুর্তে সব হাদিস বা ঘটনা ইতিহাস থেকে হারিয়ে যেত। ইসলামের দুশমনরা তখন ওই একজন স্ত্রীকেই হত্যা করতে সচেস্ট থাকত। ঠিক যেই একই কারণে তারা আবু হুরায়রাকে হত্যা করতে চেষ্টা চালিয়েছিল (কারণ তিনি ৫০০০+ হাদিস বর্ণনা করেন)।

5. দাসীকে বিয়ে করার উদাহরণ তৈরী।

ব্রিটিশ লেখক Anthony Vatswaf Galvin Green [[45]](#footnote-45) বলেন, Pagan Arabia is a place where there is unlimited polygamy – that is the normal practice. Islam comes and limits that polygamy. For Muslims it is limited to four wives. The Prophet is allowed, and the Prophet is previously married upto nine wives. He is also prohibited from adding any more to that number. But those he is married to, he is allowed to keep. And there is a simple reason fot that- the importance of tribal alliances. This is very, very important ............... building these alliances is hugely important. [[46]](#footnote-46)

আয়িশা ও হাফসা লেখা-পড়া জানা মহিলা ছিলেন। আয়িশা ছিলেন একমাত্র বিবি যিনি মুসলিম ঘরে জন্ম নেন। সাফিয়া ও রায়হানাকে বিয়ে করে তিনি আরবে ইহুদী-বিদ্বেষ অবসান করেন। রায়হানা নামে এক কুরাইযা বন্দিনীকে নবী নিজের অধীনে রাখেন এবং ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ করেন। রায়হানা বলেন, যে তিনি ইহুদী অবস্থাতেই তার দাসী হয়ে থাকতে চান। তবে কিছুদিন পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে রায়হানাকে নবী দাসী থেকে বিবির সম্মান দেন। [[47]](#footnote-47)

নবী (স.) বলেন, যার দুইজন বিবি আছে সে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করলে কিয়ামত দিবসে তার দেহের পাশ ভাংগা অবস্থায় উঠবে। [[48]](#footnote-48)

আয়িশা (রা.) বলেন, আল্লাহর রসূল তার বিবিগণের মধ্যে সমভাবে সময় বণ্টন করতেন। তিনি কোন দিনে আমাদের সবার সাথে দেখা করতেন, কিন্তু কাউকে ছুইতেন না। অবশেষে যে বিবির ঘরে তার থাকার কথা তার ঘরে যেতেন। [[49]](#footnote-49) আয়িশা বলেন, আল্লাহর রসূল যখন সফরে যেতেন তখন তার বিবিদের নামে লটারি করতেন এতে যার নাম পেতেন তাকে সাথে নিয়ে সফর করতেন। [[50]](#footnote-50)

সূরা সাফফাত আয়াত 99-120

|  |  |
| --- | --- |
| 37:99 | আর সে বলল, ‘আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি, তিনি অবশ্যই আমাকে হিদায়াত করবেন। |
| 37:100 | ‘হে আমার রব, আমাকে সুনীতিপূর্ণ সন্তান দান করুন’। |
| 37:101 | এরপর আমি তাকে এক সবরশীল পুত্রের সুখবর দিলাম। |
| 37:102 | যখন সে তার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন সে বলল, ‘হে বেটা, আমি খোয়াব দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, অতএব দেখ তোমার কী অভিমত’; সে বলল, ‘হে আমার আব্বা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা করুন। আমাকে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই সবরশীলদের মধ্যে পাবেন’। |
| 37:103 | তারা উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং সে তাকে কাত করে শুইয়ে দিল |
| 37:104 | তখন আমি তাকে ডাক দিলাম, ‘হে ইবরাহীম! |
| 37:105 | ‘তুমি খোয়াবকে সত্যে পরিণত করেছ। আমি এভাবেই এহছানশীলদের পুরস্কার দিই।’ |
| 37:106 | নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। |
| 37:107 | আমি তাকে মুক্ত করলাম এক বড় কুরবানীর বিনিময়ে। |
| 37:108 | আর তার জন্য আমি পরবর্তীদের মধ্যে সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি। |
| 37:109 | ইবরাহীমের প্রতি সালাম। |
| 37:110 | এভাবেই আমি এহছানশীলদের পুরস্কার দিই। |
| 37:111 | সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের একজন। |
| 37:112 | আর তাকে সুখবর দিয়েছিলাম ইসহাকের-যে ছিল সুনীতিপূর্ণ বান্দাদের মধ্যে শামিল এক নবী। |
| 37:113 | আর আমি বরকত দিলাম তাকে আর ইসহাককে; (তাদের দু’জনের) বংশধরদের কতকে ইহছানশীল, আর কতক নিজেদের প্রতি সুস্পষ্ট যুলুমকারী। |
| 37:114 | আমি রহম করেছিলাম মূসা ও হারূনের উপর। |
| 37:115 | আর তাদের দু’জনকে এবং তাদের জাতিকে বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম। |
| 37:116 | আমি সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে, ফলে তারা জয়ী হয়েছিল। |
| 37:117 | আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব। |
| 37:118 | আর তাদের উভয়কে সিধা পথে চালিত করেছিলাম। |
| 37:119 | আর আমি তাদের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি। |
| 37:120 | মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

কুরআনের বর্ণনামতে, নিঃসন্তান ইবরাহীম বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর কাছে একটি ‘নেককার সন্তান’চান। ইবনে আব্বাস মুহম্মদ বিন কাব আলকুরাজীসহ সকল তাফসীরকারকের মতে তিনি ছিলেন পহেলা সন্তান ইসমাঈল। সূরা ছাফফাত ১০১তম আয়াতে ইবরাহীমকে একটি সবরশীল সন্তানের সুখবর শুনানোর পরে কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়। যদিও ইসমাঈলের নাম উল্লেখ করা হয় নি, তবু এটা পরিষ্কার যে তিনি ইসমাঈল। কারণ কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা শেষে ১১২তম আয়াতে বলা হয়েছে ‘এরপর আমরা তাকে সুখবর দিলাম ইসহাকের জন্মের’।

বাইবেলের বর্ণনামতে, ইসমাঈল ইবরাহীমের পহেলা পুত্র এবং হাজেরার গর্ভে জন্ম। ইসমাঈলের জন্মের সময় ইবরাহীমের বয়স ছিল ৮৬ বছর। অন্যদিকে ইসহাকের জন্ম হয় সারাহর গর্ভে ইসমাঈলের প্রায় চৌদ্দ বছর পরে। ইসহাক জন্মের সময় ইবরাহীমের বয়স ছিল কম-ছে-কম ১০০ বছর এবং সারাহর বয়স ছিল কম-ছে-কম ৯০ বছর।

আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে।- তা ছিল একটি জান্নাতী দুম্বা।

কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা শেষে ১১২তম আয়াতে ইসহাকের জন্মের সুখবর দেয়া হয়েছে।

উক্ত আয়াতগুলির বর্ণনায় বুঝা যায় যে, পহেলা সুখবরপ্রাপ্ত সন্তান ছিলেন ইসমাঈল, তাকেই কুরবানী করা হয়। এরপর সুখবরপ্রাপ্ত সন্তান ছিলেন ইসহাক। যেমন ইবরাহীম বলেন, ‘সকল তারীফ আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে দান করেছেন ইসমাঈল ও ইসহাককে। নিশ্চয়ই আমার রব দোআ কবুলকারী’(১৪:৩৯)। এখানে তিনি ইসমাঈলের পরে ইসহাকের নাম উল্লেখ করেছেন। আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয় যে, যবীহুল্লাহ ছিলেন ইসমাঈল।

সূরা যুমার আয়াত 1-5

|  |  |
| --- | --- |
| 39:1 | কিতাব নাজিল হয়েছে ইজ্জতদার, হিকমতদার আল্লাহর কাছ থেকে। |
| 39:2 | আমি তোমার প্রতি এ কিতাব সত্যসহ নাজিল করেছি। অতএব, তুমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর উপাসনা কর। |
| 39:3 | জেনে রাখ, খালেস উপাসনা আল্লাহরই জন্য। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করে এবং বলে যে, আমরা তাদের উপাসনা এজন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে ঠিকপথে চালিত করেন না। |
| 39:4 | আল্লাহ যদি সন্তান নিতে ইচ্ছা করতেন, তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যা কিছু ইচ্ছা মনোনীত করতেন, তিনি পবিত্র। তিনি আল্লাহ, এক, পরাক্রমশালী। |
| 39:5 | তিনি আসমানসমূহ ও যমীন পয়দা করেছেন সত্যসহ। তিনি রাত দিয়ে দিবসকে ঢেকে দেন আর দিবস দিয়ে রাতকে ঢেকে দেন এবং তিনি সুর্য ও চাঁদকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। তিনি কি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল নন? |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

{আল্লাহ যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন} - কাফেরদের মনগড়া ধারণার অসারতা দেখাতে বলা হয়েছে: আল্লাহ যদি সন্তান নিতে ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের ধারণার সাথে মিলত না যেমন লাত, মানাত, ফেরেশতা বা যীশু বা উযায়ের – এদেরকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ না করে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যা কিছু ইচ্ছা মনোনীত করতেন । অতএব তারা যাদের আল্লাহর সন্তান মনে করে তা ঠিক নয়।

আবার তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে সন্তান হিসাবে অন্য কাউকে গ্রহণ করবেন তাও সম্ভব নয়। আল্লাহ পবিত্র, এক, পরাক্রমশালী। তাই আল্লাহর জন্য সন্তান নেয়ার বিষয়টি তার ইজ্জতের পরিপন্থী, অসম্ভব ও অকল্পনীয়। আসলে দোনো সম্ভাবনাকেই নাকচ করে দেয়া হয়েছে।

{তিনি রাত্রি দিয়ে দিবসকে ঢেকে দেন আর দিবস দিয়ে রাত্রিকে ঢেকে দেন} – এটাই পৃথিবী গোল হওয়ার অন্যতম প্রধান কুরআনী দলীল। আয়াতটির সঠিক বাংলা অনুবাদ করা কঠিন। কারণ মূল আরবিতে كَوْرٌ শব্দ আছে যার অনুবাদ ‘ঢেকে দেয়া’ বা ‘আচ্ছাদিত করা’ করা হয়েছে। আসলে كَوْرٌ অর্থ গোল বানানো, মাথায় পাগড়ী প্যাঁচানো, কুন্ডলী পাকানো বা কোন জিনিসকে প্যাঁচানো।

আলেমগণ পৃথিবী গোল হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন রকম যুক্তি পেশ করেছেন:

1) ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসী (ম. ৪৫৬ হি.) সূরা যুমার ৫ আয়াত থেকে দলীল দিয়ে বলেন, ‘নেতৃস্থানীয় বিদ্বানগণের কেউই পৃথিবী গোলাকার হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি। অথবা এর বিরুদ্ধে তাদের কারো থেকে কোন বক্তব্য জানা যায়নি। বরং কুরআন ও হাদীছে এর গোলাকার হওয়ার পক্ষেই দলীল এসেছে। (ইবন হাযম, আল-ফিছাল ফিল মিলাল ১/৩৫২ ‘পৃথিবী গোলাকার হওয়া’ অনুচ্ছেদ) [[51]](#footnote-51)

2) আল্লাহ বলেন, ওয়াল আরদা মাদাদনাহা/ ‘আমরা ধরণীকে বিস্তৃত করে দিয়েছি। (50:7)

And the earth- We have spread it out (Yusuf Ali’s translation)

ওয়াল আরদা ওয়া মা তহাহা/কসম যমীনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন। (96:6)

By the Earth and its (wide) expanse: (Yusuf Ali’s translation)

অর্থাৎ তা সর্বদা বিস্তৃত ও প্রশস্ত। মানুষ সারা জীবন চলতে থাকলেও পৃথিবীকে প্রশস্তই পাবে। আর এই অব্যাহত প্রশস্ততা কেবল তখনই সম্ভব, যখন পৃথিবী গোল হয়। অন্য কোন আকৃতির হলে তা সম্ভব হবে না। কেননা সে সময় তাকে একটা না একটা সীমান্তে পৌঁছতেই হবে। কিন্তু কোন প্রান্তসীমা পাওয়া বা সেখানে গিয়ে কোন গভীর গর্তে পড়ে যাওয়ার মত কখনো ঘটেনি।

মাদাদা, তহা, ছাওয়া, দহা ইত্যাদি শব্দ দিয়ে অনেকে সমতল করা বুঝেছেন যদিও বিস্তৃত করা অর্থে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে।

3) ইবনে তায়মিয়াহ (ম. ৭২৮ হি.) মুহাদ্দিছ আবুল হুসায়েন আহমদ বিন জাফর (ম. 256-336 হি.) (রহ.)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তিনি বলেন, এর প্রমাণ হিসাবে বলা যায়, ‘ধরণীর কোন প্রান্তে সূর্য, চাঁদ বা নক্ষত্র একই সময়ে উদিত হয় না বা অস্তও যায় না। বরং পশ্চিমের আগে তা পূর্বে উদিত হয়’ (ইবন তায়মিয়াহ, মাজমূ ফাতাওয়া ২৫/১৯৫)

4) পৃথিবী গোলাকার না হলে রাত ও দিনের আকস্মিক পরিবর্তন হত ।



ফটো:  **দিবসকে রাত দিয়ে ঢেকে দেয়া**

ইবনে খলদুন (ম. 808হি. /1406 ঈ.) তার মুকাদ্দামা পুস্তকেও পৃথিবী গোলাকার হওয়ার বিষয়ে যুক্তি পেশ করেছেন। আব্দুর রহীমবলেন, পৃথিবী গোলাকার এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার অন্তত এগারশত বছর পূর্বে কুরআনই সর্বপ্রথম তা উপস্থাপন করেছে। (আব্দুর রহীম, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব পৃঃ ২৬৯-২৮০)

সূরা মুহম্মাদ আয়াত 1-4

|  |  |
| --- | --- |
| 47:1 | যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়, আল্লাহ তাদের আমল বিফল করেন। |
| 47:2 | আর যারা বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে এবং তাদের পালনকর্তার কাছ থেকে মুহাম্মদের উপর নাজিল করা সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের পাপ মাফ করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করেন। |
| 47:3 | এটা এজন্য যে, যারা কাফের, তারা বাতিলের এত্তেবা করে এবং যারা বিশ্বাসী, তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের এত্তেবা করে। এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের নজির বর্ণনা করেন। |
| 47:4 | এরপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও, তখন তাদের গর্দানে মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাস্ত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বাঁধ। এরপর হয় তাদেরকে দয়া কর, না হয় তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ লও। যুদ্ধ করবে যবতক না দুশমন অস্ত্র সমর্পণ করে! এ আদেশ। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে শোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরখ করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের আমল বিফল করেন না। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া- যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া শর্তসাপেক্ষ। ইচ্ছা করলেই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না। আল্লাহ বলেন, যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের উপর যুলুম করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।যাদেরকে তাদের বাড়ি থেকে না-হক বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। (22:39-40)

{তাদেরকে দয়া কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও} – দয়া করা মানে যারা মুক্তিপণ দিতে পারবে না এমন গরীব এবং ওয়াদা করে যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়বে না তাদেরকে মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দেয়া। আর যারা ধনী তাদের থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ মুক্তিপণ নেয়া।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বদরে কিছু বন্দীকে মুক্তির জন্য কোন টাকাই নেয়া হয়নি। নবী (স.) তাদেরকে বলেন আনসার শিশুদেরকে লেখাপড়া শিখাতে। [[52]](#footnote-52)

আল্লাহ বলেন, দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুঝেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ তোমাদেরকে কেবল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে মানা করেছেন যারা তোমাদের সঙ্গে দীনের ব্যাপারে যুঝেছে, তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে আর তোমাদেরকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তারাই যালিম।(60:8-9)

রসূল (স.) বলেন, কোন যিম্মীর (শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ অমুসলিম) হারানো মাল হালাল নয়, তবে যদি তার মালিক তা থেকে বে-পরওয়া হয়, সে আলাদা ব্যাপার। (আবু দাউদ)

যদি অমুসলিমের হারানো মাল হালাল না হয় তবে তার কোন ক্ষতি করা কত বড় অপরাধ তা সহজেই আন্দাজ করা যায়।

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) বলেন, আমার মা মুশরিক অবস্থায় এলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বললাম, বললাম, আমার মা এসেছেন, তিনি মুশরিক থাকা সত্ত্বেও কিছু নিতে চাচ্ছেন, আমি কি তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করব? রসূল (স.) বলেন, তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর। (বুখারী)

রসুল (স.)-এর কাছে কিছু রেশমী কাপড় হাদিয়াস্বরূপ এলে তিনি তা থেকে উমর (রা.)-কে একটি নকশী চাদর দান করেন। তখন উমর বলেন, হে আল্লাহর রসুল! এটা আপনি আমাকে পরিধানের জন্য দিয়েছেন, কিন্তু ইতিপূর্বে আপনি রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তখন নবী (স.) বলেন: আমি এটা তোমার পরিধানের জন্য দেইনি। উমর (রা.) কাপড়টি মক্কায় তার এক অমুসলিম দুধভাইকে দান করেন। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

সূরা ওয়াকিয়া আয়াত 57-74

|  |  |
| --- | --- |
| 56:57 | আমিই তো তোমাদেরকে পয়দা করেছি, তাহলে তোমরা সত্যকে বিশ্বাস করবে না কেন? |
| 56:58 | তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা যে বাচ্চা জন্ম দাও সে সম্পর্কে? |
| 56:59 | তোমরা কি পয়দা কর, না তার পয়দাকর্তা আমিই। |
| 56:60 | আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই। |
| 56:61 | তোমাদের আকৃতি বদলাতে আর তোমাদেরকে এমন এক আকৃতিতে পয়দা করতে যা তোমরা জান না। |
| 56:62 | আর তোমরা পহেলা সৃষ্টি সম্পর্কে জেনেছ, তবে কেন তোমরা উপদেশ মানছ না? |
| 56:63 | তোমরা আমাকে বল, তোমরা যমীনে যা বপন কর সে ব্যাপারে, |
| 56:64 | তোমরা কি ওকে অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি? |
| 56:65 | আমি ইচ্ছে করলে তাকে অবশ্যই খড়কুটা করে দিতে পারি, তখন তোমরা হয়ে যাবে বিস্ময়ে হতবাক। |
| 56:66 | (আর বলবে যে) ‘আমরা তো দায়গ্রস্ত হয়ে পড়লাম, |
| 56:67 | ‘বরং আমরা মাহরূম হয়েছি’। |
| 56:68 | তোমরা যে পানি পান কর সেই সম্পর্কে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? |
| 56:69 | তা কি তোমরাই মেঘ থেকে বর্ষণ কর, নাকি তার বষর্ণকারী আমিই? |
| 56:70 | আমি ইচ্ছে করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, তাহলে কেন তোমরা শুকরিয়া কর না? |
| 56:71 | তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করে দেখেছ? |
| 56:72 | তোমরাই কি এর (লাকড়ির গাছ) উৎপাদন কর, না আমি করি? |
| 56:73 | আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের দরকারী বস্তু। |
| 56:74 | অতএব তোমার মহান রবের নামে তাসবীহ পড়। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

{তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা যে বাচ্চা জন্ম দাও সে সম্পর্কে?} - এ বিষয়ে আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন, তিনিই যেভাবে ইচ্ছে বাচ্চাদানিতে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি ইজ্জতদার, হিকমতদার। (3:6)

পিতা নির্ধারণ করতে পারে না সন্তানের গায়ের রং পিতার মত হবে না মায়ের মত হবে; নাক উচু হবে না বোচা হবে।

{আমি ইচ্ছে করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি} – সাগরের পানি লোনা। কিন্তু বাস্পীভবনের সময় লবণ জলীয় বাস্পের সাথে ওঠে না।

{তোমরা যে আগুন জ্বালাও } - আগুন জ্বালানো হয় যেসব জ্বালানি থেকে সেগুলির মূল উৎস কাঠ, কয়লা, পেট্রোল, পেট্রোলিয়াম গ্যাস তথা বিভিন্ন রকম হাইড্রোকার্বন যা আসে গাছ অথবা জীব থেকে।

সূরা হাদীদ আয়াত 25-26

|  |  |
| --- | --- |
| 57:25 | আমি আমার রসূলগণকে স্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সাথে নাজিল করেছি কিতাব ও নিক্তি, যাতে মানুষ সুবিচার করে। আর আমি নাজিল করেছি লোহা, যাতে আছে ভীষণ শক্তি এবং মানুষের বহু উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। |
| 57:26 | আমি নূহ ও ইব্রাহীমকে রসূল করে পাঠিয়েছি এবং তাদের বংশধরের মধ্যে নুবুওয়াত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি। এরপর তাদের কতক ঠিক-পথে-চালিত এবং বেশিরভাগই পাপাচারী। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

{আমি নাজিল করেছি লোহা}- বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে পৃথিবীর উপর বিভিন্ন সময়ে যেসব গ্রহাণু ও ধুমকেতু পড়েছে সেসব থেকে পৃথিবীতে পানি ও লোহা এসেছে। গ্রহাণু ও ধুমকেতুতে লোহা আছে। অনেক গ্রহাণু ও ধুমকেতুতে পানিও থাকে।

National Geographic Channel এর ডকুমেন্টারিতে এর ভাষ্যকার বলেন, “For the Earth to have life, it had to have water. Where that came from is one of the great mysteries of science. Currently, there are one thousand trillion litres of water on the planet. . .. . . . . . At the time the Earth was forming, the inner solar system was too hot for liquid water to exist.”

অসংখ্য গ্রহাণু ও ধুমকেতু পৃথিবীতে পড়ে যাদের বেশিরভাগই সাগরে পড়ে; অন্যগুলি ধুলিতে পরিণত হয় যে কারণে এদের কম্পোজিশন জানা যায়নি। January 18, 2000 Canada’র British Columbia-য় Tagish Lake-এর বরফ পানিতে একটি গ্রহাণুর ধংসাবশেষ পড়ে। Tagish Lake meteorite বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এতে ক্লে মিনারেল আছে যার 20% পানি। জুলাই 2005 NASA’র Deep Impact spacecraft থেকে Temple-1 ধুমকেতুর নিউক্লিয়াসে একটি impactor রাখা হয়। সেখান থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এতে পানি আছে।

কুরআনের অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেন, পাথরের মধ্যে এমনও আছে; যা থেকে নদী প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা ফেটে যায়, এরপর তা থেকে পানি বের হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়ে! (2:74)

কুরআনে নাজিল (অবতীর্ণ) শব্দটি পানি, লোহা, নিক্তি ও কিতাবের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। নিক্তির ব্যবহার আল্লাহই মানুষকে শিখিয়েছেন।

সূরা মুমতাহানা আয়াত 1-11

|  |  |
| --- | --- |
| 60:1 | হে ঈমানদারগণ, আমার ও তোমাদের দুশমনদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাচ্ছ, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহকে বিশ্বাস করেছ। তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে আমার পথে সংগ্রামে বের হও তবে কেন তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব কর? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সিধা পথ হতে বিচ্যুত হবে। |
| 60:2 | তারা তোমাদেরকে জব্দ করতে পারলেই দুশমনি করবে, আর তোমাদের অনিষ্ট করার জন্য তারা তাদের হাত ও জিহবা বাড়াবে আর তারা চাইবে যে, তোমরাও যেন কুফরী কর। |
| 60:3 | কিয়ামত দিবসে তোমাদের আত্মীয় ও সন্তানাদি তোমাদের কোনই উপকারে আসবে না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। |
| 60:4 | ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে তোমাদের জন্য আছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল- ‘তোমাদের সঙ্গে আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদাত কর তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমাদের আর তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য দুশমনি ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে যবতক না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আনবে। তবে ব্যতিক্রম তার পিতার উদ্দেশ্যে ইবরাহীমের কথা- ‘আমি অবশ্যই তোমার জন্য মাফ চাব আর আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে কোন কিছু করারই অধিকার রাখি না’’। (তারা প্রার্থনা করেছিল) ‘হে আমাদের রব! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করছি, তোমারই অভিমুখী হচ্ছি, আর তোমারই পানে ফিরতে হবে। |
| 60:5 | হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে কাফিরদের ফিতনায় ফেলবেন না। হে আমাদের রব, আমাদেরকে মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি ইজ্জতদার, হিকমতদার। |
| 60:6 | নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে, আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। |
| 60:7 | যাদের সাথে তোমরা দুশমনি করছ, আশা করা যায় আল্লাহ তোমাদের ও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আর আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ মাফকারী, পরম দয়ালু। |
| 60:8 | দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুঝেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে মানা করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। |
| 60:9 | আল্লাহ তোমাদেরকে কেবল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে মানা করেছেন যারা তোমাদের সঙ্গে দীনের কারণে যুঝেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দিয়েছে আর তোমাদেরকে বের করে দিতে সাহায্য করেছে। যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তারা যালিম। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

আমার ও তোমাদের দুশমনদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। - ইসলামের দুশমনদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা হারাম।

তারা তোমাদেরকে জব্দ করতে পারলেই শত্রুতা করবে, আর তোমাদের অনিষ্ট করার জন্য তারা তাদের হাত ও মুখের ভাষা সম্প্রসারিত করবে আর তারা চাইবে যে, তোমরাও যেন কুফরী কর। - এটা একটি শক্ত ওয়ার্নিং। লেনিন রুশ কমুনিস্ট বিপ্লবের আগে মুসলিমদের ওয়াদা করেছিল যে মুসলিমদের উপর রুশ সম্রাটরা যুলুম করেছিল তার অবসান ঘটাবে। এবং মুসলিমদের মসজিদ, মাদরাসা অটুট থাকবে। ফলে অনেক মুসলিম লেনিনের পক্ষে কাজ করেন। কিন্তু কমুনিস্ট বিপ্লবের পরে ইসলাম পালন নিষিদ্ধ করা হয় এবং মসজিদগুলি অপবিত্র করা হয়। কম্যুনিস্ট পার্টির অনেক মুসলিম নেতা ও সদস্য রাশিয়া ছেড়ে তুরস্কে হিজরত করতে বাধ্য হন।

দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুঝেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে মানা করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। -

আল্লাহ তোমাদেরকে কেবল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন যারা তোমাদের সঙ্গে দীনের ব্যাপারে যুঝেছে -

|  |  |
| --- | --- |
| 60:10 | হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কাছে ঈমানদার মহিলারা হিজরত করে এলে তোমরা তাদেরকে পরখ করে দেখ। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে বেশি এলেম রাখেন। এরপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা ঈমানদার মহিলা, তাহলে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। তারা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররাও তাদের জন্য হালাল নয়। তারা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন দোষ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহরানা দাও। আর তোমরা কাফির নারীদেরকে আটকে রেখ না, তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা তোমরা ফেরত চাও, আর তারা যা ব্যয় করেছে, তা যেন তারা চেয়ে নেয়। এটা আল্লাহর হুকুম। তিনি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করেন। আর আল্লাহ এলেমদার, হিকমতদার। |
| 60:11 | আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের কাছে চলে যায়, এরপর যদি তোমাদের সুযোগ আসে, তাহলে যাদের স্ত্রীরা চলে গেছে, তাদেরকে তারা যা ব্যয় করেছে, তার সমপরিমাণ দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা বিশ্বাসী। |
| 60:12 | হে নবী, যখন ঈমানদার নারীরা তোমার কাছে এসে বাইআত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না - তখন তুমি তাদের বাইআত লও এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাও। অবশ্যই আল্লাহ মাফকারী, পরম দয়ালু। |
| 60:13 | হে ঈমানদারগণ, তোমরা সেই কওমের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত। তারা তো আখিরাত সম্পর্কে নিরাশ, যেভাবে কাফিররা কবরবাসীদের সম্পর্কে নিরাশ। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

ঈমানদার মহিলারা হিজরত করে এলে তোমরা তাদেরকে পরখ কর - খন্দকের যুদ্ধে বিজয়ের পরে নবী (স.) এক খাবে দেখেন তিনি হজ্জ্বের জন্য মাথা কামাচ্ছেন। এ দেখে তিনি 628 সনে/৬ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে হজ্জ্বের উদ্দেশ্যে ১৪০০ সাহাবা নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা করেন। কুরাইশরা বাধা দিলে মুসলিমরা হুদাইবিয়ায় ঘাটি স্থাপন করে। এখানে কুরাইশদের সাথে মুসলিমদের দশবছর মেয়াদী একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। সন্ধিমতে মুসলিমরা সে বছর হজ্জ্ব না করেই মদীনায় ফিরবেন। কোন আরব গোত্র মুসলিমদের বা কুরাইশের সাথে মিত্রতা করলে কেউ বাধা দেবে না। কোন গোত্রকে অন্য গোত্র হামলা করলে আক্রান্ত গোত্রের মিত্র তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারবে। কোন ব্যক্তি তার সাথে স্বেচ্ছায় মক্কা থেকে মদীনায় যেতে চাইলে তিনি সাথে নেবেন না এবং তার কোন সাথী মক্কায় থেকে যেতে চাইলে তিনি বাধা দেবেন না। [[53]](#footnote-53)

সন্ধির বেশিরভাগ শর্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে গেলেও নবী রক্তপাত এড়াতে ও শান্তি পেতে এই চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।

বুখারী বর্ণনা করেন, সেদিন (সুলহে হুদায়বিয়ার দিন) সুহাইল ইবনু আমর যখন সন্ধিপত্র লিখলেন তখন সুহাইল ইবনু আমর রসূল (স.)-এর প্রতি শর্ত আরোপ করল যে, আমাদের কেউ আপনার কাছে এলে সে আপনার দীন কবুল করা সত্ত্বেও আপনি তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। আর আমাদের ও তার মাঝে হস্তক্ষেপ করবেন না। মুমিনরা এটা অপছন্দ করলেন এবং এতে ক্রুদ্ধ হলেন। সুহাইল এটা ছাড়া সন্ধি করতে অস্বীকার করল।

তখন রসূল (স.) সে শর্ত মেনেই সন্ধিপত্র লেখালেন। সেই দিন তিনি আবূ জানদাল (রা.)-কে তার পিতা সুহাইল ইবনু আমরের কাছে ফেরত দিলেন এবং সে চুক্তি মেয়াদকালে পুরুষদের মধ্যে যেই এসেছিল মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে ফেরত দিলেন। ঈমানদার মহিলাগণও হিজরত করে এলেন। সে সময় রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবূ মুয়াইত ছিলেন। তিনি ছিলেন যুবতী। তাঁর পরিজন তাদের কাছে তাকে ফেরত দেওয়ার জন্য নবী (স.)-এর কাছে দাবী জানাল। কিন্তু তাকে তিনি তাদের কাছে ফেরত দিলেন না। কেননা, সেই মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছিলেন, ঈমানদার মহিলাগণ হিজরত করে তোমাদের কাছে এলে তাদের তোমরা পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে বেশি এলেম রাখেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা ঈমানদার তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না (৬০:১০)।

উম্মে কুলসুমের পিতা উকবা ইবনু আবূ মুয়াইত বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। তিনি তার দুই ভাই ওয়ালীদ ও আম্মারার অধীনে থাকতেন। তাঁর দুই ভাই তাকে ফেরত দেওয়ার জন্য নবী (স.)-এর কাছে দাবী জানাল। কিন্তু তাকে তিনি তাদের কাছে ফেরত দিলেন না। [[54]](#footnote-54)

সুহাইল ইবনু আমরের বেটা আবু জন্দলকে ফেরত দেয়া হয়। [[55]](#footnote-55)

সূরা মুলক আয়াত 1-11

|  |  |
| --- | --- |
| 67:1 | বরকতের অধিকারী তিনি, যাঁর হাতে নিয়ন্ত্রণ। তিনি সবকিছুর উপর কুদরতদার। |
| 67:2 | যিনি পয়দা করেছেন মওত ও হায়াত, যাতে তোমাদেরকে পরখ করেন - তোমাদের মধ্যে কে আমলে শ্রেষ্ঠ? তিনি ইজ্জতদার, মাফকারী। |
| 67:3 | তিনি সাত আকাশ স্তরে স্তরে পয়দা করেছেন। তুমি রহমানের সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখবে না। আবার নজর ফেরাও; কোন ফাটল দেখ কি? |
| 67:4 | এরপর তুমি বার বার তাকাও-তোমার নজর ব্যর্থ ও হয়রান হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। |
| 67:5 | আমি দুনিয়ার আকাশকে দীপমালা দ্বারা সাজিয়েছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্য ক্ষেপণাস্ত্র করেছি এবং তাদের জন্য তৈয়ার রেখেছি জলন্ত আগুনের আযাব। |
| 67:6 | যারা তাদের রবকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব। সেটা কতই খারাপ জায়গা। |
| 67:7 | যখন তাদেরকে সেখানে ফেলা হবে, তখন শুনতে পাবে তার গর্জন আর তা থাকবে ফুটন্ত। |
| 67:8 | গোস্যায় জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন দলকে ফেলা হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা সওয়াল করবে, তোদের কাছে কি সতর্ককারী আসেনি? |
| 67:9 | তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, তখন আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ কিছুই নাজিল করেন নি। অবশ্যই তোমরা বিরাট ভুলে আছ। |
| 67:10 | তারা আরও বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা আকল খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। |
| 67:11 | এরপর তারা তাদের দোষ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

যাতে তোমাদেরকে পরখ করেন তোমাদের মধ্যে কে আমলে শ্রেষ্ঠ? – কাযী ইয়াযকে বলা হয়েছিল, আমল কখন আহসান হয়? তিনি বলেন, যখন তা ইখলাসপূর্ণ ও সঠিক হয়। কাযী ইয়াযকে বলা হল, আমল কখন ইখলাসপূর্ণ ও সঠিক হয়? তিনি বলেন, যখন আমলের তামাম আল্লাহর জন্য হয় তখন তা ইখলাসপূর্ণ হয় আর যখন আমল কেবল রসূল (স.)-এর তরীকায় হয় তখন তা সঠিক হয়।

সূরা মুলক আয়াত 12-18

|  |  |
| --- | --- |
| 67:12 | অবশ্যই যারা তাদের রবকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্যে আছে মাগফিরাত ও বড় পুরস্কার। |
| 67:13 | তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল বা প্রকাশ্যে বল, তিনি অন্তরের বিষয় জানেন। |
| 67:14 | যিনি পয়দা করেছেন, তিনি কি জানবেন না? তিনি সূক্ষদর্শী, খবরদার। |
| 67:15 | তিনি তোমাদের জন্য ধরণীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক খাও। তাঁরই কাছে ফিরতে হবে। |
| 67:16. | তোমরা কি নির্ভয় হয়েছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে যমীনে বিলীন করে দেবেন, এরপর তা কাঁপতে থাকবে। |
| 67:17 | তোমরা কি নির্ভয় হয়েছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তখন তোমরা জানবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী। |
| 67:18 | তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, এরপর কত কঠোর ছিল আমার অস্বীকৃতি। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক খাও - আদেশবাচক ক্রিয়া। এই আদেশ দিয়ে আল্লাহ মনে করিয়ে দিয়েছেন যে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস করতে গিয়ে আখিরাতকে ভুলে যেও না। কারণ {তাঁরই কাছে ফিরতে হবে।} আর নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করো না। আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিতে পারেন।

“আকাশে যিনি আছেন” দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ যে আসমানের উপরে আছেন তা সুবুত হয়। আল্লাহ কুরআনের অন্য জায়গায় বলেছেন, “রহমান আরশের উপরে আসন নিয়েছেন।” (20:5)

{তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল} – ফিরআউন, নমরূদ, আদ, ছামূদ মিথ্যারোপ করেছিল। এরপর আল্লাহ তাদেরকে আযাব দিয়ে হালাক করে দেন।

সূরা মুলক আয়াত 19-24

|  |  |
| --- | --- |
| 67:19 | তারা কি দেখে না, তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পাখিকুলের প্রতি পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমানই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সব দেখেন। |
| 67:20 | রহমান ছাড়া তোমাদের কোন সৈন্য আছে কি, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফেররা ধোকায় পতিত আছে। |
| 67:21 | তিনি যদি রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দিবে বরং তারা অবাধ্যতা ও বিমুখতায় ডুবে রয়েছে। |
| 67:22 | যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সৎপথে চলে, না সে যে সোজা হয়ে সিধাপথে চলে? |
| 67:23 | বল, তিনিই তোমাদেরকে পয়দা করেছেন এবং দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি ও চিন্তাশক্তি। তোমরা কমই শুকরিয়া কর। |
| 67:24 | বল, তিনিই ধরণীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা সমবেত হবে। |

......

সূরা মুলক আয়াত 25-30

|  |  |
| --- | --- |
| 67:25 | কাফেররা বলে, এই ওয়াদা কবে হবে, যদি তোমরা সত্যবান হও? |
| 67:26 | বল, এর এলেম আল্লাহর কাছেই। আমি কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী। |
| 67:27 | যখন তারা তা্ আসন্ন দেখবে তখন কাফেরদের চেহারা মলিন হবে এবং বলা হবে: এটাই তা যা তোমরা দাবি করতে। |
| 67:28 | বল, তোমরা কি ভেবেছ - যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সংগীদেরকে হালাক করেন অথবা আমাদেরকে দয়া করেন, তবে কে অবিশ্বাসীদেরকে কষ্টদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? |
| 67:29 | বল, তিনি রহমান, আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। অচিরেই তোমরা জানবে, কে প্রকাশ্য পথ-ভ্রষ্টতায় আছে। |
| 67:30 | বল, তোমরা ভেবেছ কি, যদি তোমাদের পানি যমীনের গভীরে চলে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা? |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

{কাফেররা বলে, এই ওয়াদা কবে হবে}- বল, এর এলেম আল্লাহর কাছেই।

eyLvix †iIqv‡qZ K‡i‡Qb Ave~ nyivqiv (iv:) †\_‡K: wReivBj ej‡jb, Cgvb Kx? im~j (m.) e‡jb, ÒCgvb n‡”Q Avjøvn, gvjvKMY, im~jMY I cyYiæ\_&\_v‡b wek¦vm| wReivBj ej‡jb, Bmjvg Kx? im~j (m.) e‡jb, Bmjvg n‡”Q Avjøvni Bev`Z Kiv I Zvi mv‡\_ KvD‡K kixK bv Kiv, mvjvZ Kv‡qg Kiv, hvKvZ †`qv I igvhv‡b mIg ivLv| wReivBj ej‡jb, Gnmvb Kx? im~j (m.) e‡jb, Gnmvb n‡”Q Zzwg Ggbfv‡e Bev`Z Ki‡e †hb Avjøvn‡K †`LQ| hw`I Zzwg Zv‡K †`LQ bv wZwb †Zv †Zvgv‡K †`L‡Qb (Ggb aviYv \_vK‡Z n‡e)| wReivBj ej‡jb, wKqvg‡Zi mgq KLb? im~j (m.) e‡jb, Bmjvg mIqvjKvixi †P‡q RIqve`vZv †ewk Rv‡b bv| Z‡e Avwg Avcbv‡K Gi kZ©mg~‡ni Lei w`w”Q| hLb `vmx Zvi gwbe‡K cÖme Ki‡e Ges hLb Kv‡jv D‡Ui ivLvjiv G‡K A‡b¨i Dci eovB Ki‡e eo eo `vjvb wb‡q|Ó (mnxn)

{বল, তোমরা কি ভেবেছ-যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সংগীদেরকে হালাক করেন অথবা আমাদেরকে দয়া করেন} - এ কথার উদ্দেশ্য হল – তোমরা কাফেররা কামনা করছ যে আমরা মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই। এখন যদি আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন অথবা আমাদেরকে দয়া করেন তবে তাতে তোমাদের কি? এর ফলে তোমাদের মুক্তি নেই। আমাদের রক্ষা বা ধংসের উপর তোমাদের মুক্তি নির্ভর করে না। অতএব আমাদের চিন্তা ত্যাগ করে চিন্তা কর তোমরা কীভাবে আযাব থেকে মুক্তি পাবে।

কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা?- আল্লাহই পানিকে ভূতলে বহমান করেন যা এদিক থেকে ওদিকে চলাচল করে এবং মানুষের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। তিনি পানি প্রত্যাহার করলে কেউ পানি আনতে পারবে না।

সূরা জিন্ন আয়াত 1-8

|  |  |
| --- | --- |
| 72:1 | বল, ‘আমার কাছে ওহী করা হয়েছে যে, অবশ্যই জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে। এরপর বলেছে, ‘আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, |
| 72:2 | যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে; এরপর আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না’। |
| 72:3 | আর আমাদের রবের মর্যাদা অতি উচ্চ; তিনি গ্রহণ করেননি কোন পত্নী আর কোন সন্তান। |
| 72:4 | আর আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহর সম্পর্কে অবাস্তব কথা বলত’। |
| 72:5 | ‘অথচ আমরা তো ধারণা করতাম যে, মানুষ ও জিন কখনো আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করবে না’। |
| 72:6 | আর কতক মানুষ কতক জিনের আশ্রয় নিত, এর দ্বারা তারা জিনদের গর্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। |
| 72:7 | আর (জিন্নরা বলেছিল) তোমরা (জিন্নরা) যেমন ধারণা করতে তেমনি মানুষরা ধারণা করত যে, (মওতের পর) আল্লাহ কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। |
| 72:8 | এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর পাহারাদার ও উল্কা দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। |
| 72:9 | আর আগে আমরা আসমানের বিভিন্ন ঘাঁটিতে খবর শোনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ খবর শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয়। |
| 72:10 | আর আমরা জানি না, যমীনে যারা রয়েছে তাদের জন্য অকল্যাণ চাওয়া হয়েছে, নাকি তাদের রব তাদেরকে সিধা ঠিক পথ দেখাতে চান। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

ইবন আববাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) একদল সাহাবীকে নিয়ে উকায বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন। এ সময়ই জিনদের আসমানী খবর শোনার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে এবং ছুঁড়ে মারা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লেলিহান অগ্নিশিখা। ফলে জিন শয়ত্বানরা ফিরে আসলে অন্য জিনরা তাদেরকে বলল, তোমাদের কী হয়েছে? তারা বলল, আসমানী খবর সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে আমাদের উপর বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমাদের প্রতি লেলিহান অগ্নিশিখা ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তখন শায়ত্বান বলল, আসমানী খবরাদি সংগ্রহের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি যে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে, অবশ্যই তা কোন নতুন ঘটনা ঘটার কারণেই হয়েছে। অতএব তোমরা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত সফর কর এবং দেখ ব্যাপারটা কী ঘটেছে? তাই আসমানী খবরাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে বাধা সৃষ্টি হয়েছে, এর কারণ খুঁজে বের করার জন্য তারা সকলেই পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিমে অনুসন্ধানে বের হল। ইবন আববাস (রা.) বলেন, যারা তিহামার উদ্দেশে বেরিয়েছিল, তারা ‘নাখলা’নামক জায়গায় রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কাছে এসে হাযির হল। রসূলুল্লাহ্ (স.) এখান থেকে উকাজ বাজারের দিকে যাওয়ার এরাদা করেছিলেন। এ সময় রসূলুল্লাহ্ (স.) সাহাবীদেরকে নিয়ে ফজর ছলাত পড়ছিলেন। জিনদের ঐ দলটি কুরআন শুনতে পেয়ে আরো বেশি মনোযোগ দিয়ে তা শুনতে লাগল এবং বলল, আসমানী খবর আর তোমাদের মাঝে এটাই বাধা সৃষ্টি করেছে। এরপর তারা তাদের কওমের কাছে ফিরে এসে বলল, হে আমাদের কওম! আমরা এক আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। এতে আমরা বিশ্বাস করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার কোন শরীক স্থির করব না। এরপর আল্লাহ তাঁর নবীর কাছে নাজিল করলেন, বল, আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। জিনদের কথাগুলি নবী (স.)-কে ওহীর মারফত জানানো হয়েছিল। (বুখারী)

সূরা আলাক আয়াত 1-8

|  |  |
| --- | --- |
| 96:1 | পড় তোমার রবের নামে, যিনি পয়দা করেছেন। |
| 96:2 | তিনি পয়দা করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে। |
| 96:3 | পড়, আর তোমার রব মহামহিম। |
| 96:4 | যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন |
| 96:5 | তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না। |
| 96:6 | মোটেই ঠিক নয়, মানুষ সীমালংঘন করেই থাকে, |
| 96:7 | কারণ, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে, |
| 96:8 | নিশ্চয় তোমার রবের দিকেই প্রত্যাবর্তন। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

'আলাক' – ঝুলন্ত বস্তু। জমাট রক্ত এবং জোঁক অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ (রা.) বলেন, আল্লাহর রসূল (স.)-এর কাছে পহেলা যে ওহী আসে, তা ছিল ঘুমন্ত অবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে সকালের আলোর মত প্রকাশিত হতো। এরপর তাঁর নিকট নির্জনতা পছন্দনীয় হয় এবং তিনি হেরা গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। নিজ পরিবারের কাছে ফিরে কিছু খাদ্য সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এভাবে সেখানে তিনি এক নাগাড়ে বেশ কয়েক দিন ইবাদত করতেন। এরপর খাদীজাহ (রা.)-এর কাছে ফিরে আবার একই সময়ের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে যেতেন। এভাবে ‘হেরা’ গুহায় অবস্থানকালে তাঁর নিকট ওহী এল। তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বলল, ‘পড়’। আল্লাহর রসূল স. বলেন, ‘আমি বললাম, ‘আমি পড়তে জানি না। তিনি বলেন, এরপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিল যে, আমার খুব কষ্ট হলো। এরপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, ‘পড়। আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না।’সে দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিল যে, আমার খুব কষ্ট হলো। এরপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, ‘পড়’। আমি বললাম, ‘আমি পড়তে জানি না।’আল্লাহর রসূল (স.) বলেন, এরপর তৃতীয়বারে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, ‘‘পড় তোমার রবের নামে, যিনি পয়দা করেছেন। যিনি পয়দা করেছেন মানুষকে আলাক থেকে, পড়, আর তোমার রব অতি দয়ালু।” (৯৬:১-৩)।

এরপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহর রসূল (স.) ফিরলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজাহ বিন্তে খুওয়ায়লিদের কাছে এসে বললেন, ‘আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর’, ‘আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর।’ তাঁরা তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। এমনকি তাঁর শংকা দূর হল। তখন তিনি খাদীজাহ (রা.)-এর নিকট ঘটনাবৃত্তান্ত জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শংকাবোধ করছি। খাদীজাহ (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, কখনই নয়। আল্লাহ্ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজাহ (রা.) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকাহ ইবনু নাওফাল ইবনু আবদুল আসাদ ইবনু আবদুল উযযাহ-র কাছে গেলেন, যিনি অন্ধকার যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে পারতেন এবং আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল হতে তরজমা করতেন। তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজাহ (রা.) তাঁকে বললেন, ‘হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।’ ওয়ারাকাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভাতিজা! তুমি কী দেখ?’ আল্লাহর রসূল (স.) যা দেখেছিলেন, সবই বর্ণনা করলেন। তখন ওয়ারাকাহ তাঁকে বললেন, এটা সেই বার্তাবাহক যাঁকে আল্লাহ মূসা (আ.)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বহিষ্কার করবে।’ আল্লাহর রসূল (স.) বললেন, ‘তারা কি আমাকে বের করে দেবে?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো অনুরূপ (ওহী) কিছু যিনিই নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই দুশমনি করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য করব।’

সূরা আলাক আয়াত 9-16

|  |  |
| --- | --- |
| 96:9 | তুমি কি তাকে দেখেছ যে নিষেধ করে। |
| 96:10 | এক বান্দাকে, যখন সে সালাত পড়ে? |
| 96:11 | তুমি কি দেখেছ, যদি সে হিদায়াতের উপর থাকে, |
| 96:12 | অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়? |
| 96:13 | যদি সে মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়? |
| 96:14 | সে কি জানেনা যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ দেখেন? |
| 96:15 | কখনো নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি তাকে কপালের সম্মুখভাগের চুল ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাব। |
| 96:16 | মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠ কপাল। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

তুমি কি তাকে দেখেছ যে নিষেধ করে।– মক্কার কুরাইশদের নেতা আবু জাহল নবী (স.)-কে কাবাঘরে সালাত পড়তে বাধা দিয়েছিল। এখানে সে ঘটনা বলা হয়েছে।

যদি সে মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়?- এই লোক আবু জাহল যে ইসলামকে সত্য বলে জানা ও বোঝার পরেও মিথ্যারোপ করে।

মুহম্মদ বিন কাব কুরাযী বলেন, আবু জাহল আগে বলেছিল, “আল্লাহর কছম, মুহম্মদ সৎ চরিত্র ছাড়া কোন কিছুর আদেশ করেন না।” (যাদুল মাসীর, সূরা নাজমের তাফছীর)

আবু জাহল বলেছিল, “হে আল্লাহ, যদি মুহম্মদ ঠিক হয় তবে আমাদেরকে আযাব পাঠিয়ে হালাক করে দিন।” ইবনে কাছীর বলেন, আবু জাহলের এই দোয়া ছিল ভুল লফজে। এর মধ্যে বড়াই মিশ্রিত। সঠিক দোয়ার ভাষা হতে পারে এ রকম, হে আল্লাহ, যদি মুহম্মদ ঠিক হয় তবে আমাদেরকেও ঠিক পথ এখতিয়ার করার তাওফীক দিন।

মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠ কপাল – মগজের যে অংশ কপালের ঠিক পিছনে থাকে সেই অংশই ডিসিশন নেয়।

সূরা কাওছার আয়াত1-3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 108:1 | আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করেছি | ইন্না আতাইনাকা আল কাওছার। |
| 108:2 | অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই ছলাত পড় এবং নহর কর। | ফাছললি লি রব্বিকা ওয়ানহার। |
| 108:3 | অবশ্যই তোমার বিদ্বেষীরাই নির্বংশ। | ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

যে লোকের পুত্রসন্তান মারা যায়, আরবে তাকে নির্বংশ (আবতার) বলা হত। রসূলুল্লাহ্‌ (স.)-এর বেটা কাসেম যখন শৈশবেই মারা গেল, তখন কাফেররা তাঁকে নির্বংশ বলে উপহাস করতে লাগল। আস ইবনে ওয়ায়েলের সামনে রসূলুল্লাহ্‌ (স.)-এর কোন আলোচনা হলে সে বলত, আরে তার কথা বাদ দাও, সে তো কোন চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ, সে নির্বংশ। তার মওত হলে তার নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না। তখন সূরা কাওছার নাজিল হয়। জানিয়ে দেয়া হয় যে কাফিররাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে আর নবী (স.) অগণিত লোকের ইমাম হবেন যাদেরকে তিনি কাওছার থেকে পানি পান করাবেন।

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (স.) বলেছেন, (মিরাজের রাতে) যখন আমি জান্নাতের মাঝে সফর করতে করতে এক নহরের সামনে পৌছলাম, যার হর কিনারায় মুক্তার গম্বুজ সাজানো রয়েছে, ফেরেশতাকে আমি ছওয়াল করলাম, এটা কি, হে জিবরীল? তিনি বললেন, এটাই কাওছার যা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন। (বুখারী)

ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (স.) বলেছেন, জান্নাতের একটি নহরের নাম কাওছার, যার হর কিনারা সোনার এবং যার পানি মুক্তা ও ইয়াকুতের উপর দিয়ে বহমান। এর জমীন কছতুরীর চেয়ে বেশি খুশবুদার, এর পানি মধুর চেয়ে মিষ্ট এবং বরফের চেয়ে বেশি সাদা। (তিরমিযী) ইবন উমর (রা.) হতে আরো বর্ণিত, রসূল (স.) বলেছেন, কাওছার থেকে যে পানি পান করাবে সে কখনো পিপাসিত হবে না।

অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই ছলাত পড় এবং নহর কর। - এই আয়াত সম্পর্কে মুহম্মদ বিন কাব কুরাজী বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছলাত পড় ও কুরবানী কর। কারণ অনেক মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছলাত পড়ে ও কুরবানী করে। (যাদুল মাছীর) নহর মানে কুরবানী।

আহমদ রেওয়ায়েত করেছেন আয়িশা বলেন, মক্কায় সকল ছলাত দুই রাকআত করে ফরয করা হয়েছিল। যখন তিনি মদীনাতে গেলেন, তখন হর দুই রাকআতে দুই রাকআত করে বাড়ানো হয়, মাগরিব ছাড়া। কারণ তা দিবসের বিতর। আর ফজর সালাত ছাড়া তার লম্বা কিরাআতের কারণে। আর যখন তিনি সফররত থাকতেন তখন আগের ছলাত পড়তেন। (আরও: ইবনে খুজাইমা, ইবনে মাজাহ)

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন ইবনু আব্বাস (রা.) হতে; তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেনঃ জিবরাঈল (আ.) বায়তুল্লাহর কাছে দুইবার আমার ছলাতে ইমামতি করেছেন। প্রথমবার তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের ছলাত পড়েন - যখন পশ্চিম আকাশে সামান্য টলে পড়েছিল এবং সেন্ডেলের এক ফিতা পরিমাণ সামান্য ছায়া বায়তুল্লাহর পূর্ব দিকে দেখা দিয়েছিল। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে আসরের ছলাত পড়েন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তাঁর সম পরিমাণ হয়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে মাগরিবের ছলাত পড়েন - যখন রোযাদার ইফতার করে। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে এশার ছলাত পড়েন - যখন পশ্চিমাকাশের লাল শুভ্র রং লোপ পায়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় ফজরের ছলাত পড়েন - যখন রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়। পরের দিন তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের ছলাত ঐ সময় পড়েন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সম-পরিমাণ হয়। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় আসরের ছলাত পড়েন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয় পরে তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় মাগরিবের ছলাত পড়েন যখন রোযাদার ইফতার করে। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে রাতের এক-তৃতীয়াংশে এশার ছলাত পড়েন। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ফজরের ছলাত ঐ সময় পড়েন -যখন দিগন্ত উজ্জল হয়ে যায়। এরপর তিনি (জিররাঈল আ.) আমাকে বলেন, আপনার পূর্ববর্তী নবীদের জন্য এটাই ছলাতের নির্ধারিত সময় এবং এই সময়ের মাঝখানেই নামাযের সময়। (তিরমিযী, আহমদ, দারাকুতনী)।

আল্লাহ বলেন,

এ সবগুলিতে তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য; এরপর ওগুলির কুরবানীর স্থান প্রাচীন ঘরের কাছে।

আমি প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য (কুরবানীর) নিয়ম করে দিয়েছি। তাদেরকে গবাদি পশু হতে যে রিযক্ দেয়া হয়েছে সেগুলোর উপর তারা যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, কারণ তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য, কাজেই তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ কর আর সুখবর দাও সেই বিনীতদেরকে-

যাদের কাছে আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যারা তাদের বিপদ সবর করে, যারা ছলাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

আর কুরবানীর উটকে আমি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন বানিয়েছি; তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান অবস্থায় সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর যখন সেগুলি কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে খাও; যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায় - তাদেরকে খেতে দাও। এভাবেই আমি ওগুলিকে তোমাদের অনুগত করেছি; যাতে তোমরা শুকরিয়া কর।

আল্লাহর কাছে ওগুলোর গোশত পৌঁছে না, আর রক্ত পৌঁছে না বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি ওগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা তাকবীর পড় এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে ঠিক পথ দেখিয়েছেন, কাজেই সৎকর্মশীলদেরকে তুমি সুখবর দাও। (22:33-37)

এখানে আনআম মানে উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া।

বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন, আনাছ (রা.) বলেন, নবী (স.) সাদা-কালো রংয়ের শিংবিশিষ্ট দুটি ভেড়া কুরবানী করেন। তিনি ভেড়া দুটির পার্শ্বদেশে তার পা রেখে তাছমিয়া (বিসমিল্লাহ) বললেন, তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বললেন এবং নিজ হাতেই সেই দুটিকে যবাহ করলেন।

সূরা ইখলাছ/সূরা তাওহীদ আয়াত1-4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 112:1 | বল, তিনি আল্লাহ, এক। | কুলহুয়া আল্লাহু আহাদ। |
| 112:2 | আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। | আল্লাহুস ছমাদ। |
| 112:3 | তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। | লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। |
| 112:4 | এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। | ওয়া লাম ইয়াকুন লাহু কুফুওয়ান আহাদ। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

উবাই বিন কাব বলেন, মুশরিকরা বলল, হে মুহম্মদ, আপনি আমাদের জন্য আপনার পালনকর্তার বংশ-পরিচয় দিন। তখন এই সুরা নাজিল হয়। (তিরমিযী)

উম্মে কুলছুম বিনতে উকবা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (স.) বলেন, সূরা ইখলাছ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। (আহমদ; সহীহ)

আয়িশাহ (রা.) বলেন, প্রতি রাতে নবী (স.) বিছানায় যাওয়ার আগে সূরাহ ইখলাছ, সূরাহ ফালাক ও সূরাহ নাছ পড়ে দুই হাত একত্র করে হাতে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব পুরা শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও চেহারা থেকে শুরু করে তাঁর দেহের সম্মুখভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার এমন করতেন। (বুখারী)

সূরা ফালাক আয়াত1-5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 113:1 | বল, আমি শরণ নিচ্ছি ঊষার পালনকর্তার, | কুল আউজু বি রব্বিল ফালাক। |
| 113:2 | তিনি যা পয়দা করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, | মিন শাররি মা খলাক। |
| 113:3 | রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা সবকিছুকে অন্ধকার করে, | ওয়া মিন শাররি গাছিকিন ইযা অকাব। |
| 113:4 | গ্রন্থিতে ফুঁক দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে | ওয়া মিন শাররিন নাফ্‌ফাছাতি ফিল্‌ উকাদ। |
| 113:5 | এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। | ওয়া মিন শাররি হাছিদিন ইযা হাছাদ। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

মুহম্মদ বিন কাব কুরাযী বলেন, গাছিক মানে রাত। (যাদুল মাছীর)

সূরা নাস আয়াত1-6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 114:1 | বল, আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের পালনকর্তার। | কুল আউজু বি রব্বিন নাছ। |
| 114:2 | মানুষের অধিপতির, | মালিকিন নাছ। |
| 114:3 | মানুষের উপাস্যের, | ইলাহিন নাছ। |
| 114:4 | তার অনিষ্ট থেকে যে কুবুদ্ধি দেয় ও আত্মগোপন করে, | মিন শাররিল ওয়াছ ওয়াছিল খন্নাছ। |
| 114:5 | যে কুবুদ্ধি দেয় মানুষের অন্তরে, | আল্লাজী ইউওয়াছ ভিছু ফী ছুদূরিন নাছ। |
| 114:6 | জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে। | মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাছ। |

আনুষাঙ্গিক আলোচনা:

আয়েশা (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (স.)-এর উপর জাদু করা হয়। ফলে তিনি যে কাজটি করেননি, তাও করেছেন বলে অনুভব করতেন। একদিন তিনি আয়েশা (রা.)-কে বললেন, আমার রোগটা কি, আল্লাহ্ তা আমাকে জানিয়েছেন। দুই ব্যক্তি আমার কাছে এল এবং একজন শিয়রের কাছে ও অন্যজন পায়ের কাছে বসল। শিয়রের কাছে বসা ব্যক্তি অন্য জনকে বলল, তাঁর অসুখটা কি? অন্যজন বলল, ইনি জাদুগ্রস্ত। পহেলা ব্যক্তি সওয়াল করল, কে জাদু করেছে? জওয়াব হল, ইহুদীদের মিত্র মুনাফিক লবীদ ইবনে আ'সাম জাদু করেছে। আবার সওয়াল হল, কি বস্তুতে জাদু করেছে? জওয়াব হল, একটি চিরুনী ও চিরুণী করার সময় যে চুল ওঠে তাতে। আবার সওয়াল হল, চিরুনীটি কোথায়? জওয়াব হল, খেজুর ফলের আবরণীতে রেখে 'যরোয়ান' কূপে একটি পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। এরপর রসূলুল্লাহ্‌ (স.) সে কূপে গেলেন এবং বললেন, আমাকে এই কূপই দেখানো হয়েছে। এরপর চিরুনীটি সেখান থেকে বের করে আনলেন। (বুখারী)

উকবা বিন আমির (রা.) বলেন, আমি নবী (স.)-এর সাথে হাটছিলাম। তিনি বললেন, হে উকবা পড়। আমি বললাম কী পড়ব? তিনি বললেন, পড়: কুল আউজু বি রব্বিল ফালাক। আমি সূরাটির শেষতক পড়লাম। তিনি বললেন, হে উকবা পড়। আমি বললাম, কী পড়ব? তিনি বললেন, পড়: কুল আউজু বি রব্বিন নাছ। আমি সূরাটির শেষতক পড়লাম। নবী (স.) বললেন, আশ্রয় চাওয়ার জন্য এই দুটি সূরার মত সূরা আর নেই। (নাছায়ী)

তেলাওয়াতের ছিজদা:

আমর বিন আস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (স.) তাঁকে পনেরটি ছিজদাহ শিক্ষা দিয়েছেন। তার মধ্যে মুফাসসালে তিনটি এবং সূরা হজ্জে দুইটি। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

সাত উপভাষায় কুরআন:

Be‡b AveŸvQ (iv.) †\_‡K, im~j (m.) e‡jb, ÒwReivBj Avgv‡K GKwU ni‡d KziAvb cov‡jb Avi Avwg Zv‡K evi evi Aby‡iva Kijvg he ZK bv wZwb mvZ ni‡d KziAvb cov‡jb|" (eyLvix)

Dgi (iv.) e‡jb, Avwg wnkvg web nvKxg‡K m~iv dziKvb Ggb k‡ã co‡Z ïbjvg hv Avwg †hfv‡e cwo Ges hv bex (m.) †\_‡K †kLv Zv †\_‡K wfbœ | Avwg Zv‡K im~j (m.)-Gi Kv‡Q wb‡q †Mjvg Ges ejjvg, †n im~j, GB †jvK Ggb k‡ã c‡o hv Avcwb Avgv‡K †hfv‡e cwo‡q‡Qb Zv †\_‡K wfbœ| im~j (m.) Zv‡K ej‡jb, ÒZzwg co|Ó †m coj, wZwb ej‡jb, ÒKziAvb Gfv‡e bvwhj n‡q‡Q| Gici wZwb Avgv‡K ej‡jb, ÒZzwg co|Ó Avwg cojvg, wZwb ej‡jb, ÒKziAvb Gfv‡e bvwhj n‡q‡Q| KziAvb mvZ ni‡d bvwhj n‡q‡Q| AZGe †hUv mnR nq †mfv‡e co| (eyLvix)

gymwjg‡`i wKiAv‡Zi gva¨‡g mvZwU nidB gvndzR Av‡Q| DQgvb (iv.) Kzivqkx nidwU msKjb K‡i‡Qb Ges GUvB †ewk cov nq| Ab¨ nid¸wjI c‡i wjwLZ n‡q‡Q Ges wKZve AvKv‡i cvIqv hvq| mKj ni‡dB mgvb m~iv Av‡Q| GKB Kb‡U›U Av‡Q| ïay wKQz RvqMvq AvÂwjK kã ev weKí kã Av‡Q Avi weQz evK¨ KZ©„ev‡P¨i e`‡j Kg©ev‡P¨ Av‡Q| ‡hgb gvAv-Gi RvqMvq wgb, Bn‡bi RvqMvq mydd, LywjKvZ-Gi RvqMvq LjvKZz BZ¨vw`|

কুরআন তেলাওয়াত শেষের ও কুরআন খতমের দুআ:

Av‡qkv (iv.) e‡jb, Avwg Avjøvni im~j (m:) †K ejjvg, †n im~jyjøvn, Avwg †`‡LwQ Avcwb †Kvb gRwj‡m e‡mb bv A\_ev KziAvb †ZjvIqvZ K‡ib bv A\_ev mvjvZ c‡ob bv KZK¸wj Kv‡jgv covi gva¨‡g †kl bv K‡i| bex (m:) ej‡jb, Òn¨v| †h fv‡jvfv‡e †kl K‡i Zvi Rb¨ GUv fv‡jv mxj nq Avi †h Lvivc wKQz e‡j †d‡j Zvi Rb¨ GB Kv‡jgv¸wj Kvddviv nq: QzenvbvKv Iqv wenvgw`Kv, jv Bjvnv Bjøv AvbZv, AvQZvMwdiæKv Iqv AvZzey BjvBK|Ó (bvQvqxi Avgvjyj BqvIwg Iqvj jvBjvn)

QzenvbvKv Iqv wenvgw`Kv, jv Bjvnv Bjøv AvbZv, AvQZvMwdiæKv Iqv AvZzey BjvBK|

এই লেখকের রচিত ও তরজমাকৃত কিতাবসমূহ:

1. একাধিক উপাস্য কি সত্য না সের্ফ এক উপাস্য?- জায়েদ লাইব্রেরী, 30-11-2011

2. তাজকিরায়ে সাহাবা 11-06-2013

3. তালবীছু ইবলীস (মূল আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী), 2014

4. কুরআনের ভাষ্যে মানুষের উৎপত্তি-কর্ম-পরিণতি, 21-01-2015

5. Mercy of the Worlds: Muhammad (pbuh), 01-04-2014

6. Principles of Shariah, 23-07-2014

7. Surprises of the Quran, Jan, Feb, April 2008, Muslim Digest

8. জগতসমূহের জন্য রহমত, 05-04-2015

9. মুলাখখাস মুকাদ্দামা মুসলিম, 09-07-2015

10. ফিতনার মাঝে করণীয় কী?- 01-09-2015

11. রহস্যময় দুনিয়ার আজব খবর (পহেলা হিসসা) 13-10-2015

12. সত্য কবুল করি মিথ্যা বর্জন করি, 15-12-2015

13. উপলব্ধি (পহেলা হিসসা) 01-03-2016

14. বাইবেলের কথা: যীশুর সুসংবাদ, 04-05-2016

15. খাসা পুরষ্কার মেলে যে-কাজে, 29-05-2016

16. জখীরায়ে হাদীস, 15-06-2016

17. Treasure Trove of Hadith, 17-06-2016

18. সবখানে আছে কোন না কোন মুসলিম কাহিনী, 17-06-2016

19. ছুওয়াইবাহ-কাবের হরফমালা 17-06-2016

20. Virtue of the Quran (Fazail al-Quran) (Imam Nasaai) ........

21. Modelling Stress-Strain of Chittagong Clay, 2007 Proceedings of ANZ Conference

on Geo-mechanics

22. Where Can We Find Pure Islam? .......

আবু ছুওয়াইবাহ আবু কাব আনীসুর রহমানের জন্ম নাটোর জেলার শ্রীপুর গ্রামে। পিতা আব্দুল কুদ্দুস ছিলেন একটি কলেজের সহকারী অধ্যাপক। মাতা গৃহিনী। কারী ওয়াফেরুদ্দীন সাহেবের কাছে কিরাআত এবং মাওলানা সাইদুল ইসলাম ও মাওলানা আব্দুল গনীর কাছে আকীদা শিক্ষা। রাজশাহী কলেজ থেকে এইচএসসি, বিআইটি চট্টগ্রাম (1ম বর্ষ) ও বিআইটি রাজশাহী থেকে বিএসসি ইন সিভিল ইনজিনিয়ারিং এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট থেকে এমএসসি ইন জিওটেকনিকাল ইনজিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন। একটি উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত। শায়েখ আব্দুন নূর মাদানী ও শায়েখ নূরুল আবসার সাহেবের সোহবতে ইসলামী ফিকহ শিক্ষা। গৃহিনী ‘জাকিয়া বিনতে রেজা’-র শওহর এবং ছুওয়াইবাহ ও কাবের বাবা।

**কুরআনের ভাষ্যে মানুষের উৎপত্তি-কর্ম-পরিণতি**

|  |
| --- |
| কিতাবটির কপিরাইট নেই।  যে কেউ এর মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান করতে পারবেন। |

|  |
| --- |
| **website: quraniclife.weebly.com**  **‍ৃৃৃabukab. weebly.com** |

1. মূসা বলেছেন, বেরেশিত বারা **এলোহিম** হাশ-শামাইম ভীত হা-রেৎছ। (আদিপুস্তক/জেনেসিস 1:1)

   আরামাইক ভাষায় যীশু বলেছেন, বি হোদা কাসতা বি আলাহ (আরামাইক ভাষায় নির্মিত movie Passion of Christ)

   অথর্বণঋষি বলেছেন, অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং (অথর্ববেদীয় উপনিষদ) [↑](#footnote-ref-1)
2. কুরআন শব্দটি করা'আ ক্রিয়া পদ থেকে এসেছে যার অর্থ পাঠ করা । কুরআনের মধ্যেও কুরআন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটি আল্লাহর বাণী বা কথা যা মানুষজাতির পথনির্দেশক। [↑](#footnote-ref-2)
3. নকুল কুমার বিশ্বাস (ইসলামের ইতিহাসে গ্রাজুয়েট, গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পী) লিখেছেন,

   কোরআন হল এই দুনিয়ার জীবন্ত গ্রন্থ।

   তুমি যতই তারে প্রশ্ন কর প্রশ্ন করলে উত্তর পাবে এমন প্রাণবন্ত।

   যদি প্রশ্ন কর: কোরআন তোমার দেশের বাড়ি কই?

   বলবে, “লাওহে মাহফুয” ঠিকানাহীন নই।

   যদি প্রশ্ন কর: কোরআন তুমি কোন মাসে আসিলা?

   বলবে, “শাহরু রমাযান আল্লাযী উনযিলা”।

   বল দুনিয়াতে আছে কটা বই এমন প্রাণবন্ত? [↑](#footnote-ref-3)
4. 2013 সালের এপ্রিল Pastor Terry Jones ঘোষণা করে যে 11 সেপ্টেম্বর কুরআন পুড়ানোর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। পুলিশ সেপ্টেম্বর 11, 2013 Terry Jones-কে গ্রেফতার করে. তিনি ফ্লোরিডার Polk কাউন্টিতে একটি পার্কে 2998টি কুরআন কেরোসিন মিশিয়ে রেখেছিলেন। তার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে জ্বালানি পরিবহন ও প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করার অভিযোগ আনা হয়। এই খবর টিভিতে দেখে নকুল কুমার বিশ্বাস তৎক্ষনাৎ লেখেন,

   যদি আগুন লেগে ধ্বংস হয় পৃথিবীর সব বইয়ের দোকান,

   তবু বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র কোরআন।

   করবে কেমন করে কোরআন ধ্বংস আগুনের তেজ?

   আছে বিশ্ব ভরা লক্ষ লক্ষ কোরআনের হাফেজ।

   তারা আবার ছাপিয়ে আসমানী গ্রন্থ,

   বাঁচাবে ইসলামের মান,

   এই বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র কোরআন। [↑](#footnote-ref-4)
5. Marmaduke Pickthall একজন ইংরেজ সাহিত্যিক। তিনি আরবি শেখেন, ইসলাম গ্রহণ করেন, কুরআন পড়েন এবং কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ করেন। [↑](#footnote-ref-5)
6. কুরআন করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

   [↑](#footnote-ref-6)
7. কুরআনে আল্লাহর ক্ষেত্রে পিতা শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি, কিন্তু বাইবেলে আল্লাহর ক্ষেত্রে পিতা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [↑](#footnote-ref-7)
8. Thomas Balantine Irving একজন আমেরিকান মুসলিম সাহিত্যিক। তিনি আরবি শেখেন, কুরআন পড়েন এবং কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ করেন।

   [↑](#footnote-ref-8)
9. সুদর্শন ভট্টাচার্য (আবুল হোসেন ভট্টাচার্য) বলেন, স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসাবে তিনি (আল্লাহ) কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। অতএব কারো প্রশংসা বা গুণকীর্তনের মুখাপেক্ষী তিনি হতে পারেন না। মানুষ বা অন্য কারো প্রশংসা-অপ্রশংসায় তার কোন লাভ বা ক্ষতি হতে পারে না। প্রকৃত কথা হল – তার প্রশংসাকীর্তন এবং পবিত্রতা ঘোষণার দ্বারা প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণাকারীরাই নানাভাবে লাভবান হয়ে থাকে।(ইতিহাস কথা কয়, জ্ঞান বিতরণী, পৃষ্ঠা 118) [↑](#footnote-ref-9)
10. # ইহুদি বংশোদ্ভুত মানুষের মধ্যে অনেক রকম লোক আছে।

    # নবীগণ – মুসা, দাউদ, যাকারিয়া, ঈসা

    # নেককার ঈমানদার – মারিয়াম, ইউশা

    # গাভীপুজারী

    # বাআল পুজারী

    # বাফোমেট পুজারী: Anton LaVey একজন ইহুদি বংশোদ্ভুত আমেরিকান। সে বাফোমেট (মিসরীয় ছাগল-দেবতা) পুজারী। সে Church of Satan-এর প্রতিষ্ঠাতা। কাব বিন আশরাফের চরিত্রের সাথে এর মিল পাওয়া যায়।

    # নাস্তিক: মুসার সময়ে একদল বলে, আমরা কখনওই আল্লাহকে বিশ্বাস করব না যবতক তাকে না দেখি।

    A man who says he is a Christian but disavows the role of Jesus is not a Christian at all. On the other hand, a Jew can deny the existence of God and still be entitled to the rights, privileges and obligations of any other Jew. [↑](#footnote-ref-10)
11. ঈসাকে দেখে প্রধান ইমামেরা আর কর্মচারীরা চেঁচিয়ে বললেন, ক্রুশে দিন, ওকে ক্রুশে দিন। পীলাত লোকদের বললেন, তোমরাই ওকে নিয়ে গিয়ে ক্রুশে দাও, কারণ আমি ওর কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি না।**(বাইবেল, যোহন 19:6)** [↑](#footnote-ref-11)
12. History Channel এর ডকুমেন্টারি “Who Wrote the Bible” এর ভাষ্যকার বলেন, “By the second century the four gospels had not yet been colected together as a unified work. They were individually known in widely separated areas of the empire. The new Church of Rome had the writings of Mark. The east had Matthew. Luke was known to the Christians throughout Greece. And the church of Ephesus had John....... In 325 of the Common Era, Constantine convened the graet council of Nicea, the world’s first ecumenical gathering where ever defining the nature and function of the young Christian church.” [↑](#footnote-ref-12)
13. 1945 সালে মিসরের নাগ হাম্মাদি শহরে একটি পুরাতন বইঘর আবিস্কৃত হয়। সেখানে এমন অনেক বই পাওয়া যায় যা ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক নিষিদ্ধ। এর মধ্যে ছিল Gospel of Thomas, Gospel of Philip, Gospel of Mary Magdalene. ইত্যাদি।

    1946-56 সালে Dead Sea তীরবর্তী কুমরান নামক এলাকায় গুহা ও স্থাপনা থেকে অনেক পুরাতন বই আবিস্কৃত হয়। এর মধ্যে ছিল Gospel of Thomas (যার একটি কপি নাগ হাম্মাদিতে পাওয়া গিয়েছিল), Book of Isaiah [↑](#footnote-ref-13)
14. Jerald Dirks একজন পাদ্রী ছিলেন। তিনি 1995 সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। [↑](#footnote-ref-14)
15. কেয়ামতের আগে ভণ্ড মসীহ (দাজ্জাল)-এর আবির্ভাবের পর ঈসা (আ.) নবী মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মতভুক্ত অনুসারী হিসেবে ফের পৃথিবীতে আসবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন| এরপর সমস্ত পৃথিবী শাসন করবেন এবং পৃথিবীতে শান্তি ও সুশাসন কায়েম করবেন| সবশেষে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে তার মৃত্যু হবে এবং মুহাম্মদ (স.)-এর কবরের পাশে তাকে দাফন করা হবে। [↑](#footnote-ref-15)
16. Bgvg Bebyj RvIhx e‡jb:

    {তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছে তিনশত বছর এবং তারা ‘নয়’ বাড়িয়েছিল।- GB Kvjvg m¤ú‡K© 2wU e³e¨ Av‡Q|

    GK - GUv gvby‡li †nKvqvZ, Avmnv‡e Kvnv‡di Ae¯’vb Kv‡ji mZ¨ cwigvc bq †hgb KvZv`vn e‡jb, GUv Avn‡j wKZve‡`i K\_v|

    `yB - GUvB Avmnv‡e Kvnv‡di Ae¯’vb Kv‡ji mZ¨ cwigvc| GB e³e¨ gyRvwn`, hvnnvK, Be‡b hv‡q` Ges Dev‡q` web Dgv‡q‡ii|

    BebyQ QvCe e‡jb, Bû`x bvmviviv ejZ, Zv‡`i wZbkZ eQi Ae¯’vb Kivi K\_v Avgiv Rvwb| wKš‘ bq eQi †hvM Kivi K\_v Avgiv Rvwb bv| ZLb cieZ©x AvqvZ bvwhj K‡i ejv nq (†Zvgiv bv Rvb‡jI Avjøvn fv‡jv Rv‡bb|

    Avj gvIqv`©x e‡jb, bq eQi Øviv †mŠi eQi I P›`ª eQ‡ii Zdvr eySv‡bv n‡q‡Q|} (Bebyj RvIhxi ZvdQxi †kl) [↑](#footnote-ref-16)
17. Bgvg Bebyj RvIhx e‡jb: {Avmgvb I hgxb ivZK wQj- GB AvqvZ m¤ú‡K© 3 iKg e³e¨ Av‡Q|

    GK - BKwigv, AvZv I gyRvwn‡`i g‡Z ivZK gv‡b e„wónxb| Avmgvb †\_‡K e„wó nZ bv| hgx‡b dmj nZ bv|

    `yB - Be‡b AveŸvm, nvmvb emix, KvZv`vn I mvC` web hyevB‡ii g‡Z ivZK gv‡b BjZvmvK¡v (AvVvi g‡Zv Mv‡q Mv‡q wg‡k \_vKv)| Avmgvb I hgxb GKmv‡\_ wg‡k wQj| Avjøvn G `ywU‡K Avjv`v K‡ib|

    wZb - myÏx I gyRvwn‡`i g‡Z GKwU Avmgvb †\_‡K 6wU Avmgvb †ei Kiv n‡q‡Q Avi GKwU hgxb †\_‡K 6wU hgxb †ei Kiv n‡q‡Q| } (Bebyj RvIhxi ZvdQxi †kl) [↑](#footnote-ref-17)
18. ইবনে ইসহাক [↑](#footnote-ref-18)
19. ইবনে ইসহাক [↑](#footnote-ref-19)
20. ইবনে ইসহাক [↑](#footnote-ref-20)
21. Watt, Muhammad: Prophet and Statesman, pp. 167–174 [↑](#footnote-ref-21)
22. Watt, "Kurayza, Banu", Encyclopaedia of Islam. [↑](#footnote-ref-22)
23. Heck, "Arabia Without Spices:An Alternate Hypothesis", p.547–567 [↑](#footnote-ref-23)
24. ইবনে ইসহাক [↑](#footnote-ref-24)
25. মুসলিম [↑](#footnote-ref-25)
26. আব্দুর রাযযাক (মুসান্নাফ), ইবনে ইসহাক [↑](#footnote-ref-26)
27. বায়হাকী [↑](#footnote-ref-27)
28. আহমদ, ইবনে ইসহাক [↑](#footnote-ref-28)
29. আহমদ [↑](#footnote-ref-29)
30. একসময় সাদ ইবনে মুয়ায তাদের মিত্র ছিলেন। তিনি তাদের কিতাব জানতেন বলে মনে হয়। বর্তমান বাইবেলে আমরা পাই: When you draw near to a town to fight against it, offer it terms of peace. If it accepts your terms of peace and surrenders to you, then all the people in it shall serve you at forced labor. If it does not submit to you peacefully, but makes war against you, then you shall besiege it; and when the Lord your God gives it into your hand, you shall put all its males to the sword. You may, however, take as your booty the women, the children, livestock, and everything else in the town, all its spoil. You may enjoy the spoil of your enemies, which the Lord your God has given you. Thus you shall treat all the towns that are very far from you, which are not towns of the nations here. But as for the towns of these peoples that the Lord your God is giving you as an inheritance, you must not let anything that breathes remain alive. (Deuteronomy 20:10-16) [↑](#footnote-ref-30)
31. আহমদ, তিরমিযী, নাছায়ী, ইবনে হিব্বানের মতে এ সংখ্যা চারশত। এটাই সবচেয়ে শুদ্ধ। অন্য সূত্রে 700, 800, 900 জন বলা হয়েছে। [↑](#footnote-ref-31)
32. আবু উবাইদ (আমওয়াল), তাবারানী (মুজাম আওসাত) [↑](#footnote-ref-32)
33. রিফা, আব্দুর রহমান ও সুহায়মার ঘটনা হাদীসে এসেছে। (মালিক, বুখারী) [↑](#footnote-ref-33)
34. The Life of Muhammad, BBC-2 TV documentary, 2011. [↑](#footnote-ref-34)
35. The Life of Muhammad, BBC-2 TV documentary, 2011 [↑](#footnote-ref-35)
36. অথর্ব বেদ, 20 কাণ্ড, 9ম অনুবাক, সুক্ত 31. একে কুন্তাপ মন্ত্র বলা হয়। [↑](#footnote-ref-36)
37. ইবনে আবু শায়বা (মুসান্নাফ), বায়হাকী (দালাইল), আব্দ বিন হুমাইদ [↑](#footnote-ref-37)
38. বুখারী [↑](#footnote-ref-38)
39. আনসাবুল আশরাফ [↑](#footnote-ref-39)
40. আহমদ [↑](#footnote-ref-40)
41. Enc. Islam, Montgomery Watt, 1960 [↑](#footnote-ref-41)
42. ওয়েলশ ধর্মান্তরিত মুসলিম (b. 1948) [↑](#footnote-ref-42)
43. The Life of Muhammad, BBC-2 TV documentary, 2011 [↑](#footnote-ref-43)
44. The Life of Muhammad, BBC-2 TV documentary, 2011 [↑](#footnote-ref-44)
45. ব্রিটিশ ধর্মান্তরিত মুসলিম, AbdurRaheem Green নামেও পরিচিত(জন্ম1962) [↑](#footnote-ref-45)
46. The Life of Muhammad, BBC-2 TV documentary, 2011 [↑](#footnote-ref-46)
47. ইবনে বাক্কার, মুনতাখাব মিন কিতাবি আযওয়াযিন নবী, পৃ. 55-56 [↑](#footnote-ref-47)
48. তিরমিযী, নাছায়ী; narrated by Abu Hurairah [↑](#footnote-ref-48)
49. আবু দাউদ, নাছায়ী; [↑](#footnote-ref-49)
50. বুখারী, মুসলিম, দারেমী [↑](#footnote-ref-50)
51. সউদী আরবের মুফতীয়ে আযম শায়েখ বিন বায বলেছিলেন, পৃথিবী সমতল। কিন্তু 1985 সালে সউদি শাহজাদা কর্নেল সুলতান বিন সালমান আমেরিকার Discovery নভোযানে সফর করে এসে তাকে বর্ণনা দেয়ার পর শায়েখ বিন বায মেনে নেন যে পৃথিবী গোলাকার। [↑](#footnote-ref-51)
52. আহমদ [↑](#footnote-ref-52)
53. দারেমী, ইবনে ইসহাক [↑](#footnote-ref-53)
54. উম্মে কুলসুম পহেলা যায়দ বিন হারিছাকে বিয়ে করেন। যায়েদ শহীদ হলে যুবাইর বিন আওয়ামকে বিয়ে করেন। যুবাইরের সাথে বিচ্ছেদ হলে ইবনে আওফকে বিয়ে করেন। ইবনে আওফ ইন্তিকাল করলে আমর বিন আছকে বিয়ে করেন। এই বিয়ের এক মাস পর তিনি মিসরে মারা যান। [↑](#footnote-ref-54)
55. বদরে আবু জাহল, উতবা, উকবার মওতের পর সুহায়ল ও আবু সুফিয়ান মক্কার বড় নেতা হিসাবে বাকী থাকে। সুহায়েলের দুই বেটাই ইসলাম কবুল করেছিলেন।

    [↑](#footnote-ref-55)